উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

১২ চৈত্র ১৪৩১ বুধবার ৫.০০ টাকা 26 March 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 305

সেনসেক্স : ৭৮,০১৭.১৯ (+৩২.৮১)

নিফটি : ২৩,৬৬৮.৬৫ (+১০.৩০)

কলকাতায় ম্যাঞ্চেস্টারের স্কুল
মমতার লন্ডন সফরে 'ম্যাঞ্চেস্টার-যোগ'। কলকাতায় ফুটবল স্কুল খুলছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের চ্যাম্পিয়ন ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। মউ হল টেকনো ইন্ডিয়ার সঙ্গে। ›› ১০

সরগরম সংসদ
১০০ দিনের কাজে পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে লোকসভায় সুর চড়াল তৃণমূল। তাদের সুরে সুর মিলিয়ে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে মোদি সরকারকে নিশানা করল ডিএমকে এবং কংগ্রেস। ›› ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৬°	৩৭°	৩৭°	৩৭°
সর্বনিম্ন	২১°	১৯°	১৯°	২০°

নাইটদের আজ জয়ে ফেরার যুদ্ধ ›› ১১

কমলিকে অপমান মালদা মেডিকেলে

কল্লোল মজুমদার ও সৌরভ ঘোষ

মালদা, ২৫ মার্চ : মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ছানি অপারেশন করতে এসে চরম অপমানিত হলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাওয়া সমাজসেবী কমলি সোরেন। অভিযোগ, পরিচয় দেওয়ার পরেও তাঁর ঠাঁই হয় এক বিছানায় তিন রোগীর সঙ্গে। আরও অভিযোগ, এই নিয়ে তাঁর অনুগামীরা প্রতিবাদ জানাতে গেলে কর্তব্যরত নার্স কমলি সোরেনের উদ্দেশে 'রাষ্ট্রপতি, ফাস্টোপতি...' মন্তব্য করে কটাক্ষ করেন।

মালদা মেডিকেলে চিকিৎসারত কমলির ছবি সহ নার্সের ওই মন্তব্যের একটি অডিও-ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন জেলা পরিষদের বিজেপি সদস্য তারাশংকর রায়। যা মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। যদিও ওই অডিও-ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

অনুগামীদের কাছে কমলি সোরেন গুরুমা নামে পরিচিত।

মালদা মেডিকেলে অন্যদের সঙ্গে একই বেডে কমলি সোরেন।

তারাশংকরের অভিযোগ, 'গুরুমার ছানি অপারেশন সম্পূর্ণ হওয়ার পর একটি বেডে তিনজনকে রাখা হয়। এই নিয়ে তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে হাসপাতালের ফিমেল সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের নার্সরা গুরুমাকে প্রচণ্ড অপমান করেন। উনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন, এটা জানানোর পরেও ওঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে কটাক্ষ করেন, রাষ্ট্রপতি, ফাস্টোপতি... বলে।' তারাশংকর এদিন দাবি করেন, 'আমি কর্তব্যরত নার্সদের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাব।'

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে সমাজসেবামূলক কাজের জন্য পদ্মশ্রী পান মালদার গাজোলের প্রত্যন্ত কোটালহাটি গ্রামের কমলি সোরেন। কমলিদেবীর বাপের বাড়ি পুরাতন মালদার বাগমারা গ্রামে। কম বয়সে বিয়ে হয়। কন্যাসন্তান হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি চলে আসেন গাজোলের কোটালহাটি গ্রামে। সেখানে রাজেন বাবাজির আশ্রমই এখন কমলি সোরেনের ঠিকানা। এখানে থেকেই গত ৩০ বছর ধরে আদিবাসীদের ঐতিহ্য, তাদের উন্নয়ন ও চিকিৎসায় সাহায্য করার কাজ করে চলেছেন তিনি। যদিও এই নিয়ে কমলির মন্তব্য, 'জীবনভর গরিব-দুঃখীদের সেবা করেছি, বিনিময়ে কিছুই চাইনি। আজ আমি নিজে অসুস্থ।

এরপর দশের পাতায়

প-এ পাহাড়, প-এ পর্যটন

পরীক্ষা শেষে স্কুল ছুটির ঘণ্টা বাজতেই একটু একটু করে ভিড় বাড়ছে পর্যটকের। দার্জিলিংয়ের ম্যালে তাই ঘোড়া নিয়ে পর্যটকের অপেক্ষা। লামাহাটা ইকো পার্কেও ঠাসা ভিড় ভ্রমণপিপাসুদের। মঙ্গলবার। ছবি : অ্যানি মিত্র

রোষের মুখে স্কুল পড়ুয়ারা

আরজি কর কাণ্ড নিয়ে নাটক

অসীম দত্ত

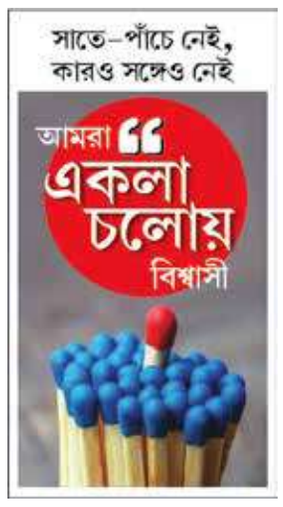

আলিপুরদুয়ার, ২৫ মার্চ : আরজি কর কাণ্ড নিয়ে নাটক পরিবেশন করে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আধিকারিকদের রোষের মুখে পড়ল খোল্টা হাইস্কুলের ছাত্রীরা। সোমবার দূষণ নিয়ন্ত্রক পর্ষদের উদ্যোগে জয়ন্তীতে একটি প্রকৃতি পাঠ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে ক্যাম্প ফায়ারের সময় ওই ছাত্রীরা রাজ্যে নারী নিরাপত্তা নিয়ে একটি নাটক পেশ করে। সেইসঙ্গে আরজি করের নিগৃহীতার পাশে থাকা নিয়ে একটা গানও পরিবেশন করে। আর তাতেই সরকারি আধিকারিকদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাদের।

অভিযোগ, ওই সরকারি কর্তারা স্কুল ছাত্রী ও স্কুলের শিক্ষিকাকে রীতিমতো ক্ষমা চাইতে বলেন এবং ছাত্রীদের এই গর্হিত অপরাধের জন্য মুচলেকাও জমা দিতে বলেন। পাশাপাশি প্রকৃতিবীক্ষণ শিবিরে আসা ওই ছাত্রীদের বকাঝকাও করা হয় বলেও অভিযোগ। সূত্রের খবর, সরকারি কর্তাদের ধমকে শিবিরে আতঙ্কে রাত কাটিয়েছে একাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের সঙ্গে অভিভাবক ও এক শিক্ষিকা। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র বলেন, 'একটা ছোট ইস্যুকে বড় করে দেখার কিছু নেই।'

সোমবার রাতের ওই ঘটনার পর মঙ্গলবার সকালে খোল্টা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজদীপ দে রায়কে জয়ন্তীতে তলব করা হয়। রাজদীপ বলেন, 'রাতেই এমন ঘটনার কথা শুনতে পাই। মহিলাদের সুরক্ষা নিয়ে একটা গান করেছিল ছাত্রীরা। এর মধ্যে কাউকে ছোট করার কিছু নেই। তবে রাতেই আধিকারিকদের হস্তক্ষেপে বিষয়টি মিটমাট হয়ে যায়।'

আলিপুরদুয়ার জেলার আটটি এবং কোচবিহার জেলার দুই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ওই শিবিরে যোগ দিয়েছিল। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) তথা প্রাক্তন আইএএস কর্তা সুব্রত ঘোষ সহ পর্ষদের আরও কয়েকজন কর্তা। শিবিরে বিভিন্ন স্কুল থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের মতো করে অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে বলা হয়। সেই মোতাবেক খোল্টা হাইস্কুলের ছাত্রীরা ধর্ষণের বিরোধিতায় একটি নাটক এবং আরজি কর কাণ্ডে অভয়ার সমর্থনে সংগীত পরিবেশন করে। এতেই খেপে ওঠেন উপস্থিত আধিকারিকরা। কলকাতা থেকে আসা পর্ষদের এক কর্তা ছাত্রীদের বকাঝকা করেন এবং অনুষ্ঠান বন্ধ করে এই ঘটনায় ক্ষমা চাইতে বলেন বলে অভিযোগ। এরপরে সেখানে উপস্থিত অন্য স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়েন। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে অবশ্য সেই মুহূর্তে হস্তক্ষেপ করেন পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং ওএসডি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

এরপর দশের পাতায়

জয়ন্তীতে প্রকৃতি পাঠ শিবির।

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

'২৬-এর জুনের মধ্যে ভোট, ইঙ্গিত ইউনূসের

অস্থির বাংলাদেশ

ঢাকা, ২৫ মার্চ : সেনার সক্রিয়তা বাড়ার পর নির্বাচনের ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা দিলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। নির্দিষ্টভাবে তিনি জানালেন, 'চলতি বছরের ডিসেম্বর থেকে আগামী বছর জুন মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন হবে বাংলাদেশে।' তাঁর দাবি, 'আমরা চাই, আগামী নির্বাচন যেন বাংলাদেশের ইতিহাসে সবথেকে অবাধ, সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়। এজন্য নির্বাচন কমিশন সমস্তরকম প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।'

দেশের স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে মুহাম্মদ ইউনূসের ভাষণে মঙ্গলবার দুর্নীতি থেকে শুরু করে আইনশৃঙ্খলা ইত্যাদি নানা বিষয়ে ছিল কড়া বার্তা। মুজিবুর রহমানের মুক্তিযোদ্ধার সম্মান কেড়ে নিলেও স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে পিছিয়ে নেই অন্তর্বর্তী সরকার। অন্যদিকে, তাৎপর্যপূর্ণভাবে একইদিনে জুলাই অভ্যুত্থানের সমর্থনে বার্তা দেওয়া হয়েছে খোদ সেনাপ্রধানের তরফে।

সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান বলেন, 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জুলাই যোদ্ধাদের স্বপ্নপূরণে সবসময় পাশে থেকেছে। জুলাই গণ অভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা।' গত কয়েকদিন ধরে জুলাই আন্দোলনের ছাত্র নেতৃত্বের একাংশের সঙ্গে সেনাবাহিনীর দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসে গিয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার ওয়াকার স্পষ্ট করে বলেন, 'অতীতের মতো ভবিষ্যতেও আমরা দেশমাতৃকার কল্যাণে সবসময় পাশে থাকব।'

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

মমতা ফিরলেই রদবদল
›› পাঁচের পাতায়

যুদ্ধের ছক ফাঁস, অস্বস্তিতে ট্রাম্প
›› সাতের পাতায়

জয়ন্তীর পথে হাতির তাড়া মনোময়কে
›› দশের পাতায়

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই
আমরা "একলা চলোয় বিশ্বাসী

ভিসা বাতিল বাংলাদেশির

ভারত নিয়ে কুমন্তব্যে শাস্তি

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৫ মার্চ : পড়শি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে এমনিতেই পরিস্থিতি বর্তমানে উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে সেখানকার এক বাসিন্দা ভারতের নামে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে সেই পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করলেন। মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ঘটনা। ওই ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিক্ষোভ চলে। পরে মহম্মদ আজাদুর রহমান নামে ওই বাসিন্দার ভিসা বাতিল করে তাঁকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা জানিয়েছেন।

আজাদুর বাংলাদেশের মাগুরার বাসিন্দা। এদিন দুপুরে তিনি চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে ঢোকেন। তাঁর ছেলে কার্সিয়াংয়ে পড়াশোনা করে। পরীক্ষা শেষে ছেলেকে নিয়ে দেশে ফিরবেন বলে আজাদুরের পরিকল্পনা ছিল। ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট এলাকার ট্যাক্সিস্ট্যান্ড থেকে গাড়ি ভাড়া করতে গিয়ে গাড়িচালকের সঙ্গে বচসায় জড়ালে সমস্যার সূত্রপাত। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজাদুর বেশ কয়েকজনের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের পাশাপাশি ভারত সম্পর্কে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন। মুহূর্তেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। চালকদের কেউই ওই ব্যক্তিকে গাড়িতে নিতে চাননি। এই সময় অনেকে ওই ঘটনা ফেসবুকে লাইভ করা শুরু করেন। আজাদুর হেঁটে চ্যাংরাবান্ধা ভিআইপি মোড়ে উপস্থিত হলে বাসিন্দারা তাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাঁরা ততক্ষণে ঘটনার বিষয়ে অবগত হয়ে গিয়েছিলেন। পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হতে থাকলে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ সেই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পরে তাঁকে চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়। বাইরে তখনও উত্তেজিত বাসিন্দাদের বিক্ষোভ চলছিল। আজাদুর উত্তেজিত জনতার সামনে নিজের ভুল স্বীকার করে নেন।

চ্যাংরাবান্ধায় চাঞ্চল্য

- চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে এক বাংলাদেশি মঙ্গলবার ভারতে ঢোকেন
- তাঁর ছেলে কার্সিয়াংয়ে পড়াশোনা করে, গাড়ি ভাড়া নিতে গিয়ে ভারত সম্পর্কে কুমন্তব্য
- এরপরই তাঁকে ঘিরে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু, পুলিশ ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে চেকপোস্টে নিয়ে যায়

এরপর দশের পাতায়

ফালাকাটার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে জমি হাঙরের হানা

মাফিয়াদের মুক্তাঞ্চল

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৫ মার্চ : ফালাকাটা পুরসভা এলাকায় খাসজমি দখল করে দিব্যি গজিয়ে উঠছে একের পর এক নির্মাণ। তবে এর মধ্যে 'নজর কেড়েছে' ৭ নম্বর ওয়ার্ড। পুর কর্তৃপক্ষের কাছে জমা পড়া অভিযোগের সংখ্যার বিচারে একথা বলাই যায় যে জমি দখলের অভিযোগে ফালাকাটা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড এখন ১ নম্বরে।

ওয়ার্ডের কলেজপাড়া, কলেজডাঙ্গা এবং পশ্চিম ফালাকাটার বিস্তীর্ণ এলাকার খাসজমি এখন জমি মাফিয়াদের কবজায়। এই ওয়ার্ডের খাসজমি ছাড়াও নদী, নালা, ডোবাও বাদ যাচ্ছে না জমি হাঙরদের কবল থেকে। বিভিন্ন কায়দায় ওয়ার্ডজুড়ে দখলদারি চলছে। লক্ষ লক্ষ টাকায় সেই জমির বিকিকিনি চলছে। এভাবে খাসজমি বেদখল হতে চলায় উদ্বিগ্ন পুরসভাও।

ফালাকাটা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের খাসজমি।

পুরসভার ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দা পঙ্কজ বিশ্বাসের কথায়, 'আমাদের পশ্চিম ফালাকাটা এলাকায় একেবারে নালা দখল করে বড় বড় বিল্ডিং বানানো হচ্ছে। এমনকি ফালাকাটা-ধূপগুড়িগামী রাস্তার পূর্ত দপ্তরের জমিও দখল করে বসতবাড়ি বানানো হচ্ছে। পুরসভা সব জানে। কিন্তু তারা কোনও পদক্ষেপ করে না।'

যদিও ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরির কথায়, '৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে বেশ কিছু জমি দখল ও অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ আমরা পেয়েছি। দখলদারদের নোটিশও পাঠানো হয়েছে।' খাসজমি কী করে উদ্ধার করা যায় সে বিষয়ে ভূমি দপ্তরের সঙ্গে কথা বলবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন চেয়ারম্যান। সেইসঙ্গে দখলদারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাসও দিয়েছেন।

পুরসভার এক কর্মীর কথায়, 'অবৈধ দখল হোক আর অবৈধ নির্মাণ, পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডেই এমন অভিযোগ সবচেয়ে বেশি। গত ১ বছরেই ১২ থেকে ১৫টি এমন অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগ পেয়ে আমরা খতিয়ে দেখেছি। তাতে সেসব অভিযোগের সত্যতার প্রমাণও মিলেছে।'

স্থানীয়দের দাবি, এলাকায় বিঘার পর বিঘা খাসজমি রয়েছে। এই জমিগুলিই দীর্ঘদিন ধরে দখল হয়ে যাচ্ছে। মূলত কলেজপাড়া, কলেজডাঙ্গা এবং পশ্চিম ফালাকাটায় দখলদারদের দাপট বেশি। অনেক জায়গায় পূর্ত দপ্তরের জমিও দখল হয়ে গিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

আইনের চোখে পরকীয়া এখন আর অপরাধ নয়। কিন্তু সমাজের চোখে? না, ভারতের গ্রামীণ সমাজ পরকীয়াকে এখনও ঘৃণ্য অপরাধ বলেই গ্রাহ্য করে। একইভাবে, বিবাহবিচ্ছেদের অন্যতম কারণও হয়ে উঠছে এই পরকীয়া। যার জেরে ভাঙছে সংসার, ভাঙছে মন। কোন পথে এগোচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম? প্রশ্ন তুলে দেয় উত্তরবঙ্গের জোড়া ঘটনা।

ঘরছাড়া স্ত্রী, মাথা ন্যাড়া করে শ্রাদ্ধ

পিরিতি কাঁঠালের আঠা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৫ মার্চ : প্রবাদপ্রতিম অমর পাল গেয়েছিলেন, 'সাকিনা তোর বিয়ার খবর পাইছি বাড়ি গিয়া রে...।' তারপরেই তাঁর স্বগতোক্তি, 'তুই মরলি আমি নিজে শান্তি পাইতাম মইরা...।' শিল্পীর এই অনুভূতির ধারেকাছে হাঁটেননি হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার পরাশটোলা গ্রামে অচিন্ত্য রায়। বরং, ১৯ বছরের দাম্পত্যে ইতি টেনে পরকীয়ার টানে ঘরছাড়া স্ত্রীকে তিনি 'শাস্তি' দিয়েছেন নিজের মতো করে। রাগে, ক্ষোভে স্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করেছেন গ্রামের শ্মশানে। মাথা মুড়িয়ে শ্রাদ্ধ করে গ্রামের মানুষকে পাত পেড়ে খাইয়েছেন মঙ্গলবার।

প্রতিবেশীরাই জানিয়েছেন, ওই দম্পতি নিঃসন্তান। অচিন্ত্য বলেন, 'পরিবারে কোনও অশান্তি ছিল না। তবে সন্তান না হওয়ার একটা দুঃখ ছিল। রাজমিস্ত্রির কাজে যা আয় করতাম সবটাই স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে জমা রাখতাম। ও অনেক রাত পর্যন্ত ফোনে কথা বলত। আমি শাসন করেছিলাম। শ্বশুরবাড়িতেও জানিয়েছিলাম।'

পরিবার সূত্রেই জানা গিয়েছে, অচিন্ত্য কাজ করতে বাইরে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখেন, স্ত্রী বাড়িতে নেই। সঙ্গে সমস্ত নতুন কাপড়চোপড়, বিয়ের অলংকার ও ব্যাংকের চল্লিশ হাজার টাকা সহ অচিন্ত্যর সমস্ত রোজগার উধাও। এরপর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়।

সুখস্মৃতি হাতে পরাশটোলা গ্রামের অচিন্ত্য রায়।

এরপর দশের পাতায়

স্বামীর 'দখল' নিয়ে ধস্তাধস্তি

পতি পত্নী অওর উও

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৫ মার্চ : স্বামী তুমি কার? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে রাতের শহরে রাজপথে রীতিমতো হাত ধরে টানাটানি। সোমবার রাতে এমন ঘটনাই ঘটেছে আলিপুরদুয়ার শহরের চৌপথি সংলগ্ন এলাকায়। পথচলতি অনেকেই দেখেছেন এক পুরুষের হাত ধরে টানাটানি করছেন এক মহিলা। তবে ওই দেখাটুকুই। বিবাদের সমাধানে কেউ এগিয়ে আসেননি। শেষে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামলায়। তবে এব্যাপারে আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

বিবাদটা কী নিয়ে? অভিযোগ, প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও সন্তানকে রেখেই দ্বিতীয় বিয়ে করে দিব্যি সংসার করছিলেন এক তরুণ। তবে 'ধরা' পড়ে গেলেন সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে। স্বামী ফেসবুকে অন্য এক মহিলার সঙ্গে ছবি পোস্ট করতেই প্রথম স্ত্রীর সন্দেহ হয়। স্ত্রী, সন্তান থাকা সত্ত্বেও অন্য স্ত্রীর সঙ্গে ছবি কেন? এই প্রশ্ন করতেই অশান্তির সূত্রপাত। তারপরেই মোবাইল ফোন নম্বর বন্ধ করে দিয়েছিলেন স্বামী। তবে ওই বধূও হাল ছাড়েননি। খুঁজতে খুঁজতে চলে এসেছেন আলিপুরদুয়ারে। সোমবার রাতে হাতেনাতে ধরে ফেলেছেন সেই তরুণকে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত তরুণের বাড়ি কোচবিহার এলাকায়। আর প্রথম স্ত্রীর বাপের বাড়ি পররপারে। প্রেম করে বিয়ে। তারপরেই দুজন শিলিগুড়ি এলাকায় থাকতে শুরু করেন। সন্তান গর্ভে আসতেই সমস্যার সূত্রপাত বলে প্রথম পক্ষের স্ত্রীর অভিযোগ।

ছবি : এআই

এরপর দশের পাতায়

চিঠি লেখায় তৃতীয় কোচবিহারের মঞ্জুশ্রী

কোচবিহার, ২৫ মার্চ : চিঠি লেখার অভ্যেস জিইয়ে রাখতে গত কয়েক বছর থেকে 'ঢাই অক্ষর' নামে এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে ভারতীয় ডাক বিভাগ। সেই প্রতিযোগিতায় এবছর পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় হয়েছেন কোচবিহার গান্ধিনগরের মঞ্জুশ্রী ভাদুড়ি। কোচবিহার বড় পোস্ট অফিসে মঙ্গলবার তাঁর হাতে প্রতিযোগিতার পুরস্কার হিসেবে একটি সার্টিফিকেট, নগদ পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেন কোচবিহারের পোস্টাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট অজয় শেরপা।

২০১৯ সাল থেকে ভারতীয় ডাক বিভাগ এই চিঠি লেখার প্রতিযোগিতা আয়োজন করছে। এবছর ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে ইনল্যান্ড লেটার কার্ড বিভাগের থিম ছিল 'দ্য জয় অফ রাইটিং : ইম্পর্ট্যান্স অফ লেটার ইন আ ডিজিটাল এইজ'। কোচবিহার ডিভিশন থেকে মঞ্জুশ্রী সেই বিভাগে তৃতীয় পুরস্কার জিতেছেন। এই প্রতিযোগিতায় চারবার অংশ নিয়ে তিনবারই পুরস্কার জিতেছেন মঞ্জুশ্রী।

পিক-আপ ভ্যান বিক্রি

শিলিগুড়িতে বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক, বিএস ফোর, ২০১৫ সালে তৈরি, ঢাকা ছাদের গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি উত্তম রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। আগ্রহীরা ফোন করুন ৯৬৭৮০৭২০৮৭ নম্বরে।

এপ্রিল/২০২৫ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

ডেপুটি সিএমএম/ডি/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের এখতিয়ারের অধীনে এপ্রিল/২০২৫ মাসের জন্য রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি এতদ্বারা নিম্নরূপে নির্ধারিত হয়েছে:

ক্র.নং.	মাস	তারিখ
১	এপ্রিল/২০২৫	১১-০৪-২০২৫ এবং ৩০-০৪-২০২৫

আগ্রহী দরদাতাদের ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in)-এর মাধ্যমে বিড করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার/ডি/নিউ বঙাইগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজ টিভিতে

পর্দা বিরিয়ানি তৈরি শেখাবেন গোপা মণ্ডল। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ অগ্নিপরীক্ষা, ১০.০০ আদরের বোন, দুপুর ১.০০ ক্রিমিনাল, বিকেল ৪.০০ অপরাধী, সন্ধে ৭.৩০ নাটের গুরু, রাত ১০.৩০ শিবাজি, ১.০০ বৌদি ডট কম

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পাগলু, বিকেল ৪.৪০ পাওয়ার, সন্ধে ৭.৪৫ রংবাজ, রাত ১০.৩০ ম্যাজিক

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ অভাগিনী, দুপুর ২.৩০ সত্য মিথ্যা, বিকেল ৫.৩০ স্বপ্ন, রাত ১০.০০ মায়া মমতা, ১২.৪৫ রি ইউনিয়ন

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মানুষ মানুষের জন্য

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আবিষ্কার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ছায়ামূর্তি

জি সিনেমা : দুপুর ১.৫৮ বিবাহ, বিকেল ৫.২৬ সিটিমার, রাত ৮.০০ সূর্যা : দ্য সোলজার ১১.০৫ তিস মার খান

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২০ ক্রু, দুপুর ১.৪০ পরদেশ, বিকেল ৫.৩৬ শিবা : দ্য সুপার হিরো থ্রি, রাত ৮.০০ ধমাল, ১০.৪২ খিলাড়ি ৪২০

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ২.০২ কেদারনাথ, বিকেল ৪.০০ মনমর্জিয়াঁ, সন্ধে ৬.৩৯ বব বিশ্বাস, রাত ৯.০০ বরেলি কি বরফি, ১১.০৩ বদলাপুর

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ২.৩০ ধনক, বিকেল ৪.৩০ আ জেন্টলম্যান : সুন্দর, সুশীল, রিস্কি, সন্ধে ৬.৪৫ কাবিল, রাত ৯.০০ কুক মাথুর কি ঝন্ড হো গয়ি, ১০.৪৫ লমহা

রমেডি নাউ : দুপুর ২.২০ লিটল ম্যানহাটন, বিকেল ৩.৫০ দ্য ইন্টার্নশিপ, সন্ধে ৭.২০ লভ ইজ ইন দ্য এয়ার, রাত ১০.৩৫ দ্য রিরাইট

পরিণীতা রাত ৮.০০ জি বাংলা

সিটিমার বিকেল ৫.২৬ জি সিনেমা

বব বিশ্বাস সন্ধে ৬.৩৯ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

পর্যটক টানতে ডুয়ার্স এবং পাহাড়ে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একদিকে যেমন রসিকবিলে নানা পরিবর্তন আনা হচ্ছে, অন্যদিকে হট এয়ার বেলুন রাইড চালু হতে চলেছে পাহাড়ে।

দেড় কোটিতে সাজবে রসিকবিল

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৫ মার্চ : পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে ঢেলে সাজানো হচ্ছে রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্র। মোট ১ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই কাজ করা হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

রসিকবিলে ময়ূরের খাঁচা, পাখিদের জন্য অ্যাভিয়ারি, অজগরের জন্য আলাদা কনস্ট্রিক্টর হাউস, একটি ছোট ব্রিজ তৈরি এবং পশু-পাখিদের পুরোনো আবাসস্থলগুলি সংস্কারের পরিকল্পনা নিয়েছে বন দপ্তর। আগামী মাস থেকেই এই কাজ শুরু করা হবে। এতে রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রের প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ আরও বাড়বে বলে মনে করছেন বিভাগীয় বনাধিকারিক অসিতাভ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'ভবিষ্যতের জন্য যে প্রকল্পগুলি আমরা নিয়েছি, তাতে রসিকবিলের আকর্ষণ আরও বাড়বে। অধিক সংখ্যক প্রজাতির পশুপাখি দেখা এবং তাদের সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবেন পর্যটকরা।'

কোচবিহার জেলায় তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রসিকবিলের মিনি জু অত্যন্ত জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র। বাম আমলে ২,১০০ হেক্টরেরও বেশি জমি নিয়ে রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রটি তৈরি হয়। সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, চিতাবাঘ, চিতল হরিণ, ঘড়িয়াল, ময়ূর রয়েছে। নিরিবিলি ও শান্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই মিনি জু-তে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে জেলা তো বটেই আশপাশের জেলা এমনকি রাজ্য থেকেও পর্যটকরা আসেন। শীতের মরশুমে নানা পরিযায়ী পাখির দল রসিকবিলের ঝিলে অতিথি হয়ে আসে।

পর্যটক টানতে/১

পরিযায়ী পাখিদের জন্য সেখানে তৈরি করা হবে অ্যাভিয়ারি বা আবাসস্থল। এছাড়াও সেখানে ময়ূরের থাকার জন্য নতুন করে খাঁচা তৈরি করা হবে। সেখানে এখন ছয়টি ময়ূর রয়েছে। বর্তমানে যে খাঁচায় ময়ূরগুলি রয়েছে, সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির লেজার ক্যাট রাখার পরিকল্পনা নিয়েছে দপ্তর। ছোট, বড় মিলিয়ে বিভিন্ন ধরনের লেজার ক্যাট সেখানে রাখা হবে।

বর্তমানে সেখানে চারটি অজগর রয়েছে। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, অজগরের খাঁচার জায়গায় প্যাঙ্গোলিন রাখার কথা জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। অজগরগুলি রাখার জন্য আলাদা করে কনস্ট্রিক্টর হাউস তৈরি হবে। সেখানে আরও দেশি এবং বিদেশি প্রজাতির পাইথন আনার পরিকল্পনাও রয়েছে দপ্তরের। বর্তমানে যে জায়গায় পাখির খাঁচাগুলি রয়েছে, সেগুলির রূপান্তর করে এই খাঁচা তৈরি করা হবে।

সেলফি জোন থেকে ঘড়িয়ালের খাঁচার দিকে যাওয়ার পথে ব্রিজটি নীচু হওয়ার কারণে বর্ষাকালে জল ওঠার সম্ভাবনা থাকে। এতে পর্যটকদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয়। পর্যটনকেন্দ্রের সৌন্দর্যবৃদ্ধিতে সেখানে ছোট ব্রিজ তৈরির পরিকল্পনাও নিয়েছে দপ্তর।

দপ্তরের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শহরের বাসিন্দা তন্ময় দত্ত। তিনি বলেন, 'নতুনভাবে রসিকবিলকে উপভোগ করার অপেক্ষায় রয়েছি।'

পুজোর আগেই পাহাড়ে বেলুন রাইড

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : বর্ষা হোক বা শীত অথবা বসন্ত, পাহাড় সারাবছরই ভ্রমণপ্রেমীদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। সেই অমোঘ টান উপেক্ষা করা বড্ড মুশকিল। সেজন্য বছরভর দার্জিলিং, মিরিক, কালিম্পং, কার্সিয়াংয়ে পর্যটকের আনাগোনা লেগেই থাকে। তবে দিন বদলেছে,

পর্যটক টানতে/২

বদলাচ্ছে ভ্রমণের সংজ্ঞা। অনেকেই এখন বেড়াতে এসে চান কিছু রোমাঞ্চকর মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে। যে কারণে পাহাড়ে সূচনা হয়েছে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের। আপাতত রাফটিং, প্যারাগ্লাইডিং চালু থাকলেও আগামীতে দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াংয়ে হট এয়ার বেলুন রাইডের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জিটিএ'র তরফে। সূত্রের খবর, সব ঠিক থাকলে পুজোর আগেই কালিম্পং ও কার্সিয়াংয়ে এই রাইড চালু হয়ে যেতে পারে। ইতিমধ্যে এর সফল ট্রায়াল হয়েছে।

জয়পুর, লোনাভালা, আগ্রা সহ দেশের নানা প্রান্তে বিভিন্ন পর্যটনস্থলে হট এয়ার বেলুনের বন্দোবস্ত রয়েছে। এবার ডেলো ও দুধিয়াতেও এই রাইডের আনন্দ নিতে পারবেন পর্যটকরা। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি আগ্রহ দেখে জিটিএ'র তরফে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাসখানেক আগে মিরিকেও হট এয়ার বেলুন রাইডের সফল ট্রায়াল হয়েছে।

> দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং-এ হট এয়ার বেলুন রাইড চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কালিম্পং ও কার্সিয়াংয়ে ট্রায়াল সফল হয়েছে। রাইড চালু হলে অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী বহু পর্যটক এখানে আসবেন বলে আমাদের আশা।
>
> **এসপি শর্মা** *জনসংযোগ আধিকারিক, জিটিএ*

জিটিএ'র জনসংযোগ আধিকারিক এসপি শর্মা বলেছেন, 'দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াংয়ে হট এয়ার বেলুন রাইড চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কালিম্পং ও কার্সিয়াংয়ে ট্রায়াল সফল হয়েছে। রাইড চালু হলে অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী বহু পর্যটক এখানে আসবেন বলে আমাদের আশা।'

জিটিএ কর্তারা মনে করছেন, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের সূত্র ধরে অনেকটা চাঙ্গা হবে স্থানীয় অর্থনীতি। এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে স্থানীয় তরুণদের। এতে অনেকের কর্মসংস্থান হবে। রোহিণী প্যারাগ্লাইডিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য নীরজ কুমার বলেছেন, 'অ্যাডভেঞ্চার রাইডে অনেকের আগ্রহ রয়েছে। বহু পর্যটক পাহাড়ে এসে সেসব উপভোগ করেন। নানা ধরনের রাইড বা স্পোর্টস পাহাড়ে চালু করা হলে স্থানীয় তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।' পুজোয় যাতে দেশ ও বিদেশের পর্যটকেরা বেড়াতে এসে হট এয়ার বেলুন রাইডের আনন্দ নিতে পারেন সেজন্য পুজোর আগে তা চালুর চেষ্টা চালাচ্ছে জিটিএ। তবে টিকিটের দাম কত হবে, সে ব্যাপারে এখন কিছু ঠিক হয়নি।

অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ট্যুরিজমের সঙ্গে যুক্ত অর্ণব মণ্ডল জিটিএ'র এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর মন্তব্য, 'এতে পাহাড়ের পর্যটন আরও বিকশিত হবে।'

ভারতীয় পাট কর্পোরেশন লিমিটেড

(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
আঞ্চলিক কার্যালয়, শিলিগুড়ি, হিলকার্ট রোড, সঞ্চিতা বস্ত্রালয় বিল্ডিং-এর চতুর্থ এবং পঞ্চম তলা, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, ৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ

(টেন্ডারিং প্রকার)

ভারতীয় পাট কর্পোরেশন লিমিটেড (জেসিআই), ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ যেটি ভারত সরকারের সংযোগকারী সংস্থা। যার দ্বারা ক্রয়কেন্দ্র দপ্তরের (ডিপিসি) যৌথ সম্প্রচারের মাধ্যমে সমস্ত প্রধান পাট উৎপাদক রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন সহায়তাকারী অর্থমূল্য (এমএসপি) ক্রিয়াশীলতার পরিচালনা করা হচ্ছে। এই ক্রিয়াশীলতার মাধ্যমে, পাট উৎপাদকদের সহায়তার জন্য প্রতিবছর ভারত সরকার কাঁচা পাটের উপর এমএসপি ঘোষণা করছে। এর ফলস্বরূপ জেসিআই গুণগত মানে উন্নত উৎপাদিত এবং পরিমাণগত দিক থেকে অপরিসীম কাঁচা পাট সংগ্রহ করতে পারছে। জেসিআই কাঁচা পাট উৎপাদক বিভাগগুলিতে একটি মূল্য স্থিতিশীলতাকারী সংস্থা রূপে পরিষেবা প্রদান করছে এবং এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। এই 'আগ্রহ প্রকাশনার' দ্বারা জেসিআই-এর সঙ্গে বিভিন্ন সংস্থা তালিকাভুক্তিকরণের মাধ্যমে, শিলিগুড়ি আঞ্চলিক কার্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ইসলামপুর ডিপিসি-তে ওয়েব্রিজ কার্যক্ষমতার মাধ্যমে পরিষেবা প্রদান করতে পারবে। ইচ্ছুক সংস্থাগুলি যারা এই কর্পোরেশনের সঙ্গে ব্যবসা করতে সম্মত তারা যথাবিহিত ইওআই-এ তাদের সম্পূর্ণ বিবরণের দ্বারা আবেদন করতে পারবেন, আবেদনপত্রটি www.jutecorp.in ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

টেন্ডার জমা দেওয়ার সেষ তারিখ:- ২২.০৪.২০২৫-এ ১৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। আবেদনপত্রগুলি খোলার তারিখ :- ২২.০৪.২০২৫-এ ১৫.৩০ ঘটিকায়।

স্বাক্ষরিত
(এস কে বর্মন)
আঞ্চলিক কার্যাবিক্ষ আই/সি
শিলিগুড়ি অঞ্চল

cbc 41122/12/0051/2425

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৭৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৮২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৩৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

জলপাইগুড়ি ও শহর সংলগ্ন একটি কাঠের মিলে একজন দক্ষ মিস্ত্রি ও সহকারী শ্রমিক প্রয়োজন। মিস্ত্রির বেতন : 24000টা., শ্রমিকের বেতন : 18000টা.।M: 8116172489. (C/114781)

অ্যাফিডেভিট

আমার কন্যা Niharika Sarkar-এর জন্ম শংসাপত্র নং 4595 আমার নাম এবং কন্যার নাম ভুল থাকায় গত 25-3-25, নোটারি পাবলিক, সদর, কোচবিহার- অ্যাফিডেভিট বলে আমি Pratima Roy Sarkar এবং Pratima Sarkar, কন্যা Niharika Sarkar এবং Nikita Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সুকান্ত সরণি, গান্ধিনগর, ওয়ার্ড নং 11, কোতোয়ালি, কোচবিহার. (C/114661)

•

গত 17-03-2025 নোটারি পাবলিক, সদর, কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি Mazazad Hossain, পিতা - Soleman Ali থেকে Majejad Ali, পিতা - Choleman Miah হলাম। Majejad Ali, পিতা - Choleman Miah ও Mazazad Hossain, পিতা - Soleman Ali একই ব্যক্তি। টাপুরহাট, কোচবিহার।

অ্যাফিডেভিট

আমি Younush Mohammad পিতা মৃত Md. Kholilur Rahaman ঠিকানা - গিরান গছ,গাড়বা- রাজগঞ্জ- জলপাইগুড়ি। নোটারি পাবলিক জলপাইগুড়ি কোর্ট, জলপাইগুড়ি-এর Affidavit দ্বারা (New name) Md. Younush নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. AK 589418 Dated 19.03. 2025 Younush Mohammad (Old Name) Md. Younush (New Name) একই ব্যক্তি। (C/115692)

•

আমি Tenzing Chokyi (Old Name) D/O. Late Topla P.S. Bhaktinagar Dist. Jalpaiguri, Salugara, Sevoke Road, Pin- 734008 (W.B) নোটারি পাবলিক শিলিগুড়ি কোর্টে দার্জিলিং Dist.-এর অ্যাফিডেভিট দ্বারা Tenzin Chokyi (New Name) নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট No. 79AB 999279 Dated 25/03/2025 Tenzing Chokyi (Old Name) ও Tenzin Chokyi (New Name) একই ব্যক্তি। (C/115695)

VACANCY

IQRA English School (CBSE) Samsi, Malda, W.B. Requires- Mother Teacher (Pre-Primary), PRT English (Primary). Send C.V or call on 7797537041/ 8101281416. Quit : Graduate with Montessori/D.El.E

(M-115321)

কর্মখালি

FMCG ডিস্ট্রিবিউটার ফার্মে সেলসম্যান ও ডেলিভারি বয় প্রয়োজন এবং ব্যাক অফিস মহিলা কর্মী ও Tata Ace গাড়ি চালানোর ড্রাইভার প্রয়োজন। শিলিগুড়ি স্থানীয় বাসিন্দা হতে হবে। M : 9641075640, 8945874911. (C/115696)

•

শিলিগুড়ি খামারবাড়িতে ১টি দেশি গোরু দুধ ছ্যাঁকা ও মালির কাজ জানা ১ জন লোক চাই। M : 9002590042. (C/115275)

বিক্রয়

শিলিগুড়ি ভক্তিনগর NJP পাইপলাইনের পাশে 1 $^1/_2$ কাঠা জমির উপর বাড়ি বিক্রয়। M : 7679833688. (C/115691)

সলসলাবাড়ি মডেল হাইস্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উদযাপন উৎসব

সুধী, আপনি জেনে ভীষণ খুশি হবেন, আপনার প্রিয় বিদ্যালয় সলসলাবাড়ি মডেল হাইস্কুলটি বর্তমান বৎসরে গৌরবময় উজ্জ্বল ইতিহাস বয়ে নিয়ে পঁচাত্তর বৎসর অতিক্রম করছে। এই ইতিহাসকে সম্মানিত করতে আমরা বর্তমান বছরটিকে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল করে রাখতে চাইছি। বর্ষব্যাপী এই অনুষ্ঠানে আপনার সার্বিক পরামর্শ ও অংশগ্রহণে বর্ষটি আরও আনন্দমুখর ও সুন্দর হয়ে উঠুক। প্রয়োজনে যোগাযোগ : 9832487419, 9735026100,9474414784, 9733382795. (C/114415)

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD

Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri-734001
Notice Inviting Quotation
No. 27/DE/SMP of 2024-25

Sealed quotations are invited from reputed and bonafied agencies for Annual Maintenance Contract (AMC) of the CCTV Cameras installed in the Siliguri Mahakuma Parishad office premises. Start date of submission of bid-26.03.2025. Last date of submission of bid-08.4.2025. All other details will be available in SMP Notice Board & in the website, namely-**www.smp.org.in** for further details.

Sd/- DE, SMP

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নীচে উল্লিখিত সেকশনে অবস্থিত রেলওয়ে লাইন এবং প্রাঙ্গণের সকল ব্যবহারকারীদের এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে ২৫০০০ ভোল্ট, ৫০ হার্জ, এসি ওভারহেড ট্র্যাকশন তারগুলি সেকশনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখে বা তারপরে বিদ্যুতায়ন করা হবে। সেই তারিখে এবং তারপর থেকে, ওভারহেড ট্র্যাকশন লাইনটি সর্বদা সক্রিয় হিসাবে গণ্য করা হবে এবং কোনও অননুমোদিত ব্যক্তি উক্ত ওভারহেড লাইনের কাছাকাছি আসতে বা কাজ করতে পারবেন না।

সেকশন	থেকে		অবধি		চার্জ করার তারিখ
	চেইনেজ	এলওসি. নং.	চেইনেজ	এলওসি. নং.	
সেকশন : বাথনাহা (ব্যতীত)- ভারতীয় কাস্টম ইয়ার্ড- ভারত - নেপাল সীমান্তের কাছে (সহ)	কিমি ০১/ ৭০১.৮০	০১/২২	কিমি ০৫/ ১২০.৮০	০৫/০৩	৩০-০৩-২০২৫

ডেপুটি সিইই/সিওএন/আরই/এমএলজি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

জল জমা হওয়া ট্র্যাক খণ্ডে এমএসডিএসির ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. আরএন-এসটি- ২৬-২০২৪-২৫ তারিখ: ২১-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ই-টেন্ডার সংখ্যা. আরএন-এসটি-২৬-২০২৪-২৫ । কাজের নাম: রঙ্গিয়া মণ্ডলের নিউ বঙ্গাইগাঁও য়ার্ডের জল জমা হওয়া ট্র্যাক খণ্ডে এমএসডিএসির ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশি: ২,১৮,৭৮,৪০৯.৩৮/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৫৯,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৬-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে: ১৬-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় জেষ্ঠ ডিএসটিই/রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসটিই/রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ক্যাশলেস/অনলাইন পেমেন্ট ফেসিলিটি সহ স্মার্ট এনার্জি মিটারিং সিস্টেমের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল/২৯/০৫_২০২৫/কে/১৩৮৬, তারিখ: ১৮-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ০৫_২০২৫, কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশন (ফেজ IV)-এ ক্যাশলেস পেমেন্ট/অনলাইন পেমেন্টের সুবিধা সহ স্মার্ট এনার্জি মিটারিংয়ের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ৪,৩৩,০৫,০৭৪ টাকা; বায়নার অর্থ: ৩,৬৬,৬০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৫-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ১৫-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৫-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ, ইলেকট্রিফিকেশন কাজ ও সিগন্যালিং কাজের জন্য প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস প্রদান

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কন/২০২৫/মার্চ/ ০১, তারিখ: ১৭-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. সিই/কন/বি-এই ৮/পিএমএস/২০২৪/১৪/আরটি-১। কাজের নাম: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর বালুরঘাট-হিলি নতুন বিজি রেলওয়ে লাইনের সঙ্গে যুক্ত বালুরঘাট ও কামারপ্রা সেকশনের নতুন সিঙ্গল ব্রড গেজ লাইন (দৈর্ঘ্য : ১৩.৭৮৭ কিমি)-এর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ, ইলেকট্রিফিকেশন কাজ ও সিগন্যালিং কাজের জন্য প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস প্রদান। আনুমানিক মূল্য: ৩,৬৪,৩৮,৮২৩.৯২ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২২-০৪-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২২-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ এবং যে কোনও সংশোধনীর জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/কাটিহার ডিএল প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

রাস্তা ব্যবহারকারীদের জন্য সতর্কতা

এসি ২৫ কেভি ট্র্যাকশনের সূচনা

জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের **সেকশনে : বাথনাহা (ব্যতীত)-ভারতীয় কাস্টম ইয়ার্ড - ভারত-নেপাল সীমান্তের কাছে (সহ)** ২৫ কেভি এসি বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন চালু করার ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত উচ্চতার লোড যাতে সক্রিয় ট্র্যাকশন তারের (কন্টাক্ট ওয়্যার) সংস্পর্শে বা বিপজ্জনক সান্নিধ্যে না আসে, তার জন্য রাস্তার স্তর থেকে **সর্বোচ্চ ৪.৭৮ মিটার উচ্চতা** সহ সমস্ত লেভেল ক্রসিংয়ে হাইট গেজ স্থাপন করা হয়েছে, যা লেভেল ক্রসিংগুলিতে রেল স্তর থেকে কমপক্ষে ৫.৫ মিটার উচ্চতায় থাকবে। জনসাধারণকে এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে যানবাহন লোড করার সময় উপরে উল্লিখিত উচ্চতা মনে রাখতে এবং রাস্তার যানবাহনে বহন করা মালগুলি যেন কোনও অবস্থাতেই হাইট গেজ লঙ্ঘন না করে তা নিশ্চিত করতে।

অতিরিক্ত উচ্চতার মাল বহন করার বিপদগুলি নিম্নরূপ:

(I) হাইট গেজের বিপদ এবং এর ফলে রাস্তার পাশাপাশি রেললাইনেও বাধা।
(II) বহন করা উপকরণ বা সরঞ্জাম বা যানবাহনের জন্য বিপদ।
(III) কন্ডাক্টরের সংস্পর্শে বা বিপজ্জনক সান্নিধ্যের কারণে আগুনের এবং জীবনের ঝুঁকি।

ডেপুটি সিইই/সিওএন/আরই/এমএলজি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সন্তানের ব্যবহারে দুঃখ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহায়তায় জটিল কাজ সমাধান করতে পারবেন। **বৃষ :** অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। রাস্তায় চলতে খুব সতর্ক থাকুন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। **মিথুন :** সংগীত এবং অভিনয়ের শিল্পীরা নতুন সুযোগ পেতে পারে। চাকরিতে পদোন্নতির খবর। **কর্কট :** ছেলের পরীক্ষার ফলে আনন্দ পাবেন। দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। **সিংহ :** মামলা মোকদ্দমার ফল আপনার পক্ষে যাবে। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। **কন্যা :** ব্যবসার কারণে ঋণ করতে হতে পারে। অনৈতিক কাজ এড়িয়ে চলুন। **তুলা :** যেচে কাউকে উপকার করতে যাবেন না। কোনও সৎ মানুষের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **বৃশ্চিক :** অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। ছেলের সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে তর্কাতর্কি। চোখের সমস্যায় ভোগান্তি। **ধনু :** ব্যবসার কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হবে। পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। **মকর :** নতুন কোনও কাজে যোগ দিতে হতে পারে। পেটের রোগে ভোগান্তি। **কুম্ভ :** আপনার সরল স্বভাবের কেউ সুযোগ নিতে পারে। নতুন জমি, বাড়ি কেনার আগে অভিজ্ঞের পরামর্শ নিন। **মীন :** বেড়াতে গিয়ে আর্থিক সমস্যায় পড়তে হতে পারে। কোনও কাজ নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে বিতর্ক।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১২ চৈত্র ১৪৩১, ৫ চৈত্র, ২৬ মার্চ, ২০২৫, ১২ চ'ত, সংবৎ ১২ চৈত্র বদি, ২৫ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৪১, অঃ ৫।৪৬। বুধবার, দ্বাদশী রাত্রি ১০।৩৩। ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ১১।৪৭। সিদ্ধযোগ দিবা ৯।৩৬। কৌলবকরণ দিবা ১১।১০ গতে গরকরণ রাত্রি ১০।৩৩ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১২।৪ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, রাত্রি ১১। ৪৭ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ১০।৩৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে রাত্রি ১০।৩৩ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি- ৮।৪২ গতে ১০।১৩ মধ্যে ও ১১।৪৪ গতে ১।১৪ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৪২ গতে ৪।১২ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১।১৪ গতে যাত্রা মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৬।৫৭ গতে নৈর্ঋতে অগ্নিকোণেও নিষেধ, রাত্রি ১০।৩৩ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, রাত্রি ১১। ৪৭ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১।১৪ গতে নববস্ত্রপরিধান দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১২ মধ্যে ও ৯।৩২ গতে ১১।১২ মধ্যে ও ৩।২১ গতে ৫।১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৫।৪০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বারুণী স্নানের ট্রেন ১০ ঘণ্টা দেরিতে

আলিপুরদুয়ার জংশনে ভোগান্তি মতুয়াদের

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৫ মার্চ : মতুয়াদের জন্য ঘোষিত বিশেষ ট্রেন নির্ধারিত সময় থেকে প্রায় ১০ ঘণ্টা দেরিতে মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার জংশনে পৌঁছায়। এর জেরে মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্তদের খুবই ভোগান্তি হয়। ঠাকুরনগরে বিখ্যাত বারুণীর স্নানে অংশ নেওয়ার জন্য রেল মঙ্গলবার একটি বিশেষ ট্রেন ঘোষণা করেছিল। গুয়াহাটি থেকে আসা সেই ট্রেনটির এদিন সকাল ৯টায় আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে পৌঁছোনোর কথা ছিল। সেইমতো জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হাজারখানেক মানুষ নির্দিষ্ট সময়ে স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তবে সময় পেরিয়ে গেলেও ট্রেনের দেখা মেলেনি। শেষপর্যন্ত সময়ের ১০ ঘণ্টা পরে সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ স্পেশাল ট্রেন জংশন স্টেশনে পৌঁছোয়। তারপর ট্রেনযাত্রীদের নিয়ে গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হয়।

সকাল ৯টায় ট্রেন ছাড়বে জেনে অনেকেই দূরদূরান্ত থেকে স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ রাতে না ঘুমিয়ে সকাল সকাল স্টেশনের উদ্দেশে রওনা দেন। যমুনা দাস নামে এক ভক্ত জানান, তেমনভাবে খাওয়াদাওয়া না করেই তাঁরা সকাল সকাল ট্রেন ধরতে স্টেশনে পৌঁছোন। ট্রেন লেট থাকবে এই বিষয়টি আগে

মতুয়া সম্প্রদায়ের ভক্তদের ভিড় আলিপুরদুয়ার জংশনে। মঙ্গলবার।

জানা থাকলে এত তাড়াহুড়ো করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। ট্রেনের দেরি দেখে এদিন মতুয়া সম্প্রদায়ের অনেকে উলুধ্বনি ও স্লোগান দিয়ে স্টেশন এলাকা মুখরিত করে তোলেন। তাঁদের সঙ্গে ঢোল, পতাকা এবং কীর্তনের সামগ্রীও ছিল। শুধু তাই নয়, বসে বা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে অনেকে আবার স্টেশনের মেঝেতে গামছা বিছিয়ে কিছুটা ঘুমিয়েও নেন। এছাড়া সকলে স্টেশনেই দুপুরের খাওয়া সেরে নিতে বাধ্য হন। এবিষয়ে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসংঘের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি পরেশ মজুমদার বলেন, 'সকাল ৯টার সময় প্রথমে আমাদের জন্য স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেইমতো আমরা সবাই স্টেশনে চলে আসি। এরপর রেলের তরফে জানানো হয় যে দুপুর আড়াইটে নাগাদ ট্রেন আসবে। কিন্তু সেই সময়ও পেরিয়ে যায়। পরে সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ ট্রেন আসার কথা জানানো হয়।'

রেল সূত্রে খবর, গুয়াহাটি থেকে একটি স্পেশাল ট্রেন দেওয়া হয়েছিল। আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে যাত্রীদের নিয়ে সেই ট্রেনের ঠাকুরনগর যাওয়ার কথা ছিল। তবে গুয়াহাটি থেকে বিকেল ৪টা নাগাদ স্পেশাল ট্রেনটি ছেড়ে শেষমেশ সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ জংশনে পৌঁছোয়। পরে সাড়ে ৭টায় ট্রেনটি গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হয়। এদিনের ঘটনার বিষয়ে তিনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম অভয় গণপত সনপ জানিয়েছেন।

সেমিনারের সূচনায় অধ্যাপকরা। মঙ্গলবার সিধো কানহো কলেজে।

পরিবেশ নিয়ে কলেজে সেমিনার

শামুকতলা, ২৫ মার্চ : ডঃ আশুতোষ বিশ্বাস পেশায় শামুকতলা সিধো কানহো কলেজের অধ্যক্ষ। তবে অধ্যাপনার পাশাপাশি ডুয়ার্সের বদলে যাওয়া পরিস্থিতি নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন তিনি। তাই পরিবেশ রক্ষায় পদক্ষেপ শুরু করে দিয়েছেন। কলেজ এবং কলেজের আশপাশের গ্রামে বৃক্ষরোপণ করেছেন। গত ছয় মাসে কলেজ, আশপাশের গ্রাম এবং বিভিন্ন জায়গায় শতাধিক গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করেছেন। মঙ্গলবার কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিতে একটি সেমিনারের আয়োজন করেন আশুতোষ।

কলকাতার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই শিবিরের আয়োজনে তাঁকে সহায়তা করেছে। সেই সংস্থার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক এদিন সেমিনারে বক্তব্য রাখেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমিতাভ রায়, ওই কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি বাবুলাল মারান্ডি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। আশুতোষ বলেন, 'আমাদের বসে থাকলে হবে না। পরিবেশকে বাঁচাতে আমরা লাগাতার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করব। আর বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ রক্ষার বিভিন্নরকম কর্মকাণ্ডে নিজেদের জড়িয়ে রাখব।'

সেমিনারে উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ পল্লব মুখোপাধ্যায় এমন উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

৮ মাস পর খুলছে মহুয়া চা বাগান

স্বস্তির নিঃশ্বাস ১৫১ চা শ্রমিকের

জয়গাঁ, ২৫ মার্চ : তোর্ষা হাতছাড়া হয়েছে কিন্তু মহুয়া হাতছাড়া হতে দিলেন না মহুয়া বাগানের মালিক। দীর্ঘ প্রায় আট মাস বন্ধ থাকার পর অবশেষে খুলতে চলেছে জয়গাঁর মহুয়া চা বাগান। আগামী ৪ এপ্রিল বাগানটি খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আলিপুরদুয়ার ডেপুটি শ্রম আধিকারিক গোপাল বিশ্বাস বলেন, 'আশা করছি বাগানটি সুষ্ঠুভাবে চলবে। পাশাপাশি, অন্য বন্ধ বাগান খোলারও চেষ্টা করছি আমরা।'

২০২৪ সালের অগাস্টে একসঙ্গে বন্ধ হয়েছিল এই মহুয়া ও তোর্ষা চা বাগান। বন্ধ হওয়ার সময় মহুয়া ও তোর্ষা চা বাগান একই মালিকানাধীন ছিল। আলাদা বাগান হলেও শ্রমিকরা বলতেন মহুয়া হল তোর্ষা চা বাগানের আউট ডিভিশন। তবে বাগান দুটি বন্ধ হওয়ার পর গত জানুয়ারিতে তোর্ষা খুলেছে। তবে অন্য কোম্পানি নিয়েছে সেই বাগান। তবে বন্ধ রয়েছে এই মহুয়া চা বাগান। তোর্ষা বাগানের বর্তমান মালিক মহুয়া চা বাগান নেবেন, শোনা গিয়েছিল এমন কথা। কিন্তু মঙ্গলবার শিলিগুড়ি শ্রমিক ভবনে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে মহুয়া চা বাগান মালিকের অধীনেই খোলার সিদ্ধান্ত হয়।

৪ এপ্রিল থেকে ফের চলার অপেক্ষায় বাগানের পাতাবাহী গাড়ি।

বাগান খোলার আগে কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ২০২৩-'২৪ বর্ষের বকেয়া বোনাস প্রদান করবে ১৬ শতাংশ হারে। এছাড়া বকেয়া মজুরি, বেতন মেটানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। দীর্ঘ আট মাস বাদে বাগান খুলতে চলায় খুশি মহুয়া চা বাগানে কর্মরত ১৫১ জন শ্রমিক। বাগানের এক শ্রমিক মনোজ রাভা বলেন, 'আমরা এক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলাম। বাগান আদৌ খুলবে কি না বুঝতে পারছিলাম না। মহুয়া আগে রাজ্য সরকারের চা বাগান ছিল। তবে আমি যেদিন থেকে কাজে ঢুকেছি, সেদিন থেকে মহুয়া ও তোর্ষা বাগান এক বলেই জানতাম। যখন তোর্ষা বাগান খুলল কিন্তু মহুয়া খুলল না, তখন আমার ধারণা পরিষ্কার হল এটি আলাদা বাগান। ভেবেছিলাম ছোট বাগান আর হয়তো খুলবে না। তবে ভগবানের অশেষ কৃপায় বাগান খুলল।' দুর্দিন এবার ঘুচবে, হয়তো পুরোনো মালিক এবারে এই চা বাগানের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হবেন। পুরোনো গরিমা ফিরবে বাগানের বলে আশা শ্রমিকদের। রাজু সান্তাল নামে আরেক শ্রমিক বলেন, 'আমরা দীর্ঘ আট মাস কীভাবে দিন কাটিয়েছি তা শুধু আমরাই জানি। বাগান খুলছে, চা পাতা উৎপাদন ভালো হবে, আমরা ভালোমতো কাজ করতে পারব এটাই চাই।'

কারখানায় মিলল ভুটানি মদ, ধৃত ব্যবসায়ী

জয়গাঁ, ২৫ মার্চ : আবগারি দপ্তর জয়গাঁর এক ব্যবসায়ীর কারখানা থেকে প্রায় নয় লক্ষ টাকার ভুটানি মদ বাজেয়াপ্ত করল। সোমবার মাঝরাতে আবগারি দপ্তরের কর্মীরা সঞ্জয়কুমার চৌধুরী নামের ওই ব্যবসায়ীর ফুড প্রোডাক্ট ফ্যাক্টরিতে অভিযান চালান। অবৈধভাবে ভুটানি মদ ভারতে আনার অভিযোগে এরপর গুড়াস টোলের বাসিন্দা ওই ব্যবসায়ী এবং তাঁর এক গাড়িচালককে গ্রেপ্তার করা হয়। আবগারি দপ্তরের আলিপুরদুয়ারের সুপারিন্টেন্ডেন্ট উগেন সেওয়াং বলেন, 'অবৈধ উপায়ে ভারতে আসা ভুটানি মদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান চলবে। ওই কোম্পানির ফ্যাক্টরি থেকে মোট নয় লক্ষ টাকার ভুটানি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতরা আমাদের হেপাজতে রয়েছে।'

গোপন সূত্রের খবর পেয়ে সোমবার রাতে জয়গাঁ আবগারি দপ্তর সহ বীরপাড়া, আলিপুরদুয়ার ও কালচিনি সার্কেলের কর্মীরা রামগাঁও এলাকায় ওই ফ্যাক্টরির সামনে হাজির হন। ফ্যাক্টরির গেটে তালা দেখে মালিক সঞ্জয়কে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। দপ্তরের কর্মীরা এরপর তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকেন। পাশাপাশি একটি ছোট গাড়িও ছিল। গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর ভুটানি বিয়ার ও হুইস্কি পাওয়া যায়। এছাড়া ফ্যাক্টরিতেও তল্লাশি চালানো হয়।

আবগারি দপ্তরের কর্মীরা ছোট গাড়িটি থেকে সন্তোষ শা নামের এক চালকের আধার কার্ড পান। গাড়ি সহ ভুটানি মদ বাজেয়াপ্ত করে জয়গাঁ আবগারি দপ্তরে আনা হয়। সন্তোষকে বাড়ি থেকে আটক করে এনে জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর পর জানা যায়, ভুটান থেকে তার মালিক সঞ্জয়ই তাকে মদ ভারতে আনতে বলেছিলেন। বেআইনি মদ মজুত করে চড়া দামে বিক্রি করার ছক কষা হয়েছিল। কারও সন্দেহ যাতে না হয় তার জন্য সঞ্জয় নিজের ফ্যাক্টরিতে মদ লুকিয়ে রেখেছিলেন। এরপর সঞ্জয়কেও তাঁর বাড়ি থেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য জয়গাঁ আবগারি দপ্তরে নিয়ে আসা হয়। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর সঞ্জয় সব কথা স্বীকার করে নেন। পরে চালক ও ব্যবসায়ী দুজনকেই গ্রেপ্তার করা হয়।

সম্পত্তির লোভে ফের বিয়ের পথে স্বামী, থানায় স্ত্রী

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৫ মার্চ : ছেলের আবার বিয়ে দেবেন বাড়ির লোকজন। তাই প্রথম স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। শামুকতলা থানার অন্তর্গত তুরতুরি গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে।

অভিযোগ, বেশ কয়েক বছর ধরে শ্বশুরবাড়ির তরফে ওই বধূর ওপর শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন চালানো হত। তবে সম্প্রতি তা চরমে ওঠে। এরই মধ্যে তাঁর স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেয় শ্বশুরবাড়ির লোকজন। সেই হবু দ্বিতীয় স্ত্রীর নাকি অনেক সম্পত্তি, দাবি নির্যাতিতা বধূর। এরপরই মঙ্গলবার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে ওই মহিলা শামুকতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগ পেয়ে শামুকতলা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আর পুলিশে অভিযোগ জানানোর কথা জানাজানি হতেই স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি ও ভাশুর বাড়ি ছেড়ে পলাতক। তুরতুরি গ্রামের বাসিন্দা ওই বধূর কথায়, 'ছয় বছর আগে আমাদের বিয়ে হয়েছে। আমাদের তিনটি পুত্রসন্তানও রয়েছে। বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির সকলে আমার ওপর শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার শুরু করেছিল। আমার বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসার জন্য চাপ দিতে থাকে। আমি টাকা আনিনি। তাই আমার ওপর অত্যাচার আরও বাড়তে থাকে।'

এতদিন সংসার ভেঙে যাওয়ার ভয়ে মুখ বুজে ওই বধূ সবকিছু সহ্য করে ছিলেন বলে জানিয়েছেন। একই কারণে পুলিশেও কোনও অভিযোগ দায়ের করেননি তিনি। তবে তাঁর অভিযোগ, 'দু'দিন আগে আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এক আদিবাসী মহিলাকে বাড়িতে নিয়ে আসে। আমাকে বলে, তাঁর সঙ্গেই আমার স্বামীর আবার বিয়ে দেওয়া হবে। তাই আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য হুমকি দিতে থাকে। ওই আদিবাসী মহিলার অনেক জমি ও সম্পত্তি রয়েছে। এমনকি তাঁর কোনও অংশীদারও নেই। তাই তাঁর সঙ্গে বিয়ে দিলে স্বামী অনেক সম্পত্তির মালিক হতে পারবে। এরপরেই আমি শামুকতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।'

তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির এক ভাই জানিয়েছেন, আবার বিয়ে দেওয়ার অভিযোগ সত্যি নয়। তবে পরিবারে যে অশান্তি চলছিল, সেকথা মেনে নিয়েছেন তিনি।

শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায় বলেন, 'ওই বধূর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা তদন্ত শুরু করেছি। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। তাদের খোঁজ করা হচ্ছে।' অন্যদিকে তুরতরি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ কেরকাট্টা জানিয়েছেন, এই ধরনের ঘটনা কোনওভাবেই মানা যায় না। পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

ইউনেসকোর সঙ্গে মউ

আলিপুরদুয়ার, ২৫ মার্চ : ইউনেসকো সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করল ইস্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটির ফর দ্য স্টাডিজ অফ সোশ্যাল সায়েন্স নামে একটি গবেষণা সংস্থা। গবেষণামূলক বিভিন্ন গ্রন্থ এবং পত্রিকা প্রকাশ করে সেই সংস্থা।

সোমবার সেই মউ স্বাক্ষরের কর্মসূচিতে ইউনেসকোর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক তথা পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ কার্তিকচন্দ্র সূত্রধর, এবিএন শিল কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ প্রজ্ঞাপারমিতা সরকার, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্টার ডঃ জয়দীপ রায় সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এর ফলে এখন থেকে ইউনেসকো পরিচালিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারবে ওই সংস্থাও। এছাড়া সংস্থার তরফে জমির বন্দোবস্ত করা হলে ইউনেসকোর সহযোগিতায় গ্রন্থাগার তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে। জানিয়েছেন সংস্থার অন্যতম সদস্য ইতিহাসবিদ শৈলেন দেবনাথ। সংস্থার সম্পাদক সুজয় দেবনাথ বলেন, 'এখন থেকে ইস্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্য স্টাডিজ অফ সোশ্যাল সায়েন্স-এর কাজ আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছাবে।'

সুস্থ আছে সদ্যোজাত

ফালাকাটা, ২৫ মার্চ : পূর্ব সিঙ্গিজানি থেকে উদ্ধার হওয়া সদ্যোজাত শিশুটি এখন সুস্থই আছে। জননী শিশু সুরক্ষা যোজনায় শিশুটিকে দেখভালের জন্য একজন নার্স রেখেছে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। শিশুটির রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছে। ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার শুভাশিস শী বলেন, 'বাচ্চাটি এখন সুস্থ আছে। ৪৮ ঘণ্টা এখনও পার হয়নি। শিশুটিকে কোচবিহার শিশু সুরক্ষা কমিটির হাতে তুলে দেব।'

সোমবার রাতে ও মঙ্গলবার সকালে অনেকেই শিশুটিকে দেখতে হাসপাতালে যান। এমনকি বাচ্চাটিকে দত্তক নেওয়ার জন্যও অনেকে আর্জি জানান। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দত্তক নেওয়ার সরকারি প্রক্রিয়া অনেকেরই জানা নেই। তাই দু'দিন ধরে বাচ্চাটিকে নিতে অনেকেই হাসপাতালে আসছেন। তাঁদের সিডব্লিউসি'র সঙ্গে কথা বলতে হবে বলে জানানো হয়েছে। এদিকে, পূর্ব সিঙ্গিজানির যে জায়গা থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়েছিল, সেখানে মঙ্গলবারও অনেকে ভিড় করেন। তবে শিশুটি কার, সে বিষয়ে জানা যায়নি।

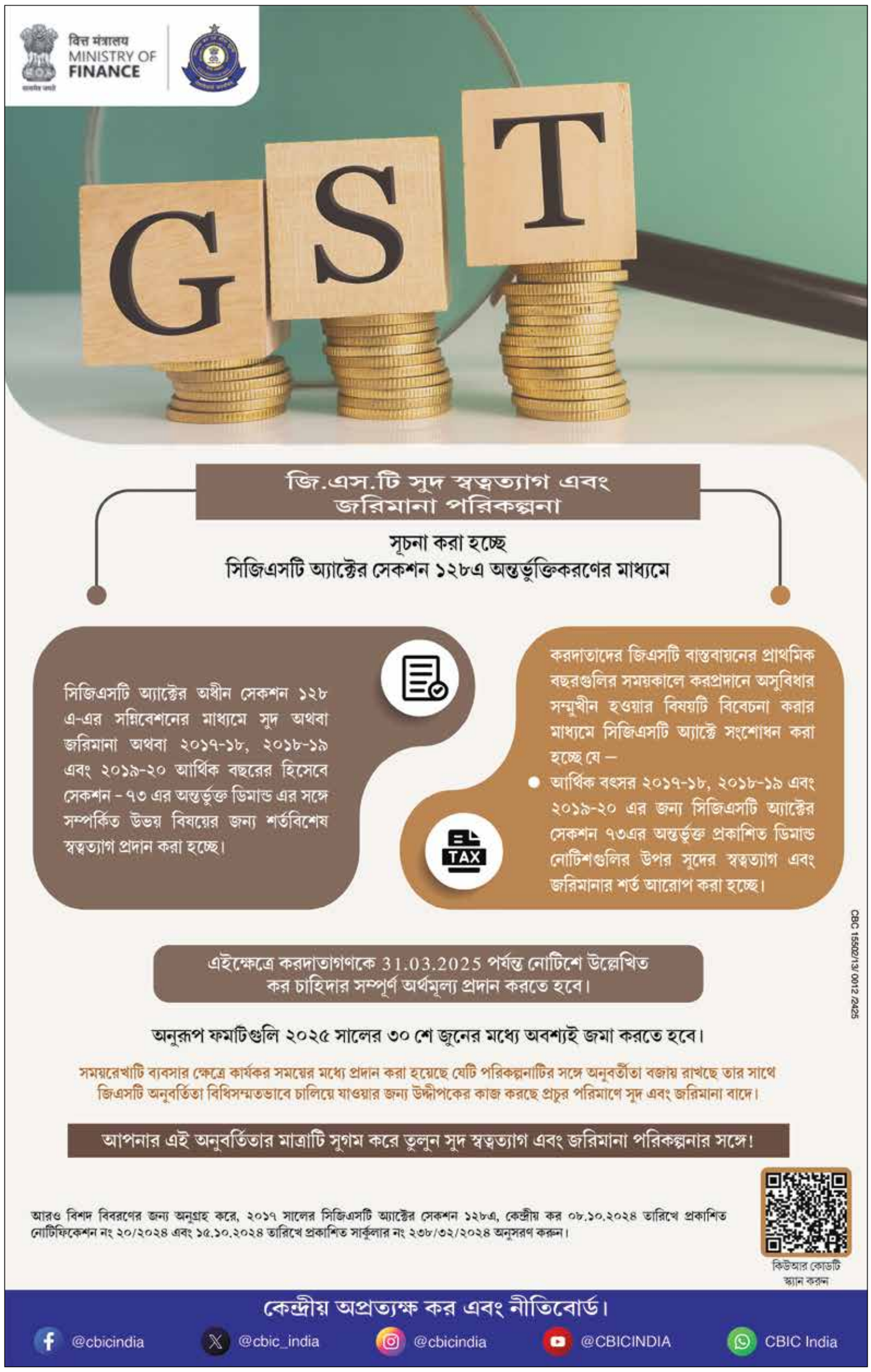

গোরু চুরি নিয়ে ধুন্ধুমার তুফানগঞ্জে

বক্সিরহাট, ২৫ মার্চ : গোরু চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় তুফানগঞ্জের বজরাপুরে। দীর্ঘদিন ধরেই তুফানগঞ্জ-২ ব্লকজুড়ে পরপর গোরু চুরির ঘটনা সামনে আসে। গোরু চুরি করে তা বাংলাদেশে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। পরপর চুরির ঘটনায় বাসিন্দাদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ছিলই। সোমবার রাতে বজরাপুর থেকে ফের ৬টি গোরু চুরির ঘটনা ঘটায় এদিন সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এদিন বাসিন্দারা হরিপুর-কামাখ্যাগুড়ি রাজ্য সড়ক অবরোধ করে তুমুল বিক্ষোভ দেখান। অবরোধ তুলতে এসে গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে এক পুলিশ অফিসার কটূক্তি করেন বলে অভিযোগ। আর তাতেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন গ্রামবাসীরা। পুলিশকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন মহিলারা। এমনকি পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি বেধে যায় অবরোধকারীদের। ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ পদক্ষেপের আশ্বাস দিলে অবরোধের ওঠে।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত তিন মাসে এই এলাকা থেকে ২৮টি গোরু চুরি হয়েছে। গোরু চুরি ঘটনা আটকাতে পুলিশ ব্যর্থ। তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কান্নিধারা মনোজ কুমার বলেন, 'আগের চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে নয়টি গোরু উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি অভিযোগের তদন্ত চলছে। আরও নজরদারি বাড়ানো হবে।'

এদিন আচমকা অবরোধের ফলে ব্যাপক যানজট বেঁধে যায় রাজ্য সড়কে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে বক্সিরহাট থানার পুলিশ। কিন্তু দুষ্কৃতীদের পাকড়াও না করা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে সাফ জানিয়ে দেন আন্দোলনকারীরা।

পুলিশ হেপাজত

কুমারগ্রাম, ২৫ মার্চ : কুড়ুলের এলোপাতাড়ি আঘাতে বাবাকে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সাগর লোহারকে। মঙ্গলবার তাকে নিজেদের হেপাজতে চেয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে তোলে কুমারগ্রাম থানার পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে সাগরের ৩ দিনের পুলিশ হেপাজত মঞ্জুর করেন বিচারক। থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তকে হেপাজতে নিয়ে খুনের তদন্ত করবে পুলিশ। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কুমারগ্রাম চা বাগানের মিশন লাইনে রক্তমাখা কুড়ুলের খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসার এবং কর্মীরা।

মূর্তি উন্মোচন

শালকুমারহাট, ২৫ মার্চ : মঙ্গলবার জলদাপাড়ার লাল্টুরাম হাইস্কুলের ভূমিদাতা লাল্টুরাম রায়ের আবক্ষমূর্তি উন্মোচন করা হল। এদিন থেকে এই স্কুলে তিনদিনব্যাপী রজত জয়ন্তীবর্ষের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। এদিন লাল্টুরামের স্ত্রী শুকবালা রায়কে বাড়ি থেকে বরণ করে স্কুলে নিয়ে আসা হয়। তারপর শোভাযাত্রা হয়। ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন, প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী, শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীবাস রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পরে পড়ুয়াদের নিয়ে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

পুজো

সোনাপুর, ২৫ মার্চ : ভাইয়ের দেওয়া নতুন শাড়ি পরে ভাইয়ের মঙ্গলকামনায় বিপত্তারিণীপুজোর আয়োজন করলেন দিদিরা। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাকুড়িতলা গ্রামের নেতাচৌপথি এলাকায় এই পুজোর আয়োজন করা হয়। গ্রামের শতাধিক মহিলা একসঙ্গে জড়ো হয়ে এই আয়োজন করেন। শোভাযাত্রা করে নদী থেকে জল এনে পুজো করা হয়। পুজো শেষে কালজানি নদীতে নিয়ে গিয়ে প্রতিমা বিসর্জন করা হয়। গ্রামবাসীদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

সহায়।। *শিলিগুড়িতে মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন ইসলামপুরের অমিত আচার্য।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মহাসড়কে ক্ষতিপূরণে জট ঘর ভাঙতে বাধা

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২৫ মার্চ : ফালাকাটার রাইচেঙ্গায় ক্ষতিপূরণ নিয়ে জটিলতা না মেটা পর্যন্ত ওই এলাকায় কাজ বন্ধ থাকার নির্দেশ রয়েছে। তারপরেও মঙ্গলবার আর্থমুভার দিয়ে রাইচেঙ্গায় মহাসড়কের কাজ করতে আসেন নির্মাণকর্মীরা। স্থানীয় বাসিন্দা হলেশ্বর বর্মনের জমিতে মেশিন নামানো হয়। তখনই কাজে বাধা দেন এলাকাবাসী। আবার সাইনবোর্ড এলাকায় জমির দাম পেলেও ঘরবাড়ির ক্ষতিপূরণ পাননি স্থানীয় বাসিন্দারা। সেখানেও এদিন ঘর ভাঙতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েন সড়ক নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা। সবমিলিয়ে ফের মহাসড়ক নির্মাণের কাজে বাধা।

রাইচেঙ্গার জমি সংক্রান্ত সমস্যায় কাদম্বিনী চা বাগানের নাম জড়িত। এখানকার ৫৩ জন বাসিন্দা হাইকোর্টে জমি নিয়ে মামলা করেন। মামলাকারীদের দাবি, তাঁরা যেখানে বসবাস করছেন সেই জমি কাদম্বিনী চা বাগানের নামে রেকর্ডভুক্ত। মামলাকারীদের তরফে নন্দ ঘোষ বলেন, 'হাইকোর্টের রায়ে উল্লেখ আছে আমাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সেই রায়ের কপি প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে দেওয়াও হয়েছে। তা সত্ত্বেও বারবার আমাদের এখানে জোর করে কাজ শুরুর চেষ্টা চলছে। ক্ষতিপূরণ না পেলে কাজ করতে দেব না।'

রাইচেঙ্গার হলেশ্বর বর্মনের জমিতে আর্থমুভার নামানোর পর স্থানীয়রা কাজে বাধা দেন। সেই সময় মহাসড়ক নির্মাণকারী সংস্থার এক প্রতিনিধি দাবি করেন, 'এই জমি পিডব্লিউডি-এর। তাই সেখানে কাজ হবে।' যদিও পরে সেখানে ফালাকাটা থানার পুলিশ আসে। স্থানীয়দের জোরালো বাধাতে কাজ বন্ধ থাকে।

এবিষয়ে ফালাকাটার বিডিও অনীক রায়ের বক্তব্য, 'কাদম্বিনীর অংশটুকু বাদ দিয়েই রাস্তার কাজ এগোনোর কথা। কাদম্বিনী নিয়ে ফাইনাল অর্ডার শিট এলে তারপর সেখানের কাজ নিয়ে ভাবা হবে। এদিন হয়তো জমি চিনতে ভুল হয়েছে। যার কারণেই সম্ভবত সমস্যা তৈরি হয়েছে।'

জমি সমস্যা

- ক্ষতিপূরণের জটিলতা মিটলে রাইচেঙ্গায় কাজ হওয়ার কথা
- কিন্তু মঙ্গলবার সেখানে আর্থমুভার নিয়ে কাজ করতে আসেন নির্মাণকর্মীরা
- পিডব্লিউডি-এর জমি ভেবে ব্যক্তিগত জায়গায় আর্থমুভার
- সাইনবোর্ড এলাকায় সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাননি স্থানীয়রা
- সেখানে একজনের ঘর ভাঙা শুরু হলে প্রতিরোধ

অন্যদিকে, মাস তিনেক আগে সাইনবোর্ড বাসস্ট্যান্ডের দু'পাশের দোকানপাট ভাঙা হয়। মাটি ফেলার কাজও চলে। রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য এদিন স্থানীয়দের একাংশের ঘরবাড়িও ভাঙতে গেলে ঝামেলা শুরু হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, তাঁরা ক্ষতিপূরণ হিসেবে জমির দাম পেলেও ঘরবাড়ি, গাছপালার ক্ষতিপূরণ এখনও পাননি। সেই ক্ষতিপূরণ না দিয়ে কেন ঘর ভাঙার কাজ শুরু হবে সেই নিয়েই বচসার সূত্রপাত। স্থানীয় বাসিন্দা পলাশ রুদ্র বলেন, 'আমরাও চাই রাস্তা হোক। কিন্তু প্রশাসন যখন জানিয়েছে, ক্ষতিপূরণ না পাওয়া পর্যন্ত ঘর ভাঙা হবে না তাহলে এদিন কেন ঘর ভাঙতে এল সড়ক নির্মাণকারী সংস্থা?'

এদিন সুজন সরকারের ঘরের একাংশ ভেঙে দেওয়া হয়। সুজনের অভিযোগ, 'সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাইনি। অনেকেই অফিসার সেজে বলছেন, সম্পূর্ণ টাকা পেতে হলে ক্ষতিপূরণের যে টাকা পাব, তার পঞ্চাশ শতাংশ তাঁদেরকে অগ্রিম দিতে হবে। কিন্তু কেন দিতে হবে সেই বিষয়ে কোনও যুক্তি দেখাতে পারেননি তাঁরা।' ওই এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ ঘরের মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দিতে দালালচক্র সক্রিয় হয়েছে। টাকা পাইয়ে দেওয়ার নামে অনেকেই টাকা হাতিয়ে নিতে চাইছেন। এই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে ব্লক প্রশাসন জানিয়েছে।

সাইনবোর্ড এলাকায় বাড়িঘর ভাঙতে আনা হয় এই আর্থমুভার। মঙ্গলবার। - সংবাদচিত্র

চাপরেরপারের দেবকলোনি এলাকায় ভাঙা হয়েছে দোকানপাট।- সংবাদচিত্র

বিনা নোটিশে ভাঙচুর

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৫ মার্চ : সম্প্রতি ইস্ট-ওয়েস্ট রাস্তার কাজের জন্য পূর্ত দপ্তরের জমির ওপর দোকানপাট ও ঘরবাড়ি ভাঙার কাজ চলছিল। মঙ্গলবার চাপরেরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবকলোনি এলাকায় কোনও নোটিশ না দিয়েই বাড়ি ভাঙার অভিযোগ উঠল। স্থানীয় বাসিন্দা গণেশ দত্তর অভিযোগ, এদিন তাঁর বাড়ির কালী মন্দির ভাঙা হয়েছে আগাম নোটিশ ছাড়াই। সেইসঙ্গে তিনি বাধা দিলে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাদের সামনেই তাঁকে মারধরও করা হয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও অভিযোগ মানতে নারাজ মহাসড়কের কাজের বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা।

গণেশের দাবি, জমির ক্ষতিপূরণ নিয়েও জটিলতা রয়েছে। তাই তাঁর জমিতে নাকি হাত দেওয়ার কথাই নয় মহাসড়কের কাজের ঠিকাদারদের। গণেশ বলেন, 'আমার ১৪ ডেসিমাল জমি ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের জন্য নেওয়ার কথা রয়েছে। তবে প্রশাসন প্রতি ডেসিমাল জমির দাম প্রায় কুড়ি হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল, আমরা রাজি হইনি। তারপর জমি অধিগ্রহণের কোনও নোটিশও পাইনি। আমাকে কেউ ক্ষতিপূরণের টাকাও দেয়নি। তা সত্ত্বেও কীভাবে বাড়ির মন্দির ভাঙা হল ও গাছপালা কাটা হল বুঝে উঠতে পারছি না। বাধা দিলে আমাকে মারধরও করা হয়।'

গণেশের এক ছেলে বায়ুসেনাতে, এক ছেলে আরপিএফে কর্মরত। তৃতীয় ছেলে চাকরির পরীক্ষার জন্য বাইরে রয়েছেন। ফলে এদিন বাড়ি কার্যত ফাঁকাই ছিল। সেই সময় বৃদ্ধ গণেশ মহাসড়কের কাজের ভারপ্রাপ্ত ঠিকাদারের লোকজনের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন।

তবে এবিষয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আলিপুরদুয়ারের প্রোজেক্ট ডিরেক্টর শৈলেন্দ্র শম্ভু ও আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বিডিও নিমা শেরিং শেরপাকে একাধিকবার ফোন করে বক্তব্য পাওয়া যায়নি। আর ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের ঠিকাদার কোম্পানির প্রোজেক্ট ইনচার্জ বিবেক কুমার বলেন, 'জমির টাকা কারা পেয়েছেন আর কারা পাননি তা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা জানেন। প্রশাসনের কর্তাদের সামনেই তো সব কাজ হয়েছে।'

এদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের জয়েন্ট বিডিও তৌসিফ হোসেন। এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনিও কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের প্রায় ৪১ কিলোমিটার রাস্তার একটা বড় অংশে কৃষিজমি রয়েছে। এমনকি বসতবাড়িও রয়েছে। তবে গণেশের মতো একাধিক পরিবার এখনও জমির টাকা না পাওয়ায় সমস্যা তৈরি হয়েছে। কৃষি বাস্তু সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক রতন রায় বলেন, 'কৃষকরা নিজেদের দাবিদাওয়া আদায়ে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। তবে গণেশ দত্তের বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে দেখা হবে।'

দিনবাজারে অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে সময়সীমা

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৫ মার্চ : আলিপুরদুয়ার জেলার হাট ও বাজারগুলিতে অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে অভিযানে নামার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল আগেই। মঙ্গলবার সেইমতো মাদারিহাটের দিনবাজার ও মাছ-মাংসের হাটে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করলেন জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপনারায়ণ সিনহা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মাদারিহাট থানার পুলিশ ও অন্য আধিকারিকরা। সেইসঙ্গে এদিন আর্থমুভার দিয়ে হাটের ভেতর থাকা আবর্জনার স্তূপে ভরা একটি রাস্তা সাফাই করা হয়।

দীপনারায়ণ জানালেন, ফুটপাথ দখল করে যাঁরা দোকান তৈরি করেছিলেন তাঁরা নিজেরাই অভিযানের খবর পেয়ে সেগুলি ভেঙে ফেলেছেন। এখনও যাঁরা ভাঙার কাজ শুরু করেননি তাঁদের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। সময়সীমা অতিক্রান্ত হলেই দোকানগুলি ভেঙে দেওয়া হবে।

মাদারিহাট বাজার ও হাটখোলায় ফুটপাথ দখলের পাশাপাশি দোকানের সামনের রাস্তার উপরেও টিনের শেড তুলেছেন ব্যবসায়ীরা। আগুন লাগলে দমকলের ইঞ্জিন বাজারে ঢোকা তো দূরের কথা ছোট গাড়িও ঢুকতে পারে না। দীপনারায়ণের বক্তব্য, 'বাজারগুলিকে নিরাপদ রখতে হবে। তাই জেলা পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বাজারগুলিকে দখলমুক্ত রাখা হবে। মাদারিহাট বাজার দিয়ে সেই কাজ শুরু হল। যাঁরা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ফুটপাথের দখল ছাড়বেন না তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অবৈধভাবে দোকান তৈরি করেছেন যাঁরা তাঁদের আগেই জায়গা ফাঁকা করার নোটিশ দেওয়া হয়। তবে বেশিরভাগ দোকান মালিক সেই নোটিশকে পাত্তা দেননি বলে জানালেন মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের বিডিও অমিতকুমার চৌরাসিয়া। সময়সীমার মধ্যে জায়গা দখলমুক্ত না করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিডিও। এদিনের অভিযানে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, শুধুমাত্র রবিবার ছাড়া বাকি দিনগুলিতে মাছ বিক্রির জন্য নির্ধারিত জায়গাতেই বসতে হবে মাছ বিক্রেতাদের।

এদিকে, মাদারিহাট দিনবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় মনে করেন, বাজারে দোকান করা নিয়ে জেলা পরিষদের নির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকলে ভালো হত। তাঁর কথায়, 'গাইডলাইন থাকলে আমরা জানতে পারতাম কতটুকু জায়গা ছেড়ে দোকান করা যাবে। এছাড়া দোকানের সামনে যদি সামান্য শেড না থাকে তাহলে বৃষ্টিতে ক্রেতারা সমস্যায় পড়বেন।'

অভিযান

- মঙ্গলবার মাদারিহাটের দিনবাজার ও মাছ-মাংসের হাটে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করলেন আধিকারিকরা
- এদিন আর্থমুভার দিয়ে হাটের ভেতর থাকা আবর্জনার স্তূপে ভরা একটি রাস্তা সাফাই করা হয়
- এখনও যাঁরা ভাঙার কাজ শুরু করেননি তাঁদের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে
- সময়সীমা অতিক্রান্ত হলেই দোকানগুলি ভাঙা হবে

তিনি হাটের কিছু সমস্যার কথাও তুলে ধরেছেন। জানিয়েছেন, হাটে দুটি শৌচাগার অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। হাটে আগুন লাগলে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা নেই। আবর্জনায় ভরে গেলেও সাফাই করা হয় না। প্রশাসনের এমন উদ্যোগের প্রশংসা করেছে মাদারিহাট নাগরিক কমিটি। ১৪ বছর ধরে তৃণমূল ক্ষমতায় রয়েছে, অথচ এতদিন কেন এই উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপির মাদারিহাট ৩ নম্বর মণ্ডল কমিটির সভাপতি সন্তোষ মাহাতো। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা চাই উচ্ছেদ করতে গিয়ে কারও পেটে লাথি যেন না মারা হয়।'

মায়ের কাছে ফিরল শাবক

ভাটপাড়া চা বাগানে স্বস্তিতে শ্রমিকরা

সমীর দাস

কালচিনি, ২৫ মার্চ : মাতৃস্নেহ, ভালোবাসার কাছে সব কিছুই ফিকে। মানুষের পাশাপাশি বন্যপ্রাণীদের মাঝেও সন্তানের জন্য মন কেমন করে। মা সন্তানের সেই টানেই ভাটপাড়া চা বাগানে তিনটি শাবককে ফিরিয়ে নিল মা চিতাবাঘ। সোমবার গভীর রাতে মা চিতাবাঘটি শাবকদের নিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে বলে জানিয়েছে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের পানা রেঞ্জ। বন দপ্তর সূত্রে খবর, যে এলাকায় শাবকদের দেখা গিয়েছিল সেখানে গোপন ক্যামেরা বসানো হয়। সেই ক্যামেরাতেই মা চিতাবাঘকে শাবকদের অন্যত্র নিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে। বন দপ্তরের কোনও কর্তাই নাম প্রকাশ্যে বক্তব্য দিতে নারাজ। বন দপ্তরের এক কর্তার কথায়, 'যতক্ষণ শাবকগুলি ওই বাগানে ছিল ততক্ষণ বনকর্মীরা ওই এলাকায় নজরদারি জারি রেখেছিলেন।'

গত সোমবার সকালে ভাটপাড়া চা বাগানের ২৩ আরপি সেকশনে তিনটি শাবকের দেখা মেলে।

সেগুলিকে বনকর্মী বা অন্য কেউ হাত লাগাননি। মানুষের ছোঁয়া থেকে শাবকগুলিকে দূরে রাখতে বন দপ্তর কড়া নজর রাখে। চিতাবাঘটি তার শাবকদের নিয়ে চলে যাওয়ায় ওই এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে আবার ওই সেকশনে শ্রমিকরা কাজও শুরু করেছেন। বাগানের শ্রমিক অঞ্জু ওরাওঁ বলেন, 'সোমবার চিতাবাঘের শাবকগুলোকে দেখে খুব মায়া হয়। মঙ্গলবার সকালে ওদের মা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার খবর শুনে মনটা ভালো হয়ে গেল।'

মা চিতাবাঘটি শাবকদের নিয়ে জঙ্গলে ফিরেছে নাকি আশপাশের অন্য চা বাগানে গিয়েছে সেই বিষয়ে বন দপ্তর নিশ্চিত করে কিছু বলেনি। তবে অভিজ্ঞ বনকর্মীদের অনুমান, শাবকদের নিয়ে মা জঙ্গলে নিজের ডেরায় ফিরে গিয়েছে। তাঁদের যুক্তি, ভাটপাড়া চা বাগান থেকে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গল খুব বেশি দূরে নয়, সেক্ষেত্রে জঙ্গলে ফেরার সম্ভাবনা প্রবল।

চিন্তামুক্ত বনকর্মীরা

- সোমবার সকালে ভাটপাড়া চা বাগানের ২৩ আরপি সেকশনে তিনটি শাবকের দেখা মেলে
- ওইদিন গভীর রাতে মা চিতাবাঘটি শাবকদের নিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে
- অনুমান, শাবকদের নিয়ে মা জঙ্গলে নিজের ডেরায় ফিরে গিয়েছে

বন দপ্তর জানিয়েছে, মানুষের ছোঁয়া লাগলে মা চিতাবাঘ শাবকদের ফিরিয়ে নেয় না। পাশাপাশি শাবকদের নিরাপত্তায় মা চিতাবাঘ মানুষের ওপর হামলা চালানোর আশঙ্কাও থেকে যায়। তাই ভাটপাড়া চা বাগানে বনকর্মীরা সোমবার সকাল থেকেই কড়া নজর রেখেছিলেন। শাবকদের ধারেকাছে কোনও মানুষকেই যেতে দেননি বনকর্মীরা। শাবকদের মা চিতাবাঘ ফিরিয়ে নেওয়ায় বনকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা সকলেই নিশ্চিন্ত হলেন।

এই ঘটনার আগেও কালচিনি ব্লকের একাধিক চা বাগানে চা গাছের ঝোপের আড়ালে বা নর্দমায় চিতাবাঘ শাবকদের দেখা পাওয়া গিয়েছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মা চিতাবাঘ শাবকদের ফিরিয়ে নিয়ে যায়। তবে কয়েক বছর আগে ভাতখাওয়া চা বাগানের শ্রমিকরা শাবকদের কোলে নিয়ে আদর করেছিলেন। পরবর্তীতে মা চিতাবাঘ আর শাবকদের ফিরিয়ে নেয়নি। বন দপ্তর সেই শাবকদের ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠায়। এবার তেমন কোনও ঘটনা এড়ানো গিয়েছে।

স্কুলে যাওয়ার পথে উধাও কিশোরী

শামুকতলা, ২৫ মার্চ : আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের পারোকাটা এলাকার এক কিশোরী নিখোঁজ। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। সোমবার স্কুলে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল একাদশ শ্রেণির সেই কিশোরী। তারপর থেকেই তার কোনও খোঁজ মিলছে না। এই ঘটনায় শামুকতলা থানায় একটি নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই কিশোরীর পরিবারের লোকজন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ওই কিশোরীর বাবা বলেন, 'স্কুলে যাওয়ার কথা বলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল মেয়ে। প্রতিদিন বাড়ি ফিরে এলেও সেদিন আর ফেরেনি। আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও খোঁজ না পেয়ে শামুকতলা থানায় নিখোঁজের অভিযোগ জানিয়েছি। মেয়েটি কোথায় আছে, কীভাবে আছে কিছুই জানতে পারছি না। বড় উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছি। মেয়ের মা তো নাওয়াখাওয়া সবই ছেড়ে দিয়েছে। এখন পুলিশ যদি কোনও সন্ধান দিতে পারে।'

শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায় জানিয়েছেন, ওই কিশোরী প্রেমের টানে ঘর ছেড়েছে নাকি কোনও নারী পাচারকারীর খপ্পরে পড়েছে সেটা জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। এর আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্পর্কের ফাঁদে পড়ে কমবয়সি মেয়েদের বাড়ি ছাড়ার ঘটনা ঘটেছে। এক্ষেত্রেও তা ঘটেছে কি না, দেখছে পুলিশ।

কৃষি কর্মশালা

সোনাপুর, ২৫ মার্চ : মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের তপসিখাতা ফার্মার প্রোডিউসার্স কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনায় এবং জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় একদিনের কৃষক সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হল বঞ্চুকামারি সমবায় সমিতির অফিসে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার কমিশনার মলয়চন্দন চক্রবর্তী, রিজিওনাল ম্যানেজার আদিত্যশংকর অধিকারী প্রমুখ। ওই গ্রামের প্রায় ১০০ কৃষক ওই কর্মশালায় যোগ দিয়েছিলেন। কৃষকদের পাট চাষ নিয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া হয় সেখানে।

বাঘ এবং বসন্তের ভয়ে শুরু বাসন্তীর আরাধনা

সাত দশক ধরে আয়োজন ব্যাংডাকিপাড়ায়

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২৫ মার্চ : এই দেবীও দশভুজা। অসুর বধ করেছেন। দেবীর বাহন সিংহ। সঙ্গে আছেন গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী। আজ থেকে সাত দশক আগে চৈত্র মাসে এখানে বাসন্তী দেবীর পুজো শুরু হয়েছিল বাঘের ভয়ে। জলদাপাড়া বনাঞ্চলের পাশে যোগেন্দ্রনগরের ব্যাংডাকিপাড়ায় তখন দিনেরবেলাতেও বাঘ দেখা যেত। এছাড়া সেসময় শিশুদের বসন্ত রোগ হলে চিকিৎসার সেরকম কোনও ব্যবস্থা ছিল না। পরিবারের একমাত্র ভরসা ছিল বাসন্তী দেবীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা। একদিকে বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া এবং অন্যদিকে, বসন্ত রোগপ্রতিরোধের প্রার্থনায় শুরু হয় এই বাসন্তীপুজো। তবে ব্যাংডাকিপাড়ার সর্বজনীন মন্দিরে সারাবছরই থাকে বাসন্তী দেবীর প্রতিমা, বছরভর চলে আরাধনা। এবছরের পুজোর জন্য ইতিমধ্যেই এখানে জোরদার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছে।

স্থানীয়দের কথায়, 'বাসন্তী দেবীর পুজোই তো প্রকৃত দুর্গাপুজো। তাই ব্যাংডাকিপাড়ায় আজও কোনও দুর্গাপুজো হয় না।' তাছাড়া এই পাড়া একেবারেই জঙ্গল ঘেঁষে। পাঁচ-সাত কিমি দূরে শিশাগোড়, মেজবিল, পলাশবাড়ি, শালকুমারহাট যখন অকালবোধনে মেতে উঠত, তখন পঞ্চাশ বছর আগেও সন্ধ্যা হলে বন্যপ্রাণীর ভয়ে গৃহবন্দি থাকতেন এখানকার মানুষ। তাই দূরের এলাকায় গিয়ে রাতে দুর্গাপুজো দেখা হয়ে উঠত না স্থানীয়দের। যদিও এনিয়ে তাঁদের মনে কোনও আক্ষেপ নেই। এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা ললিত বর্মনের কথায়, 'তখনকার মতো এখনও দুর্গাপুজোয় রাতে এখানকার কেউ দূরের এলাকায় যায় না। কারণ, এখনও তো রাত হলেই হাতি, বাইসন বেরোয়। কিন্তু আমরা বাসন্তীপুজোতে প্রাণভরে আনন্দ করে সেই অভাব মিটিয়ে নিই।' সেইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'ছয়-সাত দশক আগে লোকালয়ে বাঘ বেরোত। সেই ভয়ে বাসন্তী দেবীর আরাধনা শুরু করি। এছাড়াও বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবও তখন যথেষ্ট ছিল। এটাও বাসন্তীপুজো শুরুর আরেকটি কারণ।' তিনিই জানালেন, এবারের পুজো ৭৪তম।

বছরভর মন্দিরে থাকে এই প্রতিমা। -সংবাদচিত্র

ফালাকাটার বালুরঘাট থেকে বংশীধরপুর, ব্যাংডাকিপাড়া হয়ে পিডব্লিউডি (রোডস)-র একটি পাকা রাস্তা চলে গেছে শালকুমারহাট। এই রাস্তার পাশেই ব্যাংডাকিপাড়ায় রয়েছে একটি প্রাইমারি স্কুল। সেই স্কুল মাঠের উত্তর প্রান্তে স্থানীয় যতীন বর্মনের দান করা জমিতেই বাসন্তী দেবীর মন্দির। সেখানে সারাবছর থাকে প্রতিমা। এই পুজোর সঙ্গে স্থানীয় নানা সম্প্রদায়ের মানুষ জড়িত। এবারের পুজো কমিটির প্রতিনিধি প্রদীপকুমার লামা বলেন, 'এখানে সারাবছর বাসন্তী দেবী পুজো পান। গোটা গ্রামে কারও বাড়িতে বিয়ে, অন্নপ্রাশন সহ যে কোনও শুভ অনুষ্ঠান হলে সবার প্রথমে মন্দিরে এসে বাসন্তী দেবীর কাছে প্রার্থনা করা হয়। আমরা মনে করি, সবসময় এলাকাকে রক্ষা করেন বাসন্তী দেবী।'

পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও এই পুজোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এবারের পুজোর এক উদ্যোক্তা কেশরী বর্মনের কথায়, 'নিয়মনিষ্ঠা সহকারে মায়ের আরাধনা করা হয়। এখানে সব থেকে বেশি ভিড় হয় নবমীর দিন। সেদিন ভোগ দিতে আশপাশের অন্যান্য গ্রামের মানুষও আসেন।'

মমতা ফিরলেই রদবদল

বক্সীকে নিজের সুপারিশ জানালেন অভিষেক

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৫ মার্চ : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপারিশে আংশিক মান্যতা দিয়ে তৃণমূলের সাংগঠনিক পর্যায়ে রদবদল হচ্ছেই। ঢালাও রদবদলে সায় নেই মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটের আগে দলের অন্দরমহলে অস্থিরতা মোটেই চান না তিনি। রদবদল নিয়ে রফাসূত্র চূড়ান্ত করতে আগেই দলে তাঁর চরম আস্থাভাজন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছেন। লন্ডন থেকে ফিরে সবটা খতিয়ে দেখে আংশিক রদবদলে চূড়ান্ত সিলমোহর দেবেন দলনেত্রীই। মঙ্গলবার তৃণমূল সূত্রে খবর, বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্য মন্ত্রীসভাতেও ছোটখাটো রদবদল করতে সচেষ্ট নেত্রী। এমনিতেই মন্ত্রীসভায় দু-তিনটি দপ্তরে মন্ত্রী বলতে কেউ নেই। পূর্ণ মন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গে মন্ত্রীশূন্য দপ্তরকে জুড়ে দিয়ে কাজ চলছে। চাপ কমাতে এবার ওইসব দপ্তরে এককভাবে কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার ভাবনা রয়েছে নেত্রীর। বিধানসভা ভোটের মুখে নতুন মন্ত্রী করা বা মন্ত্রী বদলানো সম্ভব নয়। তাই এই কাজও দ্রুত সেরে ফেলতে চান তিনি। নেত্রীর ঘনিষ্ঠ এক প্রবীণ মন্ত্রী মঙ্গলবার জানান। তাঁর ধারণা, বিদেশ থেকে ফিরেই দল ও মন্ত্রীসভায় রদবদল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কিছু সিদ্ধান্ত নেবেন।

প্রবীণ ওই মন্ত্রীর ধারণা, মন্ত্রীসভায় উত্তরবঙ্গের কোটা বাড়তে পারে। এবারও উত্তরবঙ্গে গুরুত্ব দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই উত্তরবঙ্গে আরও কাউকে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। সবটাই পরিষ্কার হবে মুখ্যমন্ত্রীর লন্ডন সফর থেকে ফেরার পর।

দলের নির্ভরযোগ্য সূত্র জানাচ্ছে, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নেত্রীর দায়িত্বপ্রাপ্ত সুব্রত বক্সীর কথা হয়েছে। দু'জনেই একান্তে আলোচনায় বসে রফাসূত্র প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছেন।

দলের সাংগঠনিক রদবদল নিয়ে অভিষেকের সুপারিশ কী এবং কেন তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিয়ে দু'জনের মধ্যে কথা হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় দলের সাংগঠনিক রদবদল না করা হলে আগামী বিধানসভার ভোটে দল ভালো ফল করবে না বলেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি।

নতুন কাউকে সভাপতি করতে দ্বিধা পদ্মে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৫ মার্চ : বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি নির্বাচনে দিলীপ ঘোষের পাল্লা ভারী হচ্ছে। নতুন কাউকে ওই পদে নিয়ে আসার ঝুঁকি নিতে চাইছেন না বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রভাবশালী অংশ। এব্যাপারে আরএসএস ও সংঘ পরিবারের লাগাতার পরোক্ষ একটি চাপ রয়েছে। বিরোধী দলনেতা হিসাবে শুভেন্দু অধিকারীকে সরিয়ে তাঁকে রাজ্য সভাপতি করতে চান না কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রায় সবাই। বিরোধী দলনেতা হিসাবে প্রায় সফল তাঁর ভূমিকা নজরে রয়েছে তাঁদের।

বর্তমান রাজ্য সভাপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে আবার ওই পদে রাখতে হলে দলের কিছু সাংবিধানিক বাধা রয়েছে। আবার নতুন কাউকে দলের রাজ্য সভাপতি করতে হলে দলে তিনি কতটা মানিয়ে নিতে পারবেন বা দলের নেতৃস্থানীয়রা তাঁকে কতটা মানিয়ে নেবেন, এই প্রশ্ন থেকেই যায়। বিশেষ করে বিধানসভা ভোটের মুখোমুখি হওয়ার আগে শাসকদল তৃণমূলের মোকাবিলায় নতুন কেউ দলকে নেতৃত্ব দিতে কতটা সফল হবেন, সেই ঝুঁকি থেকেই যায়। এই অবস্থায় রাজ্যের পরিস্থিতির ওপর দাঁড়িয়ে 'পরীক্ষিত সফল' প্রবীণ দিলীপকে

> এসব কথা উঠছে কেন? আগে রাজ্য দলের নেতা (রাজ্য সভাপতি) ঠিক হোক। তারপর এসব প্রসঙ্গ।
>
> **দিলীপ ঘোষ**

আবার ওই পদে ফিরিয়ে আনা নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কেউ কেউ জোর সওয়াল শুরু করেছেন বলে মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় পদ্ম শিবিরের খবর।

এক শীর্ষ কেন্দ্রীয় নেতা এদিন টেলিফোনে জানান, পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি, দলের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও ভবিষ্যতের ওপর দাঁড়িয়ে দিলীপের কথা বিশেষভাবে ভাবতে হচ্ছে তাঁদের। প্রবীণ সংগঠক দিলীপের গুরুত্ব রাজ্য পার্টিতে বাড়ানো দরকার এটা বুঝেছেন সকলেই। তবে তাঁর পদ কী হবে সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যে দলের তিন শীর্ষনেতা সুকান্ত, শুভেন্দু ও দিলীপের সাংগঠনিক শক্তির ওপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে বঙ্গ বিজেপি।

গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের আগে এই 'ত্রিশক্তি'র মধ্যে কোনও শক্তিকেই ছোট করে দেখা দলের পক্ষে ভালো হবে না। আর 'ত্রিশক্তি'র ঐক্য ছাড়া দলের ভালো ফলের আশা করাও উচিত নয়। নতুন কেউ সভাপতি হলে বিধানসভা ভোটের আগে দলের শক্তিশালী নির্বাচন কমিটিও হবে। সেখানে ওই তিন শীর্ষ নেতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কমিটিতে রাখার কথাও ভাবা হচ্ছে। তবে তাতে শীর্ষ নেতাদের মধ্যে সমঝোতা শেষপর্যন্ত টিকবে কি, এই প্রশ্ন উঠেছে।

প্রশিক্ষণ নেওয়া সত্ত্বেও চাকরি মেলেনি ২০ হাজার নার্সের। তাই চাকরির দাবিতে মঙ্গলবার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে বিক্ষোভ কয়েকশো নার্সের। ছবি : রাজীব মণ্ডল

উদ্যোগী রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি দপ্তর

তালিকায় বিভ্রান্তি নিয়ে সর্বদল বৈঠক

কলকাতা, ২৫ মার্চ : ভোটার তালিকা নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করতে রাজ্য স্তরে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকল কমিশন। ২৮ মার্চ কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে বিকাল ৩টেয় ৮টি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলকে এই বৈঠকে ডাকা হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে জ্ঞানেশ কুমার দায়িত্ব নেওয়ার পর ২২ মার্চ কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে দেশের প্রতিটি রাজ্যে কমিশনের আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, ভোটার তালিকা নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করতে ত্রিস্তরীয় বৈঠক করতে হবে। সেই লক্ষ্যে প্রথমে ব্লক ও পরে জেলা পর্যায়ে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করেছেন ইআরও এবং ডিইও-রা। সেই সূত্রেই এবার রাজ্য পর্যায়ে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর।

রাজ্যে প্রথমে ভোটার তালিকায় ডুপ্লিকেট ভোটার ও পরে ভুয়ো ভোটারের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে তৃণমূল ও বিজেপি। মার্চের গোড়ায় নেতাজি ইন্ডোরের সভা থেকে ভোটার তালিকা নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সেই অভিযোগের কয়েকদিনের মধ্যেই ডুপ্লিকেট এপিক ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ কার্যত মেনে নিয়ে সংশোধনের কথা জানিয়ে দেয় কমিশন। এরপরই ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটার নিয়ে সরব হয় বিজেপি। শাসক ও বিরোধী এই চাপানউতোরে রাজ্যজুড়ে ভোটার তালিকা নিয়ে সাধারণ মানুষ কিছুটা বিভ্রান্ত। এর সঙ্গে প্রতিদিনই প্রায় নিয়ম করে ভোটার তালিকা থেকে হিন্দু ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া ও সংখ্যালঘুদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে রাজনৈতিকভাবে সরব হয়েছে বিজেপি। সোমবারও ভোটার তালিকা থেকে হিন্দু ভোটারদের নাম কাটার চক্রান্ত চলছে বলে কৃষ্ণনগর-২ ব্লকের বিডিওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। বাগদার বিডিও'র বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ করেছে বিজেপি। মঙ্গলবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে অভিযোগ করেছেন, বাংলাদেশের যশোরের বাসিন্দার নাম রয়েছে বাগদার ভোটার তালিকায়। বিষয়টি নিয়ে কমিশনের কাছে দরবার করার পাশাপাশি খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছেও অভিযোগ জানানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সুকান্ত। এই আবহে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করা দুরূহ হয়ে পড়ছে বলে দাবি করেছেন তৃণমূল স্তরে কমিশনের কর্মীরা। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মতো ৩১ মার্চের মধ্যে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত রাজনৈতিক দলগুলির বকেয়া দাবির সুষ্ঠু নিষ্পত্তি করে তা জানাতে হবে দিল্লিকে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যস্তরে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে বসে তাদের আস্থা অর্জন করাই কমিশনের মূল লক্ষ্য।

কল্যাণের মামার বয়ানে আপত্তি

কলকাতা, ২৫ মার্চ : মঙ্গলবারও আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্যর বিরুদ্ধেই অভিযোগ জানালেন তাঁর মামা কৃষ্ণচন্দ্র অধিকারী। একটি সংস্থার প্রাথমিক কাজের জন্য যে ১০ লক্ষ টাকা খরচা হয়, তার অর্ধেক মামার নামে দেখিয়ে নিজেই দিয়েছিলেন কল্যাণময়। তাছাড়া সমস্ত সংস্থার অ্যাকাউন্ট পার্থর জামাই নিয়ন্ত্রণ করতেন বলে জানিয়েছেন তাঁর মামা। এদিন আদালতে কল্যাণময়ের মামার দাবি, ভাগ্নে তাঁকে কথায় কথায় বলেছিলেন, পার্থর স্ত্রীর নামে একটি স্কুল তৈরি করতে চান। তবে স্কুল তৈরির জন্য কল্যাণময়কে পার্থই টাকা দেন বলে তিনি জানান। পার্থর আইনজীবীর অভিযোগ, ইডির শিখিয়ে দেওয়া বক্তব্য বলছেন কল্যাণময়ের মামা। কিন্তু সেই অভিযোগ অস্বীকার করে কল্যাণময়ের মামা বলেন, ইডি আমায় কোনও নির্দেশ দেয়নি।

হুমায়ুনের মুখে দিলীপের প্রশংসা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৫ মার্চ : বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে 'ষড়যন্ত্রী' আখ্যা আর বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের প্রশংসা। এখানেই শেষ নয়, শুভেন্দুর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে তাঁকে যাত্রাপালার শান্তিগোপালের সঙ্গে তুলনা করা। ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের এইসব মন্তব্যই মঙ্গলবার ছিল রাজ্য রাজনীতির তর্জার বিষয়। এদিন বিধানসভার বাইরে শুভেন্দু অধিকারীর সম্পর্কে হুমায়ুন বলেন, 'উনি একজন চক্রান্তকারী।' একইসঙ্গে সম্প্রতি খড়্গপুরে দিলীপ ঘোষের ভূমিকাকে সমর্থন করে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন হুমায়ুন। তবে হুমায়ুনের মন্তব্যে তৃণমূলের চক্রান্তই দেখছে বিজেপি।

সম্প্রতি বিরোধী দলনেতার সঙ্গে বিতর্কে পরিষদীয় দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি তাঁকে শোকজ করেছিল। শেষপর্যন্ত কার্যত মুচলেকা দিয়ে শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন তিনি। কিন্তু বিতর্কিত মন্তব্য করা ছাড়তে পারছেন না হুমায়ুন। মঙ্গলবার বিধানসভার বাইরে শুভেন্দু প্রসঙ্গে হুমায়ুন বলেন, 'উনি বরাবরই চক্রান্তকারী। যে দিলীপ ঘোষ একজন বিধায়ক থেকে এত অল্প সময়ে সাংসদ হলেন, যিনি রাজ্য সভাপতি থাকাকালীন এরাজ্যে বিজেপি সবচেয়ে বেশি আসন জিতল, তাঁকেই তিনি ২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তাঁর নিজের কেন্দ্র থেকে চক্রান্ত করে দাঁড়াতেই দিলেন না।'

সম্প্রতি খড়্গপুরে তাঁরই দলের মহিলাকর্মীদের উদ্দেশে দিলীপের কু-কথা বলার মধ্যে তেমন ভুল কিছু দেখছেন না হুমায়ুন। কার্যত দিলীপকে সমর্থন করেই হুমায়ুন বলেন, 'এটা তো খুবই স্বাভাবিক। আমাকে উত্যক্ত করলে আমিও এমনটাই করতাম।' তবে হুমায়ুনের এই মন্তব্য থেকে এদিন সচেতনভাবেই দূরত্ব বজায় রাখলেন দিলীপ। তিনি বলেন, 'ওঁর সার্টিফিকেট আমার লাগবে না।'

পুলিশি ঘেরাটোপে রবীন্দ্রভারতীর অস্থায়ী উপাচার্য। মঙ্গলবার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। ছবি : আবির চৌধুরী

৪ শতাংশ ডিএ'র বিজ্ঞপ্তি নবান্নের

কলকাতা, ২৫ মার্চ : পয়লা এপ্রিল থেকে ৪ শতাংশ হারে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল নবান্ন। বাজেট বক্তৃতার সময় অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সরকারি কর্মীদের আরও ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছিলেন। এদিন সেই বিষয়টি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাল নবান্ন। এর ফলে রাজ্যের মহার্ঘভাতার পরিমাণ দাঁড়াল ১৮ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য মহার্ঘভাতা দেয় ৫৩ শতাংশ। ফলে রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের বর্তমান ফারাক দাঁড়াল ৩৫ শতাংশে। নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে, ভাতা বৃদ্ধির ফলে কয়েক লক্ষ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগী উপকৃত হবেন। এদিনই সুপ্রিম কোর্টে 'ডিএ মামলা'র শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এদিনও শুনানি পিছিয়ে গিয়েছে। এপ্রিল মাসে শুনানি হতে পারে।

রাজ্য সরকারের ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিরোধী সংগঠনগুলি। তাকে স্বাগত জানিয়েছে সরকারপন্থী পশ্চিমবঙ্গ কর্মচারী ফেডারেশন। মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনরত যৌথ সংগ্রামী মঞ্চও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। সংগঠনের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, 'কেন্দ্রের সঙ্গে এখনও পার্থক্য প্রচুর। সামান্য এই ভাতা বৃদ্ধিতে কোনও উৎসাহ নেই সরকারি কর্মীদের।

এবার তালা উপাচার্যের ঘরে

কলকাতা, ২৫ মার্চ : সোমবারের মতো মঙ্গলবারও ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল হল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়ারা। অস্থায়ী উপাচার্যের ঘরের দরজায় তালাও ঝুলিয়ে দেন বিক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা। সোমবারই বিক্ষোভের জেরে কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারেননি অস্থায়ী উপাচার্য শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়। এজন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি।

স্থায়ী উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার নিয়োগের দাবিতে সোমবার থেকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন পড়ুয়ারা। বিক্ষোভের জেরে অস্থায়ী উপাচার্য ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। মঙ্গলবার বিক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা উপাচার্যের ঘরে তালাও লাগিয়ে দেন। এরপর ঘরের বাইরে বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পড়ুয়াদের বক্তব্য, এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে নিজের মতো কাজ করছেন অস্থায়ী উপাচার্য। সকলের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন। এদিকে, ক্যাম্পাসে ঢুকতে না পেরে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শুভ্রকমল। এদিন হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু গিরিশ পার্ক থানার ওসিকে নির্দেশ দেন, উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিতে হবে। এজন্য যাবতীয় পদক্ষেপ করতে হবে। যদিও পড়ুয়ারা তাঁদের অপসারণের দাবিতে অনড়।

বান্ধবীকে ধর্ষণ

কলকাতা, ২৫ মার্চ : দিঘায় নিয়ে গিয়ে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে বান্ধবীকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। অথচ এফআইআর দায়ের হওয়ার দু'মাস পরও তাঁকে খুঁজে পায়নি পুলিশ। তদন্তকারী আধিকারিকরা বিহারের বেগুসরাইয়ে তল্লাশিতে গিয়ে জানতে পেরেছেন, অভিযুক্ত দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। এই মামলায় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ পূর্ব মেদিনীপুরের ডেপুটি সুপারের (শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণ) নজরদারিতে তদন্তের নির্দেশ দিলেন।

মেধার সন্ধান, মেধার সম্মান

সেরা উত্তরকে

উত্তরের সেরা স্বীকৃতি

উত্তরবঙ্গের আট জেলাজুড়ে সাহিত্যমেধার অন্বেষণ। খুঁজে আনা সাহিত্যের সেইসব অত্যুজ্জ্বল মণিকণা, যাঁদের মধ্যে রয়েছে আগামী দিনে হীরকখণ্ড হয়ে ওঠার দ্যুতি। সেরা সাহিত্যিকদের বিচারে, উত্তরের কৃতীদের সেরার স্বীকৃতি। আত্মার আত্মীয়কে, প্রতিভার কুর্নিশ জানাতে সাহিত্যপ্রেমী হিসাবে আপনাকে স্বাগত।

সেরা গল্পকার
প্রথম হিমাংশু রায়
মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার
পুরস্কার মূল্য ₹ ৫০,০০০
দ্বিতীয় শুভঙ্কর দাস (সুভান)
শিলিগুড়ি
পুরস্কার মূল্য ₹ ৩০,০০০
তৃতীয় পিনাকী সেনগুপ্ত
দলসিংপাড়া টি গার্ডেন, আলিপুরদুয়ার
পুরস্কার মূল্য ₹ ২০,০০০

সেরা প্রাবন্ধিক
প্রথম মৌমিতা আলম
মুন্সিপাড়া, জলপাইগুড়ি
পুরস্কার মূল্য ₹ ৫০,০০০
দ্বিতীয় সব্যসাচী ঘোষ
মালবাজার, জলপাইগুড়ি
পুরস্কার মূল্য ₹ ৩০,০০০
তৃতীয় লক্ষ্মীকান্ত কর্মকার
রতুয়া, মালদা
পুরস্কার মূল্য ₹ ২০,০০০

সেরা কবি
প্রথম অনিন্দ্য সরকার
বুনিয়াদপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর
পুরস্কার মূল্য ₹ ৫০,০০০
দ্বিতীয় সোমা দে
দমনপুর, আলিপুরদুয়ার
পুরস্কার মূল্য ₹ ৩০,০০০
তৃতীয় বিটু দাস
মালতীপুর, মালদা
পুরস্কার মূল্য ₹ ২০,০০০

নবীন প্রতিভার সন্ধানে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সাহিত্য সম্মান
২০২৪-২৫
মোট পুরস্কারমূল্য ₹৩ লক্ষ

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান ২৮ মার্চ (দুপুর ১টা থেকে), রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষ (দীনবন্ধু মঞ্চ), শিলিগুড়ি

স্বনামধন্য সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে পুরস্কার প্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে সম্মাননা।
এই উজ্জ্বল মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে উত্তরবঙ্গ সংবাদের আত্মার আত্মীয়দের প্রাণের আমন্ত্রণ।

সম্পাদকীয়

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩০৫ সংখ্যা, বুধবার, ১২ চৈত্র ১৪৩১

কাঠগড়ায় অধিকার

বিচারপতিই যদি অভিযুক্ত হন...। আগে কখনও হয়নি, এমন নয়। আইনে কিছু বিধান আছে বটে। কিন্তু এরকম হলে গোটা বিচার ব্যবস্থাটা সমাজের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যায়। আদালতের কাঠগড়ায় দোষীর বিচারের বদলে সমাজের কাঠগড়ায় বিচার ব্যবস্থাকে কাটাছেঁড়া করা চলে। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে শুধু প্রশ্ন তোলা নয়, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, তামাশা ইত্যাদি চলে আসে। যাতে ব্যবস্থাটা সম্পর্কে জনমানসের আস্থা নষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

এতে কোনও সন্দেহ নেই, যেসব প্রতিষ্ঠানের ওপর এখনও মানুষের বিশ্বাস অটুট, সেগুলির অন্যতম বিচার ব্যবস্থা। রায় পছন্দ না হলে পরবর্তী পদক্ষেপ করার বিধান এই ব্যবস্থাতে আছে। ব্যবস্থাটা সম্পর্কে পক্ষপাতের অভিযোগ একেবারে কখনও ওঠে না, তা নয়। গত কয়েক বছরে কলকাতা হাইকোর্টের বিচার নিয়ে ঠারেঠোরে সেরকম অভিযোগে কয়েকবার সোচ্চার হয়েছে তৃণমূল। নিজেদের শাসনকালে বিচারপতি লালা, বাংলা থেকে পালা স্লোগান তুলেছিল বাম দলগুলিও।

তা সত্ত্বেও অন্যায়ের প্রতিকার চাইতে মানুষের শেষ আশ্রয় এখনও বিচার ব্যবস্থা। কারও সঙ্গে অবিচার, দুর্নীতি-জালিয়াতি, বৈষম্য ইত্যাদি নানা কিছুতে বিচারের আশা থাকে এই ব্যবস্থার ওপর। বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার বাসভবনের আউটহাউসে কোটি কোটি টাকা উদ্ধারের পর সেই প্রত্যাশাতে ধাক্কা লাগা অমূলক নয়। প্রশ্ন জাগতে পারে, বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব যাঁদের ঘাড়ে, তাঁদের ভেতরে ঘুণ ধরলে মানুষ কোথায় যাবে, কোথায় ন্যায় প্রার্থনা করবে?

এই প্রশ্নের লেজ ধরেই চলে আসে পরবর্তী প্রসঙ্গ- বিচারপতি বাছাইয়ে, নিয়োগেও কি গোলমাল থেকে যাচ্ছে। যদি তাই হয়, তাহলে তো গোড়ায় গলদ। সেই গলদ শুরুতে নির্মূল না করলে অনৈতিকতার আগাছায় ভরে যেতে পারে বিচার ব্যবস্থাটাই। তা দেশ ও সমাজ, কারও জন্য অভিপ্রেত নয়। তাতে ভয়ংকর বিশৃঙ্খলতা, নৈরাজ্যের আশঙ্কা থেকে যায়। ভারতে বিচারপতি নিয়োগের পদ্ধতি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে বিতর্ক চলছে।

কেন্দ্রীয় সরকার এই নিয়োগের ভার নিজেদের হাতে নেওয়ার জন্য মরিয়া। সংসদে এজন্য আইন পাশ করানোও হয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে সেই আইন বাতিল করে দিয়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আসীন শাসক শিবিরকে রণে ভঙ্গ দিতে হয়েছে। যদিও ওই চেষ্টা যে একেবারে শেষ হয়ে যায়নি, দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি ভার্মার ঘটনাটি সামনে আসার পর তা বোঝা যাচ্ছে।

সর্বভারতীয় স্তরে এ নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। যে আলোচনার প্রধান সূত্রধর ভারতের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। যিনি আগেও কেন্দ্রের হাতে বিচারপতি নিয়োগের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন বারবার। এবার সেই আইন ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিরোধীদের সম্মতি নেওয়ার মরিয়া প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডার পাশাপাশি উপরাষ্ট্রপতি আলোচনা করেছেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ইতিমধ্যে এই চেষ্টার দিকে আঙুল তুলেছেন লোকসভায় তাঁর ভাষণে।

বিতর্কটা বিচারপতি নিয়োগের ভার বিচারপতিদের হাতে থাকা নিয়ে। প্রচলিত ব্যবস্থায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত কলেজিয়াম এই দায়িত্বের অধিকারী। শুধু হাইকোর্ট নয়, সুপ্রিম কোর্টেও বিচারপতি নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি ঠিক করার একমাত্র দায়িত্ব ওই কলেজিয়ামের ঘাড়ে। নিজেদের সম্পর্কে বিচারপতিদেরই সিদ্ধান্ত নেওয়ার এই ব্যবস্থাটা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিল কেন্দ্রীয় সরকার।

সেই প্রশ্নের মূল কারণ ছিল, এতে অস্বচ্ছতা, অসংগতি থেকে যেতে পারে। যদিও কলেজিয়াম বাছাই করলেও শেষপর্যন্ত নিয়োগপত্র দেওয়ার অধিকারী কেন্দ্রই। সেই নিয়োগপত্র দিতে দেরি করলে আবার রুষ্ট হয় কলেজিয়াম। কিন্তু কেন্দ্রের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তর করলে আবার বিচারপতি বাছাইয়ে পক্ষপাত, প্রতিহিংসার প্রতিফলন পড়তে পারে বলে শুধু বিরোধী নয়, আইনজ্ঞ মহলেও আশঙ্কা ছিল। বিচারপতি ভার্মার ঘটনা বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবার পরিসর তৈরি করে দিল।

অমৃতধারা

তোমরা জান, অন্ধকারের পর আলো আসে। রাত্রির অন্ধকার যতই ভয়াবহ হোক, ভয় করার কোনও কারণ নেই। অনেকক্ষণ একই অবস্থা মানুষের ভালো লাগে না। রোজ রোজ রসগোল্লা কি কারো ভালো লাগে? গতানুগতিকতা রোধ করার জন্যে তাই শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নার পর অমাবস্যার অন্ধকার আসে। ঊষার মাধুর্যকে অন্ধকার আরও মহিমান্বিত করে। বাধা বিপত্তিতে ঘাবড়াবার কোনও সংগত কারণ নেই। বুঝতে হবে, এর পরবর্তী অবস্থা হচ্ছে সুন্দর! সবাইকার মূল উৎস যখন পরমপুরুষ, শেষ পর্যন্ত যখন সকলকে সেখানে যেতেই হবে, তখন জীবের ভয় করার কিছু নেই। মনে রেখো জীবনে Optimism is natural, pessimism is unnatural. মানুষ পরমপুরুষের সন্তান। সে চেষ্টার দ্বারা তার শক্তিকে বাড়াতে পারে। এর উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন।

– শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

আলোচিত

একাত্তরে পাকিস্তানের সহযোগীরা আজকাল গলা ফুলিয়ে কথা বলার চেষ্টায়। অনেকেই মুক্তিযুদ্ধকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু ইতিহাসকে কেউ বিকৃত করতে পারবে না। আর যারা ১০০ গাড়ি নিয়ে ক্যাম্পেনে যায়, তারা কী করবে আমরা বুঝি।

– মির্জা ফখরুল ইসলাম *(বিএনপির মহাসচিব)*

ভাইরাল

দুই কলেজ ছাত্রীর মারামারি। ক্লাসরুমে বসা এক ছাত্রীর কাছে আসেন অন্যজন। তর্কাতর্কির মধ্যে সিটে বসা পড়ুয়া আরেক তরুণীর গালে চড় মারেন। চড় খাওয়া পড়ুয়া পালটা চুলের মুঠি ধরে অন্যকে দুমদাম কিল, ঘুসি মারতে থাকেন। রণক্ষেত্র ক্লাসরুম।

আজ

২০২৪

রামকৃষ্ণ মঠের প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বামী স্মরণানন্দ প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৮৯৩

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

সোজা-সাপটা

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে যে প্রথম বাঙালি মনীষী ভাষা সমস্যার দিকে চোখ ফিরিয়েছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথ। একজন তীক্ষ্ণধী ভাষাতাত্ত্বিক, যিনি ভাষারহস্যের সত্য সন্ধানে প্রগাঢ় নিষ্ঠাবান।

রবীন্দ্রনাথের অভিধানচর্চায় অনুরাগ

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

জীবনের পঞ্চাশ বছরে পৌঁছেও কবি ভোলেননি সতেরো বছর বয়সে বিলেতে তাঁর নিজের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দু'খানি বাংলা অভিধানের কথা। সেইসঙ্গে বাংলা ভাষা পরিচয়ে আগ্রহী সেই ইংরেজ বালিকাটির কথা।

'পূর্বে আমার বিশ্বাস ছিল, আমাদের বাংলা অক্ষর উচ্চারণে কোনও গোলযোগ নাই। কেবল তিনটে স, দুটো ন ও দুটো জ শিশুদিগকে বিপাকে ফেলিয়া থাকে। এই তিনটে স-এর হাত এড়াইবার জন্যই পরীক্ষার পূর্বে পণ্ডিতমহাশয় ছাত্রদিগকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, 'দেখো বাপু, সুশীতল সমীরণ লিখতে যদি ভাবনা উপস্থিত হয় তো লিখে দিও ঠান্ডা হাওয়া।' এছাড়া দুটো ব-এর মধ্যে একটা ব কোনও কাজে লাগে না। ঋ ৯ ঙ ঞ-গুলো কেবল সং সাজিয়ে আছে। চেহারা দেখিলে হাসি আসে, কিন্তু মুখস্থ করিবার সময় শিশুদের বিপরীত ভাবোদয় হয়। সকলের চেয়ে কষ্ট দেয় দীর্ঘ-হ্রস্ব স্বর। কিন্তু বর্ণমালার মধ্যে যতই গোলযোগ থাক না কেন, আমাদের উচ্চারণের মধ্যে কোনও অনিয়ম নাই, এইরূপ আমার ধারণা ছিল।

ইংল্যান্ডে থাকিতে আমার একজন ইংরেজ বন্ধুকে বাংলা পড়াইবার সময় আমার চৈতন্য হইল, এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ সমূলক নয়।

এ বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্বে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। বাংলা দেশের নানাস্থানে নানা প্রকার উচ্চারণের ভঙ্গী আছে। কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণকেই আদর্শ ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ, কলিকাতা রাজধানী। কলিকাতা সমস্ত বঙ্গভূমির সংক্ষিপ্তসার।

হরি শব্দে আমরা হ যেরূপ উচ্চারণ করি, হর শব্দে হ সেরূপ উচ্চারণ করি না। দেখা শব্দের এ-কার একরূপ এবং দেখি শব্দের একার আর-একরূপ। পবন শব্দের প অকারান্ত, ব ওকারান্ত, ন হসন্ত শব্দ। শ্বাস শব্দের শ্ব-র উচ্চারণ বিশুদ্ধ শ-এর মতো, কিন্তু বিশ্বাস শব্দে শ্ব-এর উচ্চারণ শ্শ-এর ন্যায়। 'ব্যয়' লিখি কিন্তু পড়ি—ব্যায়। অথচ অব্যয় শব্দে ব্য-এর উচ্চারণ ব্ব-এর মতো। আমরা লিখি গর্দভ, পড়ি—গর্দোব। লিখি 'সহ্য', পড়ি সোজ্ঝো। এমন কত লিখিব...

বাংলাভাষার এইরূপ উচ্চারণের বিশৃঙ্খলা যখন নজরে পড়িল, তখন আমার জানিতে কৌতূহল হইল, এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা নিয়ম আছে কিনা! আমার কাছে তখন খান দুই বাংলা অভিধান ছিল। মনোযোগ দিয়া তাহা হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। যখন আমার খাতায় অনেকগুলি উদাহরণ সঞ্চিত হইল, তখন তাহা হইতে একটা নিয়ম বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।'

রবীন্দ্রনাথের অভিধানচর্চার শুরু এই সময় থেকেই—ইংল্যান্ড। ধন্যবাদ সেই ইংরেজকন্যাটিকে, যার জন্য এই কাজে মন দিতে রবীন্দ্রনাথ উৎসাহিত হয়েছিলেন। হতে পারে আমরা এখন ব্যাকরণ অভিধান নিয়ে গুরুগম্ভীর ভাবনাচিন্তা করছি, কিন্তু তা বলে কি আমাদের জানতে কৌতূহল হবে না কে সেই তরুণী বঙ্গভাষানুরাগিণী বিদেশিনী বন্ধু যিনি কবির কাছে বাংলা ভাষা শিখতে শুরু করেছিলেন। কবি এই তরুণীটির পরিচয় 'বালক' পত্রিকায় দেননি, 'শব্দতত্ত্ব' বই হয়ে বেরোল যখন তখনও জানাননি। পাঠকদের শুধু, তাঁর 'একজন ইংরেজ বন্ধুকে বাংলা পড়াইবার' কথাটুকু উল্লেখ করেছিলেন। এই 'বন্ধু' যে একজন ইংরেজ ললনা তা রবীন্দ্রনাথ জানালেন আরও পরে তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে 'লোকেন পালিত' অধ্যায়ে।

'আমাদের (লোকেন-রবি) অন্যান্য আলোচনার মধ্যে বাংলা শব্দতত্ত্বের একটা আলোচনা ছিল। তাহার উৎপত্তির কারণটা এই। ডাক্তার স্কটের একটি কন্যা আমার কাছে বাংলা শিখিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বাংলা বর্ণমালা শিখাইবার সময় গর্ব করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আমাদের ভাষায় বানানের মধ্যে একটা ধর্মজ্ঞান আছে, পদে পদে নিয়ম লংঘন করাই তাহার নিয়ম নহে। তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম, ইংরেজি বানানরীতির অসংযম নিতান্তই হাস্যকর, কেবল তাহা মুখস্থ করিয়া আমাদিগকে পরীক্ষা দিতে হয় বলিয়াই সেটা এমন শোকাবহ। কিন্তু আমার গর্ব টিকিল না। দেখিলাম, বাংলা বানানও বাঁধন মানে না, তাহা যে ক্ষণে ক্ষণে নিয়ম ডিঙাইয়া চলে অভ্যাসবশত এতদিন তাহা লক্ষ্য করি নাই। তখন এই নিয়ম-ব্যতিক্রমের একটা নিয়ম খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইউনিভার্সিটির কলেজের লাইব্রেরিতে বসিয়া এই কাজ করিতাম। লোকেন এই বিষয়ে আমাকে যে সাহায্য করিত তাহাতে আমার বিস্ময় বোধ হইত।'

ডাক্তার স্কটের তিন কন্যার মধ্যে ছোট দুজনই ভারতবর্ষীয় এই তরুণ অতিথির প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। এই দুয়েরই একজন বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ করে কবির কাছে সেই বিদেশি ভাষা শিখতে যথেষ্ট মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন। ছাত্রীকে ভাষা শিক্ষাদানে কবি যে কিছুমাত্র ফাঁকি দেননি তা তাঁর সেই সময়কার পরিশ্রমসাধ্য হোমওয়ার্ক থেকেই সুস্পষ্ট ঠাহর হয়। বিলেতে যদি রবীন্দ্রনাথ আর কিছুদিন থাকতেন তো লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের লাইব্রেরি কক্ষে বসে ওই তরুণ বয়সেই তিনি একখানা বড়সড়ো বাংলা উচ্চারণকোষ প্রস্তুত করে ফেলতে পারতেন। তাহলে বাংলা অভিধান সংকলনের ইতিহাসেও তাঁর নামটি চিরকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে থাকত।

পরবর্তীকালে এক আলাপচারিতায় রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমার রায়কে বলেছিলেন, 'আমি বিলেতে প্রথমে যে ডাক্তার পরিবারে অতিথি হয়ে ছিলাম, তাঁর দুটি মেয়েই যে আমাকে ভালোবাসত একথা আজ আমার কাছে একটুও ঝাপসা নেই—কিন্তু তখন যদি ছাই সেকথা বিশ্বাস করবার এতটুকুও মরাল কারেজ থাকত।'

যাইহোক, পিতার নির্দেশে লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে পাঠ অসম্পূর্ণ রেখেই রবীন্দ্রনাথকে স্বদেশে ফিরে আসতে হয়। অসমাপ্ত থেকে যায় তাঁর বাংলা উচ্চারণ সংক্রান্ত অনুসন্ধানী গবেষণাও। অজস্র উদাহরণ সংগ্রহ করে খাতার পাতা ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। বাংলা উচ্চারণের অনিয়মের মধ্যে নিয়ম আবিষ্কারে ব্রতী

হয়েছিলেন। 'এই সকল উদাহরণ এবং তাহার টীকায় রাশি রাশি কাগজ পুরিয়া গিয়াছিল।'

কিন্তু কাজ শেষ করার অবসর না পেয়েই ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে আসতে হল। সঙ্গে নিয়ে এলেন 'ভগ্নহৃদয়' পাণ্ডুলিপি।

বিলেতে যে কাজ অসমাপ্ত রেখে ফিরে আসতে হয়েছিল, দেশে ফিরে সেই কাজে ক্রমে ক্রমে আবার হাত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'বালক'-এ যার সূচনা, বার্ধক্যেও তা থেকে তিনি সরে আসেননি।

বাংলা ভাষাতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথকে সুনীতিকুমার 'একজন পাইওনিয়র বা অগ্রণী পথিকৃৎ' বলে উল্লেখ করে গিয়েছেন। এবং শব্দতত্ত্বচর্চায় রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার অসামান্যতা সুনীতিকুমার তাঁর ওডিবিএল গ্রন্থের ভূমিকায় সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন।

'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে যে প্রথম বাঙালি মনীষী ভাষা সমস্যার দিকে চোখ ফিরিয়েছিলেন তিনি কবি রবীন্দ্রনাথ। ভাষাতত্ত্বের অনুরাগীদের কাছে শ্লাঘার বিষয় এই যে, ইনি একদিকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক এবং সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি ও দ্রষ্টা। অন্যদিকে, একজন তীক্ষ্ণধী ভাষাতাত্ত্বিক, যিনি ভাষারহস্যের সত্য সন্ধানে প্রগাঢ় নিষ্ঠাবান এবং আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদগণের বিচারপদ্ধতি ও আবিষ্কারসমূহের গুণগ্রাহী। বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান, বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ, বাংলা বিশেষ্য পদ ও অন্যান্য বিষয়ের উপর রবীন্দ্রনাথের গবেষণা কয়েকটি প্রবন্ধের আকারে বাহির হয়।'

সুনীতিবাবুর এই বই প্রস্তুত করতে সময় লেগেছিল বারো বছর। অর্থাৎ ১৯১৪ সাল নাগাদ কাজ শুরু করেন। এরই পাঁচ বছর আগে রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব' বই প্রকাশিত হয়েছে, যার রচনাগুলি তার পূর্বেই 'বালক' 'সাধনা' 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় মুদ্রিত হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। শুধু সুনীতিবাবুই নন, রবীন্দ্রনাথের শব্দতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাদি পড়ে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলেন তিন বাংলা অভিধান প্রস্তুতকারক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজশেখর বসু। বাংলা অভিধান শাখাটি আজ যে সমৃদ্ধ স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে তার পিছনে প্রচ্ছন্নভাবে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি, তিনি রবীন্দ্রনাথ।

কেবল শব্দাবলির সংকলন ও তার অর্থনিরূপণ অভিধানকর্তার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। সুতরাং বাংলা ব্যাকরণে অপণ্ডিত কোনও ব্যক্তির পক্ষে বাংলা অভিধান প্রস্তুত করা অসম্ভব। ১৮৮৫ সালেই বাঙালি বিদ্বৎসমাজকে সতর্ক ও সচেতন করে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, 'প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্তত করিয়া তাহাকে বাংলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়। বাংলা ব্যাকরণের অভাব আছে, ইহা পূরণ করিবার জন্য ভাষাতত্ত্বানুরাগী লোকের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।' আর এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ পথিকৃৎ হিসাবে যে শ্রম স্বীকার করেছেন তার কোনও তুলনা হয় না। কোনও একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য 'দীনেশবাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, হ্যর্নলে সাহেবের গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ, কেলগ সাহেবের হিন্দি ব্যাকরণ, গ্রিয়র্সন সাহেবের মৈথিলী ব্যাকরণ এবং ডাক্তার ব্রাউনের আসামি ব্যাকরণ' তিনি অবলম্বন করেছিলেন। ১৮৯৮ সালে লেখা প্রবন্ধটির নাম 'বাংলা বহুবচন'।

সংস্কৃত ব্যাকরণবিধির শাসন থেকে বাংলা ব্যাকরণকে রবীন্দ্রনাথ মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাই প্রাকৃত বাংলার প্রকৃতি সন্ধানে কবির তৎপরতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শুধু বাংলা বহুবচন নয়, সম্বন্ধ পদ, উপসর্গ, শব্দদ্বৈত, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, কৃৎ এবং তদ্ধিত ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর গভীর অনুসন্ধানী গবেষণা ও তার তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা এই বিষয়ে আমাদের চিন্তার সরণিতে মৌলিক আলোকসম্পাত করেছে।

প্রতিশব্দ নির্মাণ ও সংকলনের কাজটিও রবীন্দ্রনাথের আরেক মস্ত আভিধানিক কীর্তি। ইদানীং সব বাংলা অভিধানের পরিশিষ্টে পারিভাষিক শব্দাবলি সংযোজিত হতে দেখি। ইংরেজি শব্দের বঙ্গানুবাদের এই কাজে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাই ছিল সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০ সালে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় তিনি ইংরেজি শব্দের বাংলা অনুবাদের এক সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করেন। এই তালিকার বাইরেও সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যজুড়ে বহু সংখ্যক ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এইসব প্রতিশব্দের অনেকগুলিই কবির নিজের সৃষ্টি। বানান নিয়েও রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল নিজে ভেবেছেন, অন্যকেও ভাবিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নানা পত্রিকায় কবি অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন এবং আলোচনা ও বাদ-প্রতিবাদ করেছেন।

সে যাইহোক, কবির বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ক প্রীতির মূলে কিন্তু বসে আছেন সেই ইংরেজকন্যা।

জনমন জনমত

চৈত্র সেল যেন আবেগের নাম

'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'- কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় এই কথাগুলো বলেছিলেন বসন্তকে নিয়ে। সত্যিই বসন্ত শুধু প্রকৃতির শেষ ঋতু নয়, এই বসন্তেই একদিকে দোল উৎসব, অন্যদিকে চৈত্র সংক্রান্তি যেন এক অন্য মাত্রা বহন করে।

চৈত্র মাস এলেই দোকানে দোকানে শুরু হয় চৈত্র সেলের হিড়িক। কোনও দোকানে শতকরা পনেরো বা কোনও দোকানে দশ শতাংশ ছাড় দেয়। ফলে দোকানে দোকানে শুরু হয় সেলের জিনিস কেনার ভিড়। কত মানুষের কয়েক মাসের রুটিরুজির সংস্থান হয়ে যায় এই চৈত্র সেলের বাজারে। চৈত্র সেলের দিনগুলোতে দোকানে বেচাকেনাতে যেন জনজোয়ার দেখা যায়। চৈত্র মাস এলেই চৈত্র

সেল কথাটি বড় বেশি মনে পড়ে। সময় যতই বদলাক, শপিং মল ও অনলাইন শপিংয়ের ভিড়ে আজও অনেক মানুষকে দেখা যায় রাস্তার পাশে চৈত্র সেল থেকে জিনিস কিনতে।

শংকর সাহা
পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

সাহিত্যচর্চায় অশনিসংকেত

অতি সম্প্রতি বন্ধ হয়ে গেল শিবমন্দিরের অতি পরিচিত স্টল থেকে ম্যাগাজিন (পত্রিকা) বিক্রয়। সাহিত্য পত্রিকার প্রতি আগ্রহ ও পাঠকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমছিল। পত্রিকা ব্যবসা কোনওমতেই লাভজনক ছিল না। সুতরাং ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে পত্রিকা বিক্রি বন্ধ করে দেওয়া কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

অথচ শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করে আঠারোখাই অঞ্চলের আনুমানিক জনসংখ্যা ৫০ হাজারেরও বেশি। উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম, সর্ববৃহৎ ও মর্যাদাপূর্ণ উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এখানেই অবস্থিত। অনতিদূরে রয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। রয়েছে একটি শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়। একটি আঞ্চলিক ভাষা আকাদেমিও স্থাপিত হয়েছে। রয়েছে দুটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার যা দীর্ঘদিন বন্ধ। অতএব বহুসংখ্যক শিক্ষানুরাগী ও বিদ্যানুরাগীদের বাসস্থান শিবমন্দির। সঙ্গে অগণিত সাহিত্যের ছাত্রছাত্রী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে নিয়মিত বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। অনুতাপের বিষয়, বিদ্যাচর্চার এই গৌরবময় কেন্দ্রে এখন অগ্রিম অর্ডার ব্যতীত 'দেশ' পত্রিকা পাওয়া যায় না। খুব সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয়ে সবেধন নীলমণির মতো মাত্র দুজন নিয়মিত এটি কেনেন এবং

আরও একটি 'দেশ' রাখা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে। অত্যন্ত দুঃখজনক বিস্ময়কর পরিসংখ্যান সন্দেহ নেই।

বলা হয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি জাতির মেরুদণ্ড। আশ্চর্যজনকভাবে সাহিত্য পত্রিকার পাঠক কমে যাওয়া একটি বিতর্কিত প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দেয়- সাহিত্যর গুণগত মানের অবনতি নাকি শিক্ষক ও বিদ্যানুরাগীদের সাহিত্যচর্চার প্রতি উদাসীনতা ও অনীহা- কোনটি? উত্তর খোঁজার দায়িত্ব শিক্ষক সহ সকল শিক্ষিত দায়িত্বশীল মানুষের। অবহেলিত সাহিত্য কোনও সুস্থ সমাজের মানদণ্ড হতে পারে না।

অত্যন্ত গৌরবের ও আনন্দের বিষয়, সাহিত্যের এমন সংকটকালে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' উত্তরবঙ্গের আট জেলাজুড়ে সাহিত্য মেধার অন্বেষণে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ শুরু করেছে। নিশীথের অন্ধকার সরিয়ে সাহিত্য আবার স্বমহিমায় আবির্ভূত হবে এই আশা রাখি।

স্মরজিৎ ঘোষ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

হিন্দু হস্টেল : সম্প্রীতির আলোকবর্তিকা

হিন্দু হস্টেল শুধু একটি আবাসন নয়, এটি একটি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, যেখানে সহাবস্থান, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের আদর্শ যুগ যুগ ধরে লালিত হয়ে আসছে। এখানে ধর্ম কখনও বিভেদের কারণ হয়নি, বরং ভিন্ন ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ একসঙ্গে বসবাস করে গড়ে তুলেছে এক অনন্য বন্ধন।

হিন্দু হস্টেলের এই মেলবন্ধন সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে উৎসবের সময়। যেমন সরস্বতীপুজোর সময় রাজিবুল, সহিদুল, সুফি, ইলিয়াসরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিমা আনা থেকে শুরু করে প্যান্ডেল সাজানো, প্রসাদ বিতরণ এবং আরতিতে অংশগ্রহণ পর্যন্ত সবকিছুই করে। একইভাবে ইফতারের সময় অভিজিৎ, সুমন, চয়ন, রাহুলরা সমান উৎসাহে পর্দার পেছনে কাজ করে, ইফতার সামগ্রী প্রস্তুত করে এবং সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে ইফতার করে। এরই নিদর্শন হিসেবে

১৯ মার্চ ইফতারের আয়োজন করা হয়েছিল হিন্দু হস্টেলে। এখানে ধর্মীয় উৎসব শুধু একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নয়- এটি সবার, যারা একসঙ্গে বাস করে, একসঙ্গে খায়, একসঙ্গে হাসে এবং একসঙ্গে পথ চলা শিখেছে।

কেউ কেউ ধর্মকে ব্যবহার করে বিভেদের দেওয়াল তুলতে চায়, সমাজে হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়াতে চায়। কিন্তু হিন্দু হস্টেল তাদের সেই সুযোগ কখনোই দেয়নি, আর ভবিষ্যতেও দেবে না। কারণ এখানে সম্প্রীতি শুধুমাত্র একটি আদর্শ নয়, এটি বাস্তব জীবনের প্রতিচিত্র।

হিন্দু হস্টেল শুধুই একটি আবাসন নয়, এটি এক ঐতিহ্য, যেখানে ধর্ম নয়, মানুষের বন্ধনই প্রধান। এটি একতার প্রতীক, সহাবস্থানের নিদর্শন, আর সৌহার্দ্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যা ভবিষ্যতেও একইভাবে আলো ছড়িয়ে যাবে।

মহঃ আহাসান হাবিব
নজরপুর, চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর।

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৯৮

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। ধোঁকাবাজি, ধোঁকাবাজির সমার্থক ৫। যা গতিশীল, ৬। বাহিরসমুদ্র ৮। তিন ফোঁটাযুক্ত তাস ৯। তান্ত্রিক, মারণমন্ত্রবিশেষ, শর, তির ১১। কচি ডালিম, ডালিমের কুঁড়ি ১৩। শিশু, ছানা, বাচ্চা ১৪। ঝকমকে অবস্থা, দীপ্তি।

উপর-নীচ : ১। বিষধর সাপ, শঙ্খচূড় ২। তীর্থস্থান, গৃহ, আধার ৩। মন ভোলানো সৌন্দর্য, সংগীতের রাগিণীবিশেষ ৪। নির্লজ্জ ৬। জল, হাতি বাঁধবার দড়ি কিংবা জায়গা ৭। চারটি দিকের অন্যতম ৮। অন্ধকার, চোখের রোগবিশেষ ৯। বালুকার-এর ভিন্নরূপ ১০। সবুজ রঙের মণি ১১। আদিপুরুষ ১২। পুরাণ-পাঠক, বক্তাও ১৩। ক্ষত্রিয় বংশবিশেষ।

সমাধান ■ ৪০৯৭

পাশাপাশি : ১। হাতটান ৩। রবাব ৫। পালটাপালটি ৬। বাইতি ৭। দাম্ভিক ৯। সংবৎসর ১২। ঘণ্টিকা ১৩। নিপাতন।

উপর-নীচ : ১। হাবাগোবা ২। নওল ৩। রণপা ৪। বধূটি ৫। পাতি ৭। দার ৮। কবিগান ৯। সংঘ ১০। বর্তিকা ১১। সজনি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

রাষ্ট্রসংঘে ফের পাকিস্তানকে কড়া বার্তা

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে আবারও কাশ্মীর ইস্যু তুলেছিল পাকিস্তান। এর জবাবে ভারত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাকিস্তানকে অবশ্যই তার দখল করা অংশ ছেড়ে দিতে হবে।

রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পার্বতনেনি হরিশ বলেন, পাকিস্তানের এই বারবার কাশ্মীর প্রসঙ্গ তোলার কোনও ভিত্তি নেই। এর মাধ্যমে তাদের অবৈধ দাবি বা সীমান্ত পার থেকে চালানো সন্ত্রাসবাদের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাঁর কথায়, 'জম্মু ও কাশ্মীর ভারতেরই ছিল, আছে এবং থাকবে। পাকিস্তান যে অবৈধভাবে কাশ্মীরের একটি অংশ দখল করে রেখেছে, তা ছেড়ে দিতে হবে। তারা যেন রাষ্ট্রসংঘের এই মঞ্চকে নিজেদের সংকীর্ণ ও বিভেদমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে।'

সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের বিশেষ সহকারী সৈয়দ তারিক ফাতেমি রাষ্ট্রসংঘের আলোচনায় কাশ্মীর ইস্যু তোলেন।

ভারত-চিনের হস্তক্ষেপের আশঙ্কা কানাডার

অটোয়া ও নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : কানাডার আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে ভারত এবং চিন নাক গলাতে পারে বলে সোমবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে দেশের গোয়েন্দা সংস্থা সিএসআইএস। ২৮ এপ্রিল কানাডায় সাধারণ নির্বাচন। তা নিয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠকে সিএসআইএসের ডেপুটি ডিরেক্টর অফ অপারেশন ভ্যানেসা লয়েড জানান, কিছু শত্রুমনোভাবাপন্ন স্টেট অ্যাক্টর নির্বাচনি প্রক্রিয়ার ঘোলা জলে মাছ ধরতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করছে। তাঁর সাফ কথা, নিজেদের ভূরাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য কানাডার বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করার মতো ক্ষমতা এবং উদ্দেশ্য দুটোই রয়েছে ভারত সরকারের। অপরদিকে নির্বাচনের সময় কানাডার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নাক গলানোর জন্য চিন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন লয়েড। ভারত অবশ্য কানাডার আশঙ্কা পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক সাফ জানিয়ে দিয়েছে, এই ধরনের দাবির কোনও ভিত্তি নেই। কানাডা বরং ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানো থেকে বিরত থাকুক।

টেক্সাসে মৃত অন্ধ্রের তরুণ

ওয়াশিংটন, ২৫ মার্চ : টানা একটা দিন নিখোঁজ থাকার পর কোল্লি অভিষেকের দেহ মিলল টেক্সাসে। তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলার বাসিন্দা। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র নিবাসী। রবিবার তাঁর দেহ পাওয়া গিয়েছে। পুলিশের সন্দেহ, অভিষেক আত্মহত্যা করেছেন। অভিষেককে শনিবার প্রিন্সটনে শেষ দেখা গিয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিষেক বিবাহিত। গত ছ'মাস তার চাকরি নেই। তাঁর ভাই অরবিন্দ জানিয়েছেন, দাদা আর্থিক কষ্টে ছিলেন। তাঁর দেহ ভারতে নিয়ে এসে শেষকৃত্যের জন্য তহবিল গড়তে লেগে পড়েছেন ভাই অরবিন্দ। ১৮ হাজার মার্কিন ডলার উঠেছে। আমেরিকার তেলুগু সম্প্রদায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

বঞ্চনা-উত্তাপে সরগরম সংসদ

তৃণমূলের সুরে সুর কংগ্রেস, ডিএমকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : ১০০ দিনের কাজে পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে মঙ্গলবার লোকসভায় সুর চড়াল তৃণমূল। তাদের সুরে সুর মিলিয়ে তামিলনাড়ু ও কেরলের সঙ্গে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে মোদি সরকারকে নিশানা করল ডিএমকে এবং কংগ্রেস। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর জবাবের প্রতিবাদে লোকসভার ওয়েলে নেমে বিরোধী সাংসদরাও বিক্ষোভ দেখিয়ে ওয়াকআউটও করেন। তার জেরে মুলতুবিও হয়ে যায় লোকসভার অধিবেশন। শুধু লোকসভার অন্দরেই নয়, সংসদের বাইরেও একসুরে কেন্দ্রবিরোধী স্লোগান দিয়েছে ইন্ডিয়া জোটের তিন প্রধান শরিক। ফলে যে বিরোধী ঐক্য নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বারবার প্রশ্ন উঠছিল, মনরেগায় বঞ্চনার প্রতিবাদে সেই ঐক্য ফের চলে আসে সামনের সারিতে। বিরোধীদের অভিযোগ, কেন্দ্র ইচ্ছাকৃতভাবে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিকে মনরেগার অর্থ থেকে বঞ্চিত করছে। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল সহ একাধিক রাজ্যের প্রাপ্য টাকা আটকে রাখা হয়েছে।

সংসদের বাইরে বিক্ষোভে একজোট রাহুল গান্ধি-কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার।

তৃণমূল সাংসদ বাপি হালদার মনরেগা খাতে রাজ্যভিত্তিক বকেয়ার তালিকা এবং গত তিন বছরে কোন রাজ্যকে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তার বিস্তারিত পরিসংখ্যান জানতে চান। জবাবে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি বাংলার বকেয়া প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অর্থের অপব্যবহারের অভিযোগ তোলেন। এই মন্তব্যে ক্ষোভে ফেটে পড়ে তৃণমূল। তারা অভিযোগ তোলে, কেন্দ্র ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলা সহ বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিকে আর্থিকভাবে বঞ্চিত করছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, ৫.৩৭ কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতির মধ্যে ২.৩৯ কোটি টাকার হদিস মিলেছে। বাপি হালদার বলেন, 'যাঁরা দুর্নীতি করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। কিন্তু শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি কেন আটকে রাখা হবে?'

কেরলের কংগ্রেস সাংসদ আদুর প্রকাশ বলেন, 'কেরলের মনরেগা শ্রমিকরা গত তিন মাস ধরে টাকা পাচ্ছেন না। মনরেগায় কেরলের ৮১১ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে।' ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি তামিলনাড়ুর মনরেগা বঞ্চনায় সরব হন। তিনি জানান, গত পাঁচ মাস ধরে তামিলনাড়ুর ৪০৩৪ কোটি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান দাবি করেন, তামিলনাড়ু থেকে পশ্চিমবঙ্গ-রাজ্যকে বঞ্চিত হচ্ছে না। শর্ত পূরণ করলেই বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে। পরে মকরদ্বারের বাইরে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল সাংসদরা। গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে থার্ডক্লাস লোক বলে নিশানা করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'তামিলনাড়ু বা পশ্চিমবঙ্গ যেখানেই বিজেপি বিরোধী সরকার রয়েছে সেখানে ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে দেওয়া হয়েছে।

অন্য গাজা... ইজরায়েলি হামলায় গাজায় মৃতের সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে। এদিকে, সেখানকার পোলিও সেন্টারে চলছে অন্য এক লড়াই। পোলিও আক্রান্ত ইয়ামেন আসফাউর পেয়েছে কৃত্রিম পা। সেই পায়ে ভর করে হাঁটার চেষ্টা ১৩ বছরের কিশোরের। মঙ্গলবার।

প্রয়াত সনজীদা খাতুন

ঢাকা, ২৫ মার্চ : মঙ্গলবার প্রয়াত হলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ তথা ছায়ানটের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি সনজীদা খাতুন। এদিন বেলা ৩টে১০ মিনিটে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালের আইসিইউয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

তাঁর প্রয়াণে বাংলাদেশের শিল্পী, সংস্কৃতিমহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। বিশিষ্ট শিল্পী রিজওয়ানা চৌধুরী বন্যা বলেন, 'শিরদাঁড়া উঁচু করে চলা তাঁর কাছেই শিখেছি। সনজীদা আপার কাছে আমার প্রথম গানে হাতে খরি। আমাদের প্রজন্মের কমবেশি সবাই তাঁর কাছে শিখেছি। শিক্ষক হিসেবে তাঁর সর্বজনীন একটা স্বীকৃতি ছিল।'

দীর্ঘদিন ধরেই সনজীদা ডায়াবিটিস, নিউমোনিয়া এবং কিডনির রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তাঁর প্রয়াণের খবর সংবাদমাধ্যমের কাছে নিশ্চিত করেছেন পুত্রবধূ গায়িকা লাইসা আহমদ লিসা।

১৯৩৩ সালের ৪ এপ্রিল সনজীদার জন্ম হয়। তাঁর বাবা কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক। মা সাজেদা খাতুন গৃহবধূ। ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক হন সনজীদা। ১৯৫৫ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর এবং ১৯৭৮ সালে পিএইচডি পান তিনি। শিক্ষকতা দিয়েই তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। দীর্ঘকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন তিনি। সনজীদা ব্রতচারী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সোহরাব হোসেনের কাছে তিনি শিখেছিলেন নজরুলগীতি, আধুনিক বাংলা গান এবং পল্লিগীতি।

হুসনে বানু খানমের কাছে রবীন্দ্রসংগীত শিখেছিলেন। পরে শৈলজারঞ্জন মজুমদার, আবদুল আহাদ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন সহ আরও অনেকের কাছে তিনি রবীন্দ্রসংগীতের তালিম নিয়েছিলেন। সাহিত্য ও সংগীতশিল্পে সনজীদা খাতুনের প্রেরণার প্রধান উৎস ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর পথ চলার সঙ্গীও ছিলেন। কবিগুরুর জন্মের সার্ধশতবর্ষে দেশিকোত্তম পুরস্কার পেয়েছিলেন সনজীদা। রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য সনজীদার প্রেরণার সার্থক প্রকাশ ছিল ছায়ানট-মহীরুহ। গত শতকের ষাটের দশকে ছায়ানট হয়ে উঠেছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক যাত্রার দিশারি সংগঠন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রত্যাঘাতের সময় ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রেও ছায়ানট ছিল অবিচল।

উত্তরপ্রদেশে বুলডোজারে সুপ্রিম ক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : উত্তরপ্রদেশে আইনজীবী, অধ্যাপক সহ অন্তত পাঁচজনের বাড়ি নোটিশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গুঁড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় সুপ্রিম কোর্ট তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। আদালত বলেছে, 'এই ধরনের কার্যকলাপ ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে শুধু তা-ই নয়, চরম আহত করে আদালতের বিবেককেও।'

২০২১ সালে প্রয়াগরাজে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, 'যদি যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া না মানা হয়, তাহলে আমরা তা মেনে নেব না।' শীর্ষ আদালতের ইঙ্গিত, মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হতে পারে।

শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, যদি আবেদনকারীরা হলফনামা দিয়ে নিশ্চিত করেন, তাঁরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আপিল করবেন এবং জমির মালিকানা অন্য কারও কাছে হস্তান্তর করবেন না, তাহলে তাঁদের বাড়ি পুনর্নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হতে পারে। তবে যদি তাঁদের আপিল খারিজ হয়, তাহলে বাড়িগুলি ফের তাঁদেরই খরচে ভেঙে ফেলা হবে।

আগের শুনানিতেও আদালত বলেছিল, 'এই ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ আইনের শাসনের পরিপন্থী এবং ভুল বার্তা দেয়।' সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রতিটি নাগরিকের জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে, যা এই ধরনের নির্বিচার উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লঙ্ঘিত হয়েছে।

বিজাপুরে সংঘর্ষে মৃত্যু তিন মাওবাদীর

রায়পুর, ২৫ মার্চ : ছত্তিশগড়ে মাওবাদী দমন অভিযানে ফের সাফল্য মিলল নিরাপত্তাবাহিনীর। মঙ্গলবার সকালে দান্তেওয়াড়া এবং বিজাপুর জেলার সীমানায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে তিন মাওবাদী নিহত হয়। গত পাঁচদিনে এই নিয়ে তৃতীয় অভিযানে সাফল্য পেল নিরাপত্তাবাহিনী।

ছত্তিশগড় পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রে আগে থেকেই খবর ছিল, দান্তেওয়াড়া এবং বিজাপুর সীমানার জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে মাওবাদীরা। খবরের ভিত্তিতে এলাকায় চিরুনিতল্লাশি শুরু করে নিরাপত্তাবাহিনী। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। সকাল ৮টা নাগাদ শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ। নিরাপত্তারক্ষীদের লক্ষ্য করে মাওবাদীরা গুলি চালাতে শুরু করলে পালটা গুলি চালায় তারাও। গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয় অন্তত তিন মাওবাদীর। এখনও পর্যন্ত নিহত তিন মাওবাদীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে বেশ কয়েকটি বন্দুক এবং বিস্ফোরকও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

তেলেঙ্গানার সুড়ঙ্গে দ্বিতীয় দেহ উদ্ধার

হায়দরাবাদ, ২৫ মার্চ : দু'সপ্তাহ আগে আটকে থাকা এক শ্রমিকের দেহ উদ্ধার হয়েছিল। মঙ্গলবার দ্বিতীয় দেহ মিলল তেলেঙ্গানার সুড়ঙ্গ থেকে! খননকারী যন্ত্র দিয়ে ওই সুড়ঙ্গের মধ্যে খোঁড়ার সময় কনভেয়র বেল্ট থেকে ৫০ মিটার দূরে একটি দেহ দেখতে পান উদ্ধারকারীরা। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভোরে খোঁড়াখুঁড়ির সময় এক শ্রমিকের দেহ দেখতে পাওয়া যায়। তবে তাঁর পরিচয় এখনও নিশ্চিত নয়। দুই শ্রমিকের দেহ উদ্ধার হলেও এখনও ছ'জন নিখোঁজ।

ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া বলেও 'সংযত' শিন্ডে

মুম্বই, ২৫ মার্চ : আরও ঘোঁট পাকাল 'গদ্দার' বিতর্ক। একদিকে ক্ষমা না চাওয়ার তত্ত্বে অনড় স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান কুণাল কামরা, অন্যদিকে শিবসেনা প্রধান একনাথ শিন্ডেকে নিয়ে মন্তব্যের জন্য তাঁকে একযোগে নিশানা করেছে গেরুয়া শিবির। শিবসেনার সঙ্গে তাল রেখে কুণালের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন বিজেপি নেতারা। বর্তমানে তামিলনাড়ুবাসী কুণালকে হাজিরার জন্য নোটিশ পাঠিয়েছে মুম্বই পুলিশ। সব মিলিয়ে কৌতুক বনাম রাজনীতির সংঘাত বেনজির পর্যায়ে পৌঁছেছে।

দু'দিন চুপ থাকার পর কুণাল কামরার 'গদ্দার' মন্তব্য নিয়ে মুখ খুলেছেন খোদ একনাথ শিন্ডে। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে শিবসেনা ও বিজেপির অন্য নেতাদের চেয়ে 'সংযত' প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন তিনি। মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মতে, কৌতুক নিয়ে তাঁর আপত্তি নেই। তবে সবের একটা সীমা থাকে। সেই সীমা লঙ্ঘন করেছেন কুণাল কামরা। তাঁর কথায়, 'সবকিছুর একটা মাত্রাজ্ঞান থাকা উচিত। নয়তো ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হবেই। বাকস্বাধীনতা রয়েছে। আমরা ব্যঙ্গ বুঝি। কিন্তু তারও একটা সীমা থাকে। এটা যেন কারও বিরুদ্ধে বলার জন্য সুপারি নেওয়ার মতো ব্যাপার।'

শিন্ডের প্রতিক্রিয়া কিছুটা নীচু তারে বাঁধা হলেও তাঁর দলের নেতাদের সুর ক্রমশ চড়ছে। শিবসেনা নেতা তথা মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী রঘুনাথ পাতিল বলেন, '(কুণাল কামরা) ক্ষমা না চাইলে আমরা আমাদের মতো করে ওঁকে বোঝাব। শিবসেনা ওঁকে ছাড়বে না। আমরা এই অপমান ভুলব না। যখনই গোপন

কুণাল কাণ্ড

আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসবেন, বুঝতে পারবেন শিবসেনার ক্ষমতা কতটা।'

কুণালকে নিশানা করেছেন বিজেপির অভিনেত্রী সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াতও। তাঁর কথায়, 'কুণাল কামরার মতো লোকের কী যোগ্যতা রয়েছে? তিনি কীভাবে একনাথ শিন্ডের মতো একজন নেতার সমালোচনা করতে পারেন? কৌতুকের আড়ালে একজনকে হেয় করেছেন। অটোচালক থেকে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন শিন্ডে। তাঁর কৃতিত্বকে অবজ্ঞা করা যায় না।'

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, 'এটা দুর্ভাগ্যজনক যে কিছু মানুষ বাকস্বাধীনতাকে জন্মগত অধিকার হিসেবে বিবেচনা করেছেন, যাতে দেশকে আরও বিভক্ত করা যায়।' কুণালের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। শাসক শিবির আক্রমণ শানালেও নিজের অবস্থানে অনড় কুণাল। বারবার বিতর্কে জড়ানো কৌতুক অভিনেতা জানিয়েছেন, তাঁর ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন নেই।

কারণ, শিন্ডে সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, সেইসব কথা একসময় এনসিপি নেতা অজিত পাওয়ারও বলেছিলেন। বিজেপি ও শিবসেনার সঙ্গে জোট বেঁধে এখন মহারাষ্ট্রে সরকারে রয়েছে অজিত পাওয়ারের দল। সামাজিক মাধ্যমে করা এক পোস্টে কুণাল লিখেছেন, 'আমি ক্ষমা চাইব না। আমি যা বলেছি, সেকথা অজিত পাওয়ারও (প্রথম উপমুখ্যমন্ত্রী) একনাথ শিন্ডে (দ্বিতীয় উপমুখ্যমন্ত্রী) সম্পর্কে বলেছিলেন। আমি ভিড়কে ভয় পাই না এবং খাটের নীচে লুকোব না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকব না।'

ভার্মার বদলির প্রতিবাদে কর্মবিরতি

প্রয়াগরাজ, ২৫ মার্চ : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত ভার্মাকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলি করা হয়েছে। সেই বদলি ঠেকাতে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশন। এক বিচারপতির বদলির বিরোধিতায় আইনজীবী সংগঠনের এই নজিরবিহীন পদক্ষেপে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে নিজেদের অবস্থানে অনড় আইনজীবীরা। তাঁদের বক্তব্য, নগদ কাণ্ডে নাম জড়িয়েছে বিচারপতি ভার্মার। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। এমন একজন বিচারপতির এজলাসে সওয়াল করবেন না আইনজীবীরা।

বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অনিল তিওয়ারি জানান, আইনজীবীদের পাশাপাশি এলাহাবাদ হাইকোর্টের কর্মীরাও বিচারপতি ভার্মার নিয়োগের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। আইনজীবী ও কর্মীদের ২২টি সংগঠন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে এ ব্যাপারে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'শুরু থেকে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আজ গোটা ভারতে আইনজীবীরা এই লড়াইয়ে শামিল হয়েছেন। কোনও সমাধান না মেলা পর্যন্ত আমরা কাজ করব না। ফলাফল যাই হোক না কেন।'

সূত্রের খবর, মঙ্গলবারই এলাহাবাদ হাইকোর্টে কাজে যোগ দেওয়ার কথা বিচারপতি ভার্মার। কিন্তু আইনজীবীদের ক্ষোভ তথা বার অ্যাসোসিয়েশনের কর্মবিরতির কারণে সেই প্রক্রিয়ায় অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

দিনকয়েক আগে বিচারপতি ভার্মার দিল্লির বাসভবন থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ উদ্ধার হয়। সেই টাকা কোথা থেকে এল, সেই ব্যাপারে আলোকপাত করতে পারেননি বিচারপতি। তাঁর দাবি, ওই টাকা তাঁর নয়। এজন্য পরোক্ষে পূর্ত দপ্তরের দিকে আঙুল তুলেছেন তিনি। বিচারপতি ভার্মার যুক্তি, বাড়িতে আগুন লাগার সময় তিনি সেখানে ছিলেন না। বাসভবনের চাবি ছিল পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে।

এদিকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নির্দেশে বিচারপতিদের তদন্ত কমিটি গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে। বিচারপতি ভার্মার ফোনকলের তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছে কমিটি। খতিয়ে দেখা হচ্ছে দিল্লির এক দমকলকর্তা এবং ৫ পুলিশ আধিকারিকের ভূমিকা। ওই আধিকারিকদের সঙ্গে বিচারপতি ভার্মা বা তাঁর কোনও ঘনিষ্ঠের যোগাযোগ ছিল কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মদ্যপান নিয়ে স্বাস্থ্যবিমায় হুঁশিয়ারি

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : মদ্যপানের অভ্যাস থাকলে স্বাস্থ্যবিমা সংস্থার কাছে তা গোপন করলে পরে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। এ ক্ষেত্রে কেউ মদ্যপানজনিত সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে, তাঁর বিমার টাকার আবেদন খারিজ করে দিতে পারে সংস্থা। সম্প্রতি এমনটাই জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

মামলাটি প্রথমে উপভোক্তা

বিষয়ক দপ্তর এবং জাতীয় উপভোক্তা কমিশনে বিবেচনাধীন ছিল। সেখানে বিমা সংস্থার বিরুদ্ধেই রায় যায়। ওই সময়ে বিমা সংস্থাকে ৫,২১,৬৫০ টাকা এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় বিমা সংস্থা। সেই মামলায় উপভোক্তা কমিশনের নির্দেশকে খারিজ করে দিয়েছে আদালত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, 'মদ্যপানের কথা আড়াল করলে ওই অভ্যাস সংক্রান্ত সমস্যায় চিকিৎসার জন্য বিমার টাকার আবেদন খারিজ করতে পারে সংস্থা।'

শিশমহল খোঁচা রেখার

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : দীর্ঘ প্রায় ২৮ বছর পর দিল্লির মসনদ দখল করেছে বিজেপি। প্রায় তিনদশক পর দিল্লির জন্য বাজেট পেশ করতে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং তাঁর দল আপকে দুর্নীতির খোঁচা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। মঙ্গলবার ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য ১ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেন তিনি। বিরোধী দলকে বিঁধে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনাদের সঙ্গে আমাদের প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। আপনারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমরা সেগুলি পূরণ করব। আপনারা অন্য রাজ্যের সরকারকে গালিগালাজ দিয়েছিলেন। আমরা অন্য রাজ্যের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করব। আপনারা শিশমহল তৈরি করেছিলেন। আমরা গরিবদের জন্য ঘর তৈরি করব। আপনারা

দিল্লি বাজেট

লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সোনার শৌচাগার তৈরি করেছিলেন। আমরা গরিব মানুষদের জন্য শৌচাগার করব।' দিল্লির জন্য এদিন বাজেটে একাধিক ঘোষণা করেন রেখা গুপ্তা। মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন, দিল্লির পর্যটনশিল্পের প্রসারের মতো একাধিক ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে রেখার বাজেটে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটা কোনও সাধারণ বাজেট নয়। দিল্লিকে উন্নত করার প্রথম পদক্ষেপ হল এটা। গত ১০ বছর নষ্ট হয়েছে। উন্নয়নের সমস্ত ক্ষেত্রে দিল্লি পিছিয়ে গিয়েছে। আগের সরকার দিল্লি শহরের আর্থিক স্বাস্থ্য উইপোকার মতো নষ্ট করেছে।'

যমুনা নদী পরিষ্কারের জন্য ১২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ৫০ হাজার সিসিটিভি মোতায়েন করার পাশাপাশি সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য কমন পাসের ব্যবস্থাও করা হবে।

যুদ্ধের ছক ফাঁস, অস্বস্তিতে ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২৫ মার্চ : ইয়েমেনে হুথি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে আক্রমণ জোরদার করেছে মার্কিন বায়ুসেনা। কিন্তু সেই অভিযান শুরু হওয়ার আগেই হামলার খুঁটিনাটি সংবাদমাধ্যমে ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। কারণ খুঁজতে গিয়ে যা জানা গিয়েছে তাতে চরম অস্বস্তিতে ট্রাম্প প্রশাসন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসনে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা কতটা সুরক্ষিত সেই প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী ডেমোক্র্যাট শিবির। এ নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে খোদ ট্রাম্পকে। তিনি অবশ্য 'আমি কিছু জানি না' বলে গোটা ঘটনার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখেছেন।

মঙ্গলবার হোয়াইট হাউস থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, প্রতিরক্ষা সচিব এবং শীর্ষ স্থানীয় আধিকারিকদের নিয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে ইয়েমেন অভিযান নিয়ে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়। ভুলবশত ওই গ্রুপে দ্য আটলান্টিক ম্যাগাজিনের

সাংবাদিক জেফ্রি গোল্ডবার্গ

প্রধান সম্পাদককে যুক্ত করা হয়েছিল। ফলে যুদ্ধ পরিকল্পনা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য দ্য আটলান্টিকের প্রধান সম্পাদক জেফ্রি গোল্ডবার্গের কাছে ফাঁস হয়ে যায়। সেই খবর পত্রিকায় প্রকাশ করেন তিনি।

জেফ্রি জানিয়েছেন, ১৫ মার্চ ইয়েমেনে হামলা চালায় মার্কিন সেনা। সেই হামলার দু'ঘণ্টা আগে সামরিক প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংশ্লিষ্ট হোয়াটঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করা হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল অস্ত্রের তালিকা, লক্ষ্যবস্তু ও সময় সংক্রান্ত তথ্য। জেফ্রির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '১৫ মার্চ দুপুর ২টোর কিছুক্ষণ আগে বিশ্ব জানতে পারে যে আমেরিকা ইয়েমেনে হুথিদের ওপর বোমাবর্ষণ শুরু করেছে। কিন্তু প্রথম বোমা ফেলার দু'ঘণ্টা আগেই আমি জানতে পেরেছিলাম যে আক্রমণ হতে চলেছে। এর কারণ, প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ সকাল ১১টা ৪৪ মিনিটে আমাকে যুদ্ধ পরিকল্পনাটি টেক্সট করেন। পরিকল্পনায় অস্ত্রের প্যাকেজ, লক্ষ্যবস্তু এবং সময় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য ছিল।'

সাংবাদিকের দাবিতে চাঞ্চল্য ছড়ায় সরকারের অন্দরে। ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন ট্রাম্প। সেই তদন্তেই হোয়াটসঅ্যাপ ভ্রান্তির কথা জানা গিয়েছে। জেফ্রির দাবি ঠিক ছিল বলে মেনে নিয়েছেন ট্রাম্পের প্রতিরক্ষা মুখপাত্র ব্রায়ান হিউজ। ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, বিদেশসচিব মার্কো রুবিও, সিআইএ-র ডিরেক্টর জন র‍্যাটক্লিফ, গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান তুলসী গাবার্ড, ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট, হোয়াইট হাউসের চিফ অফ স্টাফ সুসি ওয়াইলস এবং জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের শীর্ষকর্তারা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

স্বাস্থ্য-শিক্ষায় জুটি শচীন-গেটসের

মুম্বই, ২৫ মার্চ : জুটি বেঁধে সমাজসেবায় নামলেন ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকার এবং মাইক্রোসফটের প্রাক্তন সিইও বিল গেটস। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করতে যাচ্ছেন তাঁরা। সোমবার সন্ধ্যায় শচীন নিজেই সমাজমাধ্যমে এই কথা জানান।

এই নিয়ে সোমবার একটি ভিডিও ভাগ করে নিয়েছেন শচীন। সেখানে স্ত্রী অঞ্জলি ও বিল গেটসকে সঙ্গে নিয়ে দুটি টি-শার্টে স্বাক্ষর করতে দেখা যায় তাঁকে। টি-শার্টের একটি ছিল গেটস ফাউন্ডেশনের, অন্যটি তেন্ডুলকার ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়ার। ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ভালো পরিবেশ তৈরি করার স্বপ্ন নিয়ে শচীন ও অঞ্জলি বানিয়েছিলেন এই ফাউন্ডেশন।

শেয়ার করা ভিডিওটির ক্যাপশনে শচীন লেখেন, 'খেলা আমাদের টিমওয়ার্ক শেখায়, জীবনেও

সেটা অত্যন্ত জরুরি।' ভিডিওটি প্রকাশের পর তাতে 'লাইক' দেন মাইক্রোসফটের বর্তমান সিইও সত্য নাদেলাও। অনেকেই ভেবেছিলেন এটি কোনও প্রযুক্তিভিত্তিক প্রকল্পের অংশ। কিন্তু পরে জানা যায় শচীনদের উদ্যোগ নিছক মানবকল্যাণমূলক।

ভিডিওতে শচীন ও গেটস মজার ছলে একটি নতুন খেলার কথা জানান, যার নাম 'ক্রেনিস'। এই খেলাটি ক্রিকেট ও টেনিসের সংমিশ্রণ। গেটস টেনিস খেলার ভঙ্গিতে ব্যাট ধরার সময় শচীন হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'বিল, আমি বলেছিলাম ক্রেনিস—একটু ক্রিকেট, একটু টেনিস!'

অন্যদিকে গেটসও অন্য একটি ভিডিও শেয়ার করেন, যেখানে মুম্বইয়ের রাস্তায় বেঞ্চে বসে তাঁকে দেখা যাচ্ছে শচীনের সঙ্গে 'বড়া পাও' খেতে। ভিডিওর শেষে লেখা ছিল, 'সার্ভিং সুন।'

বহির্জাত প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ভূমিরূপ

এপ্রিলের শুরুতেই এই বছরের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন আরম্ভ হতে চলেছে। এই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্তর্গত প্রথম অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায় থেকে সংক্ষিপ্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর আলোচনা করা হল।

সজল মজুমদার, *শিক্ষক*
বালাপুর উচ্চবিদ্যালয়
তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর

১) পর্যায়ন কাকে বলে?
উত্তর : ক্ষয়, পরিবহণ এবং সঞ্চয় কাজের মাধ্যমে অসমতল ও বন্ধুর ভূপ্রকৃতি সমতলভাগে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে পর্যায়ন বলে। এক কথায় বলা যায়, অবরোহণ এবং আরোহণের সম্মিলিত ফল হল পর্যায়ন।

২) ড্রামলিন কাকে বলে?
উত্তর : হিমবাহ অধ্যুষিত বোল্ডার ক্লে অঞ্চলে হিমবাহ বাহিত সঞ্চয়ের দ্বারা সৃষ্ট উলটানো নৌকা বা চামচের মতো যেসব ঢিবি পাদদেশে তৈরি হয় তাদের এক কথায় ড্রামলিন বলে।

৩) নদীর ষষ্ঠঘাতের সূত্র কী?
উত্তর : নদীবাহিত ক্ষয়জাত পদার্থের পরিমাণ নদীর গতিবেগের ষষ্ঠঘাতের সমানুপাতিক। নদীর গতিবেগ দ্বিগুণ হয়ে গেলে তার বহন ক্ষমতা ৬৪ গুণ বৃদ্ধি পায়। গতিবেগের সঙ্গে নদীর বহন ক্ষমতার এই অনুপাতকে ষষ্ঠঘাতের সূত্র বলে।

৪) লোয়েস সমভূমি কী?
উত্তর : বায়ুর পরিবহণ ও অবক্ষেপণের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল লোয়েস সমভূমি। লোয়েস কথাটির অর্থ স্থানচ্যুত বস্তু। ০.০৫ মিমির কম ব্যাসযুক্ত অতি সূক্ষ্ম বালুকণা বা মাটির কণা বায়ুর দ্বারা পরিবাহিত হয়ে দূরবর্তী কোনও নীচু স্থানে সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমি গঠন করে তাকে লোয়েস সমভূমি বলে।

৫) গ্রাব রেখা কাকে বলে?
উত্তর : পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে হিমবাহ প্রবাহিত হওয়ার সময় ক্ষয় পাওয়া শিলাখণ্ড, নুড়ি, কাঁকর, বালি প্রভৃতি হিমবাহের সঙ্গে বাহিত হয়ে উপত্যকার বিভিন্ন অংশে সঞ্চিত হয়। সঞ্চিত এসব শিলাস্তূপকে গ্রাব রেখা বলে।

৬) পুঞ্জিত ক্ষয় বলতে কী বোঝো?
উত্তর : পার্বত্য ঢাল বরাবর অঞ্চলে শিলার মধ্যে বৃষ্টির জল প্রবিষ্ট হলে মৃত্তিকা ও অন্যান্য শিলাজাত পদার্থ আলগা বা শিথিল হয়ে পড়ে। তখন ওই শিথিল বা আলগা মৃত্তিকা ও শিলাজাত পদার্থ পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের প্রভাবে পাহাড়-পর্বতের ঢাল বরাবর সমষ্টিগতভাবে নিম্নে পতিত হলে বা ভেঙে পড়লে তাকে পুঞ্জিত ক্ষয় বলে।

৭) অবরোহণ প্রক্রিয়া কাকে বলে?
উত্তর : যেসব প্রক্রিয়া দ্বারা ভূপৃষ্ঠের ক্ষয় ও ক্ষয়জাত পদার্থের অপসারণ দ্বারা ভূমিরূপের উচ্চতার হ্রাস ঘটে সেসব প্রক্রিয়াকে একত্রে অবরোহণ প্রক্রিয়া বলে।

৮) নদী গ্রাস কাকে বলে?
উত্তর : কোনও জলবিভাজিকা থেকে নির্গত পরস্পরের বিপরীত দিকে প্রবাহিত দুটি নদী ক্রমশ উৎসমুখী ক্ষয় বা মস্তক ক্ষয় করতে থাকে। কালক্রমে যে নদীটি বেশি শক্তিশালী সেই নদীটি অন্য নদীটির মস্তক দেশের অংশবিশেষ গ্রাস করে। এই ঘটনাকে বলা হয় নদী গ্রাস।

৯) জলবিভাজিকা কী?
উত্তর : যে উচ্চভূমি পাশাপাশি অবস্থিত দুই বা ততোধিক নদী অববাহিকাকে বা নদী গোষ্ঠীকে পৃথক করে, তাকে জলবিভাজিকা বলে।

১০) হিমরেখা কী?
উত্তর : অত্যধিক শীতলতার জন্য যে সীমারেখার উপরে সারাবছর বরফ থাকে এবং যে রেখার নীচে বরফ গলে জলে পরিণত হয়, সেই রেখাকে হিমরেখা বলে।

১১) র‍্যান্ড ক্লাফট কী?
উত্তর : মেরু অঞ্চলে সার্কের পিছনের মস্তক প্রাচীর দিনেরবেলা সূর্যের তাপে উষ্ণ হয়ে তাপ বিকিরণ করে এবং সার্কের হিমবাহ বেশ কিছুটা গলে যায়। ফলে হিমবাহ ও প্রাচীর পৃষ্ঠের মধ্যে একটি ফাঁকের সৃষ্টি হয়। এই ফাঁকা অংশটিকে বলে র‍্যান্ড ক্লাফট।

১২) বার্গস্রুন্ড কী?
উত্তর : পর্বতের খাড়া ঢাল বরাবর হিমবাহ নামার সময় অনেক হিমরাশির টানে পর্বতগাত্র ও হিমবাহের মধ্যে গভীর ও সংকীর্ণ ফাটলের সৃষ্টি হয়। এই ফাটলকে বলে বার্গস্রুন্ড।

১৩) লেভি কী?
উত্তর : নদীতে প্লাবন হওয়ার সময় নদীখাতের ঠিক পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সবাধিক পরিমাণে পলি জমা হয়। এভাবে একাধিকবার পলি সঞ্চিত হতে হতে নদী এবং প্লাবনভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটু বেশি উচ্চতা সম্পন্ন ভূমির সৃষ্টি হয়। একে বলে স্বাভাবিক বাঁধ বা লেভি।

১৪) বাজাদা কাকে বলে?
উত্তর : অবনত ভূমির চারদিকে পর্বতের পাদদেশে সৃষ্ট পলল শঙ্কু বা পলল পাখাগুলি ক্রমশ বিস্তারলাভ করতে করতে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে উচ্চভূমি ও প্লায়া হ্রদের মাঝে যে মৃদু ঢালবিশিষ্ট ভূমি গঠন করে, তাকে বাজাদা বলে।

১৫) নিক পয়েন্ট কী?
উত্তর : ভূমির পুনর্যৌবন লাভের ফলে নদী উপত্যকার নতুন ঢাল ও পুরোনো ঢালের সংযোগস্থলে যে খাঁজ তৈরি হয়, তাকে নিক পয়েন্ট বলে।

১৬) আইস সেলফ বলতে কী বোঝো?
উত্তর : যে পুরু বরফের চাদর বা আস্তরণের একদিক ভূমিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত এবং বাকি অংশ সমুদ্রে ভাসমান থাকে, সেই বরফের আস্তরণকে আইস সেলফ বলে।

১৭) আর্গ কী?
উত্তর : বিশালাকার অঞ্চলজুড়ে কেবলমাত্র বালি দ্বারা গঠিত অঞ্চলকে সাহারা মরুভূমিতে 'আর্গ' বলে। তুর্কিস্তানে একেই 'কুম' বলে।

১৮) ধ্রিয়ান কাকে বলে?
উত্তর : মরু অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহের গতি পরিবর্তনের ফলে বালি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরে যায়। এই ধরনের বালিয়াড়িকে বলে অস্থায়ী বা চলমান বালিয়াড়ি। রাজস্থানের থর মরুভূমি অঞ্চলে এই চলমান বালিয়াড়িকেই ধ্রিয়ান বলে।

১৯) কিউসেক ও কিউমেক কী?
উত্তর : নদীর জলপ্রবাহ পরিমাপ করার একক হল কিউসেক ও কিউমেক। নদীর নির্দিষ্ট অংশ দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যত ঘন ফুট জল পরিবাহিত হয়, তাকে কিউসেক এবং যত ঘন মিটার জল পরিবাহিত হয় তাকে কিউমেক বলে।

২০) ঝুলন্ত উপত্যকা কাকে বলে?
উত্তর : পার্বত্য অঞ্চলে প্রধান হিমবাহ উপত্যকার ওপর দুই পাশ থেকে এসে পড়া উপহিমবাহের উপত্যকাগুলিকে ঝুলন্ত উপত্যকা বলে।

উদাহরণ : বদ্রীনাথ-এর কাছে ঋষিগঙ্গা উপত্যকা, এরকম একটি ঝুলন্ত উপত্যকায় জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছে।

জানার বিষয়

- নদী সংক্রান্ত আলোচনাকে নদীবিদ্যা বা 'পোটামোলজি' বলে।
- ভূমিরূপ বিদ্যায় 'গ্রেড' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ভূ-বিজ্ঞানী গিলবার্ট।
- পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাতটির নাম ভেনেজুয়েলার অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত।
- শিলাময় মরুভূমির নাম হামাদা।
- গ্রেট গ্রিন ওয়ালের সঙ্গে আফ্রিকার ১১টি দেশ জড়িত।
- ভারতের মরুভূমি গবেষণাকেন্দ্র রাজস্থানের যোধপুর শহরে রয়েছে।
- ভারতের একটি শীতল মরুভূমির নাম হল লাদাখ।
- তীক্ষ্ণ আকারের ইয়ারদাংকে নিডিল বলে।
- পেডিপ্লেন ভূমির নামকরণ করেন এল. শি. কিং
- পৃথিবীর বৃহত্তম ফিওডের নাম গ্রিনল্যান্ডের স্কোরশবি সাউন্ড ফিওর্ড।
- দুটি কেটলের মধ্যবর্তী অংশ হল নব।
- ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত একটি নিমজ্জিত দ্বীপের নাম হল নিউমুর।
- মুর্শিদাবাদের মতিঝিল বিখ্যাত অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ।
- ষষ্ঠঘাত সূত্রের প্রবক্তা W. Hopkins
- ছত্তিশগড়ের ইন্দ্রাবতী নদীর চিত্রকূট জলপ্রপাতকে ভারতের নায়াগ্রা বলে।

বিষয় পরিচিতি
জিআইএস

উচ্চমাধ্যমিকের পরেই শুরু হয় বিষয় নির্বাচনের পরিকল্পনা। আর এই পরিকল্পনার ওপরেই নির্ভর করছে ভবিষ্যতের সোপান। গতানুগতিক বিষয় তো রয়েছেই, তার সঙ্গে নতুন বিষয় সম্পর্কেও জেনে রাখা প্রয়োজন। আজকে আলোচনার বিষয় জিআইএস।

ডঃ তুহিন দে রায়
শিক্ষক, ভূগোল বিভাগ
শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়

জিআইএস বর্তমান বিশ্বের অত্যাধুনিক একটি বিষয়। এটি আসলে ভূগোল, মানচিত্রাঙ্কন বিদ্যা, রিমোট সেন্সিং, ভূগণিত, জরিপকার্য, কম্পিউটার বিজ্ঞান, স্থান সংক্রান্ত পরিসংখ্যান, ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি নানাবিধ জ্ঞানের শাখার বা পাঠ্য বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত এক প্রযুক্তি।

ক্রমবর্ধমান বিশ্বে এর চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের কলেজ শিক্ষার পাঠক্রম ছাড়াও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় জিআইএস যুক্ত হয়েছে।

নিম্নলিখিত লেখা স্কুল এবং কলেজ উভয় শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে লেখা হয়েছে -

জিআইএস কী ?

সবার প্রথমেই আমাদের জানতে হবে 'জিআইএস'-এর সংজ্ঞা। 'জিআইএস' হল তিনটি অক্ষরের সমন্বয়। 'জি', 'আই', 'এস'।

আমরা পর্যায়ক্রমে এই তিনটি অক্ষরের অর্থ বোঝার চেষ্টা করব।

'জি'-এর অর্থ কী?

জিআইএস-এর জি হল 'জিওগ্রাফিক'। আমরা যদি একটু ভেঙে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে বুঝতে পারব 'জিও' মানে হল 'ভূ' আর 'জিওগ্রাফিক' কথার অর্থ হল 'ভৌগোলিক'।

এখানে উল্লেখ্য একটা বিষয় রয়েছে 'জিওগ্রাফিক' বলতে অনেকে 'জিও স্পেস' বলেও উল্লেখ করেছেন।

কী এই 'জিও স্পেস'?

'জিও স্পেস' বললে শুধুমাত্র পৃথিবীকে বোঝায় অর্থাৎ 'জিওগ্রাফিক' বা 'জিও স্পেস'-এর আওতায় পড়ে শুধুমাত্র পৃথিবীর স্থলভাগ, জলভাগ, এবং বায়ুমণ্ডল।

'Space' বললে 'পৃথিবী' আসতে পারে আবার 'মঙ্গল' গ্রহও আসতে পারে। কিন্তু 'Geo-Space' বললে শুধুমাত্র 'পৃথিবী' বোঝায়।

এক কথায় বলা যায় জিআইএস শুধুমাত্র পৃথিবীর স্থলভাগ, জলভাগ এবং বায়ুমণ্ডলের সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

'আই'-এর অর্থ কী?

জিআইএস বিষয় এর 'I' হল 'Information'. 'Information'-এর বাংলা হল 'তথ্য'।

কিছু বিষয় এখানে ব্যাখ্যা করা দরকার। যেমন আমাদেরকে বুঝতে হবে 'Data' এবং 'Information'-এর মধ্যকার পার্থক্য।

'Data' মানে হল 'উপাত্ত'। শুধুমাত্র 'উপাত্ত' (Data) নিজে থেকে কোনও অর্থ বহন করে না। উপাত্তকে কোনও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যদি অর্থবহভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, তবেই তা তথ্যে পরিণত হয়। বিভিন্ন উপাত্ত বা ডেটা থেকে পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত বিশ্লেষণ (Statistical Analysis) করে নিম্নলিখিতি 'তথ্য' (Information) বের করতে পারি।

সহজ কথায়, 'উপাত্ত' (Data) থেকে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'তথ্য' (Information) আহরণ করা হয়ে থাকে।

'S'-এর অর্থ কী?

জিআইএস ক্ষেত্রে 'এস' জটিল একটি বিষয় খুবই ঝামেলাদায়ক একটি ব্যাপার। বিভিন্ন গবেষক এবং প্রতিষ্ঠান এই 'S'-কে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। বর্তমানে

'S'-এর চারটি অর্থ প্রচলিত আছে।

'S' হতে পারে Science/ System/Service/ Studies।

অর্থাৎ 'GIS' হতে পারেঃ

Geographic Information Service (GiService)

'Service' হল সেবা। আর 'সেবা' হল অন্যের জন্য সম্পাদিত কোনও কর্ম বা দায়িত্ব। যেমনঃ চিকিৎসা সেবা বা সরকারি চাকরি। এইটা আবার বাণিজ্যিক সেবাও হতে পারে। যেমনঃ কোনও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি বা ব্যবসা করা।

আজকাল অনেকেই বিভিন্ন সফটওয়্যার বা অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে 'GIS' নিয়ে কর্মরত আছেন। আবার সাম্প্রতিক সময়ে নতুন এক ধারণার জন্ম হয়েছে, যাকে বলা হয়ে থাকে-'Crowd-Sourcing' বা 'Volunteered Geographic Information (VGI)'। এইগুলো হল স্বেচ্ছাসেবামূলক 'জিআইএস'। এর উদাহরণ হলঃ 'Wikimapia' বা 'OpenStreetMap'

এই ধরনের নানাবিধ 'GIS' ভিত্তিক সেবা-সমূহকেই বিভিন্ন গবেষকরা 'GIService' হিসাবে অভিহিত করে আসছেন।

Geographic Information Studies (GIStudies)

'Study' হল পাঠ বা অধ্যয়ন। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'GIS'-কে ঘিরে অসংখ্য শিক্ষক, ছাত্র এবং গবেষকরা কর্মরত আছেন।

সচরাচর 'GIStudies' বলতে বোঝানো হয়ে থাকে, সমাজের ভৌগোলিক তথ্যের নিয়মাবদ্ধ (Systematic) ব্যবহারের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- একটি এলাকার কোন কোন ভবনগুলো ভূমিকম্পে অরক্ষিত, তা নানাবিধ মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে বের করা।

এই ধরনের বাস্তবধর্মী গবেষণা বা কর্মকাণ্ডকে অনেকেই 'GIStudies' বলতে চাচ্ছেন।

Geographic Information Science (GIScience)

ভৌত বিশ্বের যা কিছু পর্যবেক্ষণযোগ্য, পরীক্ষণযোগ্য ও যাচাইযোগ্য, তার সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা ও সেই গবেষণালব্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের নাম বিজ্ঞান(Science)।

Geographic Information System (GISystem)

'System' হল 'ব্যবস্থা' বা 'পদ্ধতি'। 'GISystem' হল হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, উপাত্ত, জনসাধারণ (People), সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সংবলিত এমন একটি সুবিন্যস্ত-ব্যবস্থা যা পৃথিবীর এলাকা/অঞ্চল-সমূহের তথা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং প্রচার করে থাকে।

এই GISystem-এর চারটি উপাদান বা অংশ রয়েছে -

তথ্য আহরণ (Input): উপাত্ত সংগ্রহ করা। যেমনঃ মানচিত্র, পরিক্রমিত মানচিত্র (Scanned Map), আকাশস্থ ছবি (Aerial Photos), উপগ্রহ চিত্র (Satellite Images), জরিপ (Survey) ইত্যাদি।

সংরক্ষণ (Storage): উপাত্ত-ভাণ্ডারে (Database) উপাত্ত সংগ্রহ করে রাখে। দরকার হলে ইহা হালনাগাদ (Update), সম্পাদন (Edit), অনুসন্ধান (Query) এবং পুনরুদ্ধার (Retrieval) করা হয়।

বিশ্লেষণ (Analysis):

বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপাত্ত থেকে তথ্য বের করা। যেমনঃ রূপান্তর (Transformation), প্রতিমালেপ (Modelling), Spatial Statistics ইত্যাদি। *(চলবে)*

প্রশ্নোত্তরে ক্রোমোজোম ও জিনের খুঁটিনাটি

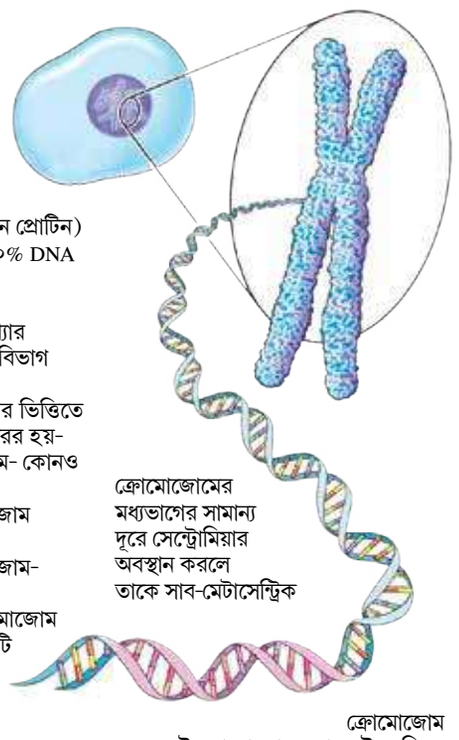

সুবীর সরকার, *শিক্ষক*
সারিয়াম যশোধর উচ্চবিদ্যালয়
জলপাইগুড়ি

১) ক্রোমোজোম কাকে বলে?
উ:- কোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত জিন বহনকারী, স্বপ্রজননশীল সূত্রাকার অংশ যা গঠনগতভাবে নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন এবং কার্যগতভাবে বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক, বাহক ও নিয়ামক এবং যা মাতৃকোষে থেকে অপত্যকোষে জননের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয় তাকে ক্রোমোজোম বলে।

২) জিন কী?
উ:- জিন হল একটি ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট লোকাসে অবস্থিত, নির্দিষ্ট নিউক্লিয়টাইড-এর সজ্জারীতি সম্পন্ন, DNA-র কার্যক্ষম অংশ যা নির্দিষ্ট পলিপেপটাইড সংশ্লেষের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়।

৩) ইউক্রোমাটিন কাকে বলে?
উ:- কোষচক্রের ইন্টারফেজ দশায় অপেক্ষাকৃত প্রসারিত, হালকা বর্ণে রঞ্জিত সক্রিয় জিন সমন্বিত ও ক্রসিং ওভারে অংশগ্রহণকারী ক্রোমাটিনকে ইউক্রোমাটিন বলে।

৪) হেটারোক্রোমাটিন কাকে বলে?
উ:-কোষচক্রের ইন্টারফেজ দশায় কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় বর্তমান, গাঢ় বর্ণ গ্রহণকারী নিষ্ক্রিয় ক্রোমাটিনকে হেটেরোক্রোমাটিন বলে। ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার, টেলোমিয়ার, নিউক্লিওলার অর্গানাইজার অংশে হেটারোক্রোমাটিন দেখা যায়।

৫) অটোজোম কাকে বলে?
উ:- যে সমস্ত ক্রোমোজোম জীবের দেহজ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে তাদের অটোজোম বলে। মানুষের দেহকোষে 22 জোড়া বা 44টি অটোজোম থাকে।

৬) অ্যালোজোম বলতে কী বোঝো?
উ:- অটোজোম ব্যতীত যে সমস্ত ক্রোমোজোম উন্নত জীবের লিঙ্গ নির্ধারক হিসেবে কাজ করে তাদের অ্যালোজোম বা সেক্স ক্রোমোজোম বলে।

মানুষের অ্যালোজোম দুই প্রকারের হয় যথা Xএবং Y, পুরুষের একজোড়া অ্যালোজোম হল XY এবং মহিলার একজোড়া অ্যালোজোম হল XX।

৭) হ্যাপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোম কাকে বলে?
উ:- এক বা একাধিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি ক্রোমোজোমের সেটকে হ্যাপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোম বলে।

এটিকে n দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। হ্যাপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোম যুক্ত কোষকে হ্যাপ্লয়েড কোষ বলে। যেমন মানুষের জনন কোষ হল হ্যাপ্লয়েড প্রকৃতির কোষ, এর ক্রোমোজোম সংখ্যা ২৩টি

৮) ডিপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোম বলতে কী বোঝো?
উ:-দুটি হ্যাপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোমকে একত্রে ডিপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোম বলে। যেখানে প্রতিটি স্বতন্ত্র ক্রোমোজোম জোড়ায় জোড়ায় থাকে। এটিকে 2n দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। ডিপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোমযুক্ত কোষকে ডিপ্লয়েড কোষ বলে। যেমন মানুষের দেহকোষ হল ডিপ্লয়েড কোষ, এর ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৬টি।

৯) জিনোম কী?
উ:- কোন জীবের হ্যাপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনের সমষ্টিকে ওই জীবের জিনোম বলে।

১০) ক্রোমোজোম কীভাবে সৃষ্টি হয়?
উ:-কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াস থেকে জল বিয়োজিত হওয়ার ফলে নিউক্লিয়প্লাজমের মধ্যে থাকা নিউক্লিয় জালিকা বা ক্রোমাটিন জালিকাগুলি কুণ্ডলীকৃত ও ঘনীভূত হয়ে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে স্থূল হয়ে ক্রোমোজোম গঠন করে।

১১) ক্রোমাটিড কী?
উ:-প্রতিটি ক্রোমোজোম দৈর্ঘ্য বরাবর দুটি সূক্ষ্ম সুতোর মতো অংশ নিয়ে গঠিত, তাদের ক্রোমাটিড বলে। ক্রোমাটিডদ্বয় পরস্পর সেন্ট্রোমিয়ার অংশে যুক্ত থাকে।

১২) ক্রোমনিমাটা কী?
উ:- প্রতিটি ক্রোমাটিড আবার দুটি করে সূক্ষ্ম তন্তু দ্বারা গঠিত এদের ক্রোমনিমাটা বলে (এক বচনে ক্রোমনিমা)

১৩) প্যারানেমিক কুণ্ডলী কাকে বলে?
উ:-ক্রোমাটিডে অবস্থিত ক্রোমনিমা তন্তুদ্বয় যদি পাশাপাশি থেকে কুণ্ডলীকৃত হয় ও তাদের সহজে পরস্পর থেকে পৃথক করা সম্ভব হয়, তখন তাদের প্যারানেমিক কুণ্ডলী বলে।

১৪) প্লেক্টোনেমিক কুণ্ডলী বলতে কী বোঝো?
উ:- ক্রোমাটিডে অবস্থিত ক্রোমাটিন তন্তু দুটি যদি এমনভাবে পেঁচিয়ে থাকে যার ফলে তাদের সহজে পৃথক করা যায় না, তখন ওই কুণ্ডলীকে প্লেক্টোনেমিক কুণ্ডলী বলে।

১৫) মুখ্য খাঁজ বা প্রাথমিক খাঁজ বলতে কী বোঝো?
উ:- সাধারণত ক্রোমোজোমের মাঝবরাবর স্থানে সেন্ট্রোমিয়ার যুক্ত, হেটারোক্রোমাটিন দ্বারা গঠিত অরঞ্জিত স্থানকে মুখ্য খাঁজ বা প্রাথমিক খাঁজ বলে।

১৬) গৌণ খাঁজ বলতে কী বোঝো?
উ:-ক্রোমোজোমে মুখ্য খাঁজ ব্যতীত অপর কোনও খাঁজ থাকলে তাকে গৌণ খাঁজ বলে।

১৭) নিউক্লিওলার অর্গানাইজার বা NOR কাকে বলে?
উ,:- কোষ বিভাজনের টেলোফেজ দশায় গৌণ খাঁজ অঞ্চলের DNA নিউক্লিওলাস পুনর্গঠনে সাহায্য করে তাই একে নিউক্লিওলার অর্গানাইজার বা NOR বলে।

১৮) স্যাট ক্রোমোজোম কী?
উ:- কোন কোন ক্রোমোজোমের টেলোমিয়ার অঞ্চলে গৌণ খাঁজের পরবর্তী অংশ বালবের ন্যায় স্ফীত হয় একে স্যাটেলাইট বলে। স্যাটেলাইটযুক্ত ক্রোমোজোমকে স্যাট ক্রোমোজোম বলে।

১৯) টেলোমিয়ার কাকে বলে?
উ:- ক্রোমোজোমের দুই প্রান্তদেশকে টেলোমিয়ার বলে। এর কাজ দুটি ক্রোমোজোমকে প্রান্ত বরাবর জুড়ে যেতে বাধা দেওয়া।

২০) ক্রোমোজোমের প্রধান রাসায়নিক উপাদানগুলি কী কী?
উ:- ক্রোমোজোমের প্রধান রাসায়নিক উপাদানগুলি হল-
i) প্রোটিন (ক্ষারীয় হিস্টোন ও আম্লিক নন হিস্টোন প্রোটিন)
ii) নিউক্লিক অ্যাসিড (৯০% DNA ও ১০% RNA,) এবং
iii) কিছু ধাতব আয়ন

২১) সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যার ভিত্তিতে ক্রোমোজোমের শ্রেণিবিভাগ করো?
উ:-ক্রোমোজোমের সংখ্যার ভিত্তিতে সেন্ট্রোমিয়ার নিম্নলিখিত প্রকারের হয়-
i) আসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম- কোনও সেন্ট্রোমিয়ার নেই।
ii) মনোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম -সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা একটি
iii) ডাইসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম- সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা দুটি
iv) ওলিগোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম -সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা ৩-১০টি
v) পলিসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম- সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা দশের অধিক

২২) সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের ভিত্তিতে ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ কতরকম হয়?
উ:-সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের ভিত্তিতে ক্রোমোজোম নিম্নলিখিত চার প্রকারের হয়-
i) মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম- সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান যখন ক্রোমোজোমের মাঝবরাবর হয় তখন তাকে মেটাসেন্টিক ক্রোমোজোম বলে। এই ক্রোমোজোম দেখতে ইংরেজি 'V' অক্ষরের মতো হয়।
ii) সাব-মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম- ক্রোমোজোমের মধ্যভাগের সামান্য দূরে সেন্ট্রোমিয়ার অবস্থান করলে তাকে সাব-মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। এই ক্রোমোজোম দেখতে ইংরেজি 'L' অক্ষরের মতো হয়।
iii) আক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম- যখন সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের প্রান্তদেশের কাছাকাছি অবস্থান করে তাকে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। এই ক্রোমোজোম দেখতে ইংরেজি 'J' অক্ষরের মতো হয়।
iv) টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম- যখন ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের এক প্রান্তে অবস্থান করে তখন তাকে টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। এই ক্রোমোজোম দেখতে ইংরেজি 'I' অক্ষরের মতো হয়।

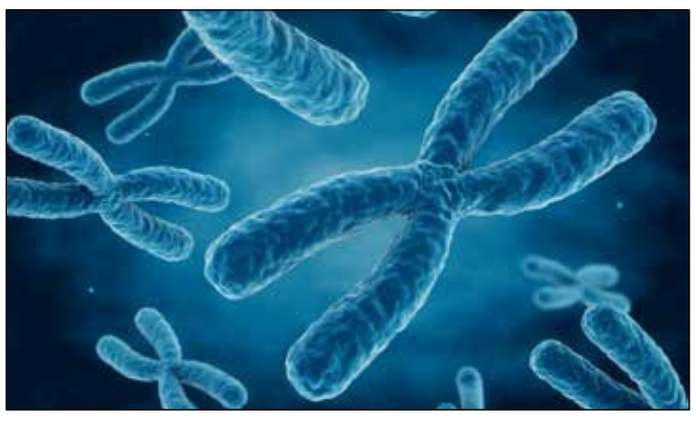

ছোট্ট তারা

ফালাকাটা ২ নম্বর এসপি প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রী ঋষিতা বিশ্বাস। তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। পড়াশোনার পাশাপাশি নাচ, গান এবং আবৃত্তিতে পারদর্শী।

বিশবাঁও জলে গ্রিন সিটি মিশন

ফাঁপরে ফালাকাটা পুরসভা

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৫ মার্চ : এখন ফালাকাটা পুরসভায় বিশবাঁও জলে গ্রিন সিটি মিশন প্রকল্পের কাজ। প্রকল্প নিয়ে কলকাতায় ফাইল পাঠিয়েছিল পুর কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সূত্রের খবর, এখন ওই ফাইলও হিমঘরে চলে গিয়েছে।

পুর কর্তৃপক্ষ ক্ষমতায় আসার পরেই শহর আলোকিত করতে গ্রিন সিটি মিশন প্রকল্পের কথা বলেছিল। অন্ধকার থেকে আলোর পথের স্বপ্ন দেখেছিলেন নাগরিকরা। কিন্তু আজ প্রায় ৩ বছর পরেও অন্ধকারেই আছে ফালাকাটা শহর। গ্রিন সিটি মিশন প্রকল্পের কাজ আদৌ হবে কি না তা নিয়ে খোদ পুরসভাই দ্বিধায় আছে। পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'গ্রিন সিটি মিশন প্রকল্পের ফাইল আমরা কলকাতায় পাঠিয়েছি। হয় অনুমোদন দিক, না হয় বাতিল করুক এই মর্মে চিঠিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও কোনও উত্তর পাইনি।' তবে চেয়ারম্যানের দাবি, 'আমরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি। আশা করছি শীঘ্রই প্রকল্পের অনুমোদন পাব।'

পুরসভা সূত্রে খবর, ফালাকাটাকে ঝলমলে আলোকিত করতে উদ্যোগ নিয়েছিল পুরসভা। এর জন্য প্রায় তিন বছর আগে গ্রিন সিটি মিশন প্রকল্পে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দও মেলে। টাকা পাওয়ার পরেই টেন্ডার ডাকে পুরসভা। কিন্তু প্রথম দিকে ওই টেন্ডারে নির্দিষ্ট সংখ্যক সংস্থা অংশ নেয়নি। তাই প্রথমবার টেন্ডার বাতিল হয়ে যায়। এরপর দ্বিতীয়বারের জন্য দরপত্র ডাকে পুরসভা। সেবারও নির্দিষ্ট সংখ্যক সংস্থা টেন্ডারে অংশ নেয়নি। তাই রাজ্য থেকে এই টেন্ডারও বাতিল করে দেয়। অবশ্য ফের কয়েক মাস আগে টেন্ডার ডাকার সুযোগ পায় পুরসভা। সেবার আবার প্রকল্পের পরিকল্পনা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে বলে পুরসভা সূত্রে খবর। তাই যাবতীয় ফাইল কলকাতায় পাঠিয়ে দেয় পুরসভা। তারপর প্রায় ৭ থেকে ৮ মাস পেরিয়ে গিয়েছে। অভিযোগ, এখনও ওই ফাইল কলকাতাতেই পড়ে আছে। গ্রিন সিটি মিশন নিয়ে তারপর আর কোনও উদ্যোগ নেয়নি পুরসভা বা রাজ্য।

হতে পারত

- পুর এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ২৫০টি নতুন বাতিস্তম্ভ
- শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে বসানো হত মোট ৫টি হাইমাস্ট টাওয়ার
- ১০টি লো মাস্ট টাওয়ারও বসানো হবে বলে ঠিক হয়েছিল
- নষ্ট হওয়া বাতিস্তম্ভে নতুন আলো লাগানোর কথা
- নেতাজি রোড, থানা রোড, মেইন রোডে দ্বিফলা বাতিস্তম্ভ লাগানোর কথা

বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। শহরের বাসিন্দা অলোক রায় বলেন, 'রাতে দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেলেই সব এলাকায় অন্ধকার নেমে আসে। পঞ্চায়েত এলাকায় থাকার সময় তাও মাঝেমধ্যে পথবাতি লাগানো হত। কিন্তু এখন পুরসভা সেটাও করে না। এখন মনে হচ্ছে আগেই ভালো ছিলাম।'

এই ক্ষোভের আঁচ পোহাতে হচ্ছে জনপ্রতিনিধিদেরও। ফালাকাটা পুরসভার এক কাউন্সিলার বলেন, 'আমরা তো শুনেই আসছি গ্রিন সিটি মিশন প্রকল্পের কথা। কিন্তু আজও তা বাস্তবায়িত হল না। নেতাজি রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সন্ধ্যার পর অন্ধকার নেমে আসছে। সব এলাকারই একই অবস্থা। মানুষ আমাদের প্রশ্ন করছেন।'

গ্রিন সিটি মিশন প্রকল্পে পুর এলাকার বিভিন্ন জায়গায় মোট ২৫০টি নতুন বাতিস্তম্ভ বসানোর কথা ছিল। এছাড়াও শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মোট ৫টি হাইমাস্ট টাওয়ার, ১০টি লো মাস্ট টাওয়ারও বসানো হবে বলে ঠিক হয়। পুরসভা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পুরোনো যেসব বাতিস্তম্ভের আলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে, সেখানেও নতুন আলো লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। শহরের নেতাজি রোড, থানা রোড, মেইন রোডে দ্বিফলা বাতিস্তম্ভ লাগানোর টেন্ডার দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া ওয়ার্ডের ভেতরের গলিগুলিও আলোকিত করা হবে বলে মনে করছিলেন কাউন্সিলাররা।

শহরের কলেজ ছাত্রী প্রিয়াংকা সাহার কথায়, 'আমাদের এলাকার অলিগলিতে সন্ধ্যার পরেই অন্ধকার নেমে আসে। আলোর ব্যবস্থা নেই। পুরসভাও এবিষয়ে পদক্ষেপ করছে না।'

বাসন্তী প্রতিমা গড়তে ব্যস্ততা আলিপুরদুয়ারে। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

রামনবমীর বৈঠক

জয়গাঁ, ২৫ মার্চ : আগামী ৬ এপ্রিল জয়গাঁ এলাকায় মহাধুমধামের সঙ্গে পালিত হবে রামনবমী। মঙ্গলবার জয়গাঁয় হিন্দু জাগরণ সমিতির পক্ষ থেকে এই বিষয়ে এক বৈঠক আয়োজিত হয়। বৈঠক শেষে হিন্দু জাগরণ সমিতির কার্যকর্তারা জানান, প্রতিবছরের মতো এবছরও মহাধুমধামের সঙ্গে জয়গাঁতে রামনবমী পালিত হবে। বড় শোভাযাত্রা বের করা হবে। জয়গাঁ হিন্দু জাগরণ সমিতির চেয়ারম্যান গণেশ আগরওয়াল বলেন, 'এবছর রামনবমী উপলক্ষ্যে জয়গাঁ গোপীমোহন ময়দান থেকে শোভাযাত্রা শুরু করা হবে।'

রেলকর্মীদের দাবি

আলিপুরদুয়ার, ২৫ মার্চ : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ১৭৫তম ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার, আলিপুরদুয়ার জংশন ইনস্টিটিউট কলোনি এলাকায়। সেই বৈঠকে ডিভিশনাল সেক্রেটারি সুজিতকুমার মিশ্রা, জেনারেল সেক্রেটারি মণীন্দ্র সইকিয়া সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতমও। এদিন বৈঠকে পুরোনো পেনশন স্কিম চালু করা, স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করার মতো দাবি উঠেছিল।

ইদের বাজারে সুতির জামার কদর

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২৫ মার্চ : ইদ মানেই খুশির আমেজ। আর নতুন জামাকাপড় পরা। ইদের আর বাকি সপ্তাহখানেক। আপাতত তাই আলিপুরদুয়ার শহরের ছোট ছোট স্টল থেকে শুরু করে বড় বড় দোকান, সব জায়গায় শেষমুহূর্তে কেনাকাটার ধুম লেগেছে। বিক্রেতাদের মুখে হাসি। আর ক্রেতারা ব্যস্ত নিজেদের পছন্দের পোশাক, খাদ্যসামগ্রী ও প্রসাধনী সামগ্রী কেনার জন্য।

শহরের চৌপথি ও মাড়োয়ারিপট্টিতে গেলে বোঝা যায়, উৎসবের আমেজ কতটা তুঙ্গে। ফুটপাথের দোকান থেকে শুরু করে শপিং মল, সব জায়গায় উপচে পড়া ভিড় দেখা গেল মঙ্গলবার। শপিং করতে আসা রাজিয়া বিবি বললেন, 'পরিবারের ছয়টা বাচ্চার জন্য জামাকাপড় আগে কিনছি। ইদের দিন ওদের আনন্দটাই তো আসল।' কাপড়ের দোকানে ডিজাইন দেখতে ব্যস্ত সায়রা পারভিনের কথায়, 'বাচ্চাদের জন্য কেনাকাটা শেষ। এবার গরমের কথা মাথায় রেখে নিজের জন্য সুতির চুড়িদার কিনছি।'

শুধু জামাকাপড় নয়, ইদের আগে ঘর সাজানো ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনার প্রবণতাও চোখে পড়ার মতো। ফুটপাথের বাজার সবসময় মধ্যবিত্তের ভরসা। ইদের কেনাকাটার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ফুটপাথের ব্যবসায়ী সেলিম মিয়াঁ বললেন, 'রমজান মানেই ভালো ব্যবসার সময়। এবার আবার কয়েকদিন পরেই চৈত্র সেল। সেজন্য বিক্রি আরও বেড়েছে।' আরেক দোকানদার রাজু রায়ের কথায়, 'ফুটপাথে ভালো মানের জিনিস কম দামে পাওয়া যায়, তাই ক্রেতাদের ভিড় বেশি।'

তবে শপিং মলগুলোও পিছিয়ে নেই। নামীদামি ব্র্যান্ডের দোকানগুলোতে বিশেষ ছাড় থাকায় তরুণ-তরুণীদের মধ্যে আকর্ষণ বেশি। এক ক্রেতা রিজওয়ান আহমেদ বললেন, 'সারাবছর তো এত কেনাকাটা করা হয় না। ইদে পরিবার ও নিজের জন্য ভালো কিছু কিনতেই এসেছি।' এক শপিং মল কর্মীর কথায়, 'ইদের আগে ভিড় আরও বাড়বে। তাই নিরাপত্তা ও পরিষেবা উন্নত করা হয়েছে।'

পছন্দের পোশাক কিনতে দোকানে। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারে।

> সারাবছর তো এত কেনাকাটা করা হয় না। ইদে পরিবার ও নিজের জন্য ভালো কিছু কিনতেই এসেছি।
>
> **রিজওয়ান আহমেদ** *ক্রেতা*

শুধু পোশাক নয়, ইফতার বাজারেও সমান ব্যস্ততা। খেজুর, মাংস, সেমাই, মশলা, ফলমূল-সবকিছুর দাম বাড়লেও কেনাকাটায় ভাঁটা পড়েনি। এক মুদি দোকানদার সুব্রত সরকার জানালেন, 'দাম বাড়লেও বিক্রি কমেনি। বরং ইদের আগে ভিড় আরও বাড়বে বলে মনে হচ্ছে।'

ইদ যত ঘনিয়ে আসবে, ততই বাড়বে কেনাকাটার ভিড়। রমজানের শেষ কয়েকটা দিন উৎসবের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করারও সময়। এমনটাই শোনা গেল আশানুল হকের মুখে। বললেন, 'রমজান মাসে ভালো ইফতারের আয়োজন চাই-ই চাই! তাই বাজার করতেই হবে।'

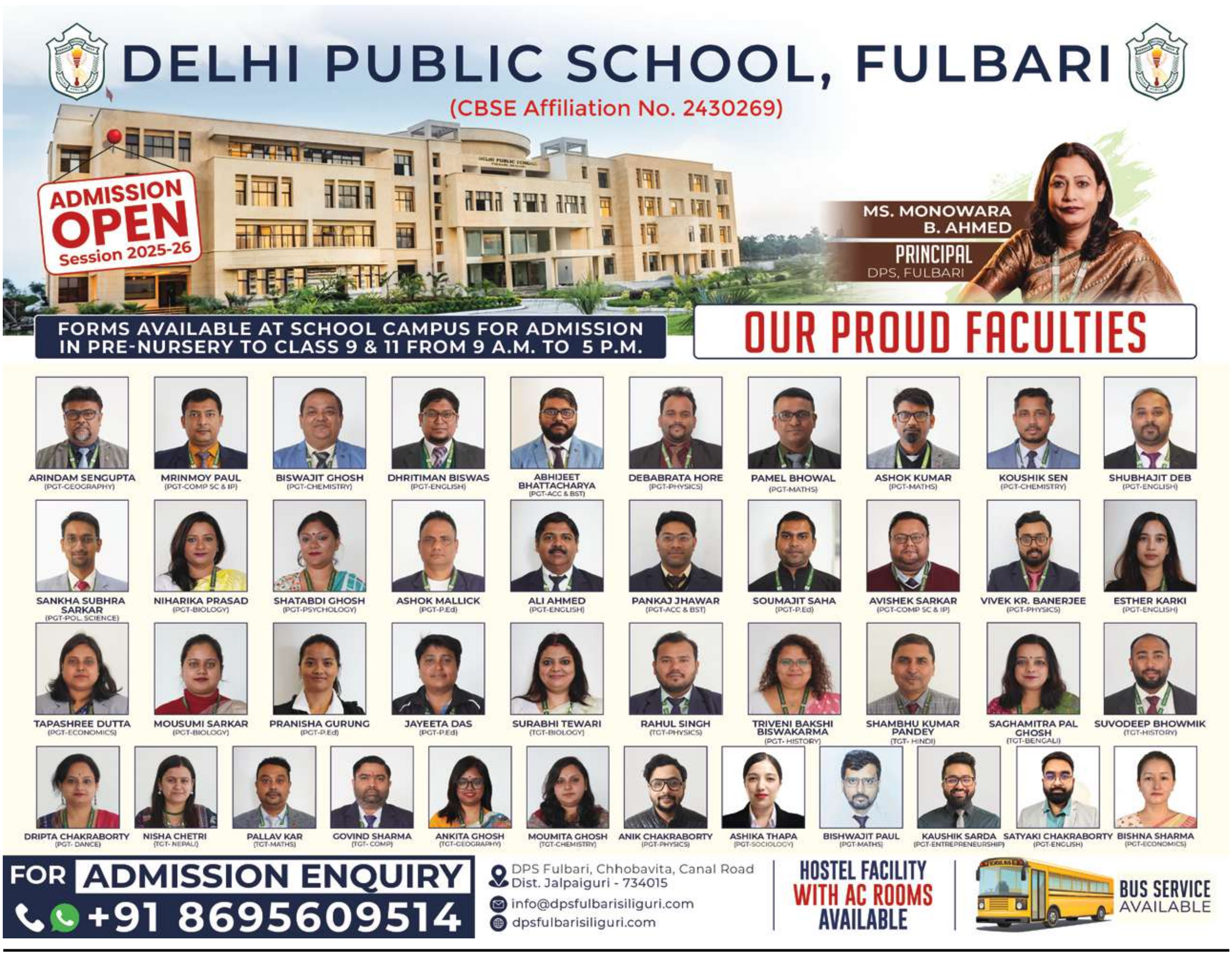

জোড়া 'কাঞ্চন'কে নিয়ে হুলুস্থুল

মায়ের বকুনিতে ঘরছাড়া দুই ভাই

তাপস মালাকার

দুই সন্তানকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন মা। মঙ্গলবার নিশিগঞ্জে।

নিশিগঞ্জ, ২৫ মার্চ : সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প অবলম্বনে ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনায় অসাধারণ এক ছবি 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'। ছবিটা মূলত এক অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ৮ বছরের ছেলেকে নিয়ে। সিনেমায় যার নাম কাঞ্চন। সে মুক্ত বিহঙ্গের মতো উড়ে বেড়াতে চায়। মঙ্গলবার সকালে এক জোড়া 'কাঞ্চন'কে নিয়ে শোরগোল পড়ে যায় নিশিগঞ্জ সিটকিবাড়ি গ্রামে। মা তাঁর দুই খুদে শিশুকে বকাঝকা করে টিউশনে যেতে বলেছেন। এতেই অভিমানে দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে পড়া দুই ভাই বাড়ি ছেড়ে পায়ে হাঁটা দেয় কোচবিহার শহরের দিকে।

সিনেমায় কাঞ্চনের বাবা রাশভারী প্রকৃতির মানুষ। কাঞ্চন তার বাবাকে যমের মতো ভয় পায়। একটু ভুল হলেই যে বাবা শাস্তি দেন। তবে মাকে সে খুব ভালোবাসে। বাবার শাসনে অতিষ্ঠ হয়েই একদিন পালিয়ে কলকাতা চলে আসে কাঞ্চন। প্রথমে উঁচু দালানকোঠা, ব্রিজ, পাকা সড়ক, অনেক মানুষের ভিড় দেখে কিছুটা ঘাবড়ে যায় কাঞ্চন।

পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই ভাই অবশ্য ভয় পায় মাকে। মায়ের ইচ্ছা, ছেলেরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে। সংসারের অভাব দূর করবে। তাই এদিনও তিনি দুই ছেলেকে ঘুম থেকে ওঠার পর পড়তে বসতে বলেন। যেতে বলেন টিউশনে। 'অমনোযোগী' বলে দুই ছেলেকে বকাঝকাও করেন। আর তারপরেই মাথাভাঙ্গা শহর সংলগ্ন গ্রাম থেকে বাড়ি ছেড়ে হাঁটা দেয় দুই ভাই। প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে নিশিগঞ্জে পৌঁছে খিদেয় কাঁদতে থাকে দুই শিশু। এদিকে, বাড়ির কাজে ব্যস্ত মা মনে করেছিলেন ছেলেরা হয়তো টিউশন পড়তে গিয়েছে। সিনেমার কাঞ্চন দেখে কলকাতা শহরের একদিকে গগনচুম্বী দালানকোঠা, অন্যদিকে উদ্বাস্তুদের মিছিল। একদিকে অনিয়ন্ত্রিত পানভোজন, অন্যদিকে খাবার নিয়ে কুকুর-মানুষের লড়াই। এসব রূঢ় বাস্তবতা কিশোর কাঞ্চনের মনে দাগ কাটে। আস্তে আস্তে ভেতরে বাড়ি ফেরার তাগিদ অনুভব করতে থাকে কাঞ্চন। মা-বাবার জন্য মন কাঁদতে থাকে কাঞ্চনের।

এদিন সকালে পথচারীদের নজরে আসে দুই শিশু কাঁদতে কাঁদতে রাজ্য সড়ক ধরে কোচবিহারের দিকে যাচ্ছে। পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সাবির আলি বলেন, 'আমি নিশিগঞ্জে হিমঘরে আলুর বন্ডের জন্য এসেছিলাম। তখনই শিশু দুটির কথা জানতে পেরে খাটেরবাড়ি এলাকায় খবর পাঠাই। নিশিগঞ্জের ট্রাফিক ওসি সুনীল থাপাও ঘটনাস্থলে চলে আসেন।' ওই দুই শিশু বাড়ি থেকে পালানোর ভুল বুঝতে পারে। পুলিশের উদ্যোগে তাদের জল, কেক কিনে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসেন শিশু দুটির মা সেলিনা বিবি। সেলিনা বলেন, 'বুঝতে পারিনি না বলে ওরা এত দূর চলে আসবে।' টোটোতে চাপিয়ে দুই শিশুকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশকে বলতে শোনা যায়, 'ছেলেদের বকাবকি করবেন না।'

নতুনভাবে সাজবে বাণেশ্বর মন্দির চত্বর

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ২৫ মার্চ : প্রায় ২৫ বছর আগে বাইরে থেকে আসা ভক্তদের থাকার জন্য একটি গেস্টহাউস তৈরি করা হয়েছিল বাণেশ্বর শিব মন্দির চত্বরে। কিন্তু তৈরির পর থেকে কখনও সেটি ভক্তদের থাকার জন্য ব্যবহৃত হয়নি। বর্তমানে ভবনটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় ভবনটি সংস্কারের জন্য ৩৩ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের কাছে পাঠানো হয়েছে।

মন্দিরে ঢুকতে বাঁদিকে রয়েছে গেস্টহাউসটি। মন্দিরে প্রহরারত পুলিশকর্মীদের থাকার অন্য ব্যবস্থা না থাকায় বর্তমানে গেস্টহাউসের ওপরের ঘরগুলোতে তাঁরাই থাকেন। আর নীচে রয়েছে দুটি হল ঘর। তার একটি ভক্তদের ভোগ খাবার কাজে লাগে, অন্যটিতে জিনিসপত্র রাখা হয়।

প্রকল্প ব্যয় ৮৫ লক্ষ

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অন্যতম সদস্য তথা সদর মহকুমা শাসন কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ওই ৩৩ লক্ষ টাকায় মন্দির সংস্কার হবে। এছাড়া ভক্তদের জন্য শেডের ব্যবস্থা করা, মন্দিরের মূল ফটক, শিবদিঘির পাড়, ভোগ ঘর, মন্দিরের পার্ক সংস্কার, পার্ক সংলগ্ন একটি সুলভ শৌচালয় একদম নতুন করে তৈরি করা হবে। সব মিলে ৮৫ লক্ষ টাকার একটি হিসেব তৈরি করে ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টে পাঠানো হয়েছে।

লন্ডনে বাণিজ্য সম্মেলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সম্মেলনের অন্যতম বড় ঘটনা হল, ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক তৈরি হওয়া। সিটি কলকাতায় ফুটবল স্কুল খুলছে। সিটির সঙ্গে মউ স্বাক্ষর হল সত্যম রায়চৌধুরীর টেকনো ইন্ডিয়ার। মঞ্চেই ম্যান সিটির তরফে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ক্লাবের বিখ্যাত নীল জার্সি তুলে দেওয়া হল। বাঙালির ফুটবল প্রেমের কথা বলে মমতা ধন্যবাদ জানান সিটি কর্তাদের।

কারচুপি ধরবে এআই

স্বাস্থ্যসাথীর বিল বিকৃতি রোধে উদ্যোগ

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চ : স্বাস্থ্যসাথীতে পরিষেবা সংক্রান্ত কারচুপিতে নজর রাখছে এআই। রোগীকে চিকিৎসা করার পর বিলে মিথ্যার আশ্রয় নিলেই ধরে ফেলবে এআই। তাই স্বাস্থ্যসাথীর বিলের তথ্য কোনওভাবেই বিকৃত করা যাবে না। এমনকি কেউ যদি ভুল তথ্য একবার দেওয়ার পর তা পরিবর্তন করতে চান সেক্ষেত্রেও কোনও সুযোগ মিলবে না।

মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের দপ্তরে জেলার নার্সিংহোমগুলিকে নিয়ে স্বাস্থ্যসাথী সংক্রান্ত বৈঠকে কড়া সতর্কবার্তা দিলেন রাজ্যের অতিরিক্ত স্বাস্থ্যসচিব তুষার পাঠক। ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি জেলার কিছু নার্সিংহোমের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসাথীর বিল সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি এআই মারফত সরকারের নজরে এসেছে। কিছু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, যে চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসা করেননি তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে বিলে। আবার একই সময় দুটি পৃথক নার্সিংহোমে একই চিকিৎসক অস্ত্রোপচার করছেন, এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। এদিন বৈঠক শেষে অতিরিক্ত স্বাস্থ্যসচিব বলেন, 'নার্সিংহোমগুলোকে নিয়ে স্বাস্থ্যসাথী বিষয়ক একটি কঠিন মিটিং হয়েছে। সকলেই ভালো কাজ করছে। তাদের বলা হয়েছে নিয়ম মেনে সঠিক তথ্য দিয়ে সরকারের কাছে বিল পাঠাতে। নার্সিংহোমগুলোতে যে স্বাস্থ্যসাথীর পরিষেবা মিলছে তা সাধারণ মানুষকে জানাতে বড় করে ডিসপ্লে বোর্ড লাগাতে বলা হয়েছে।'

স্বাস্থ্যসাথীর সরকারি বিমা পরিষেবার নিয়মে বলছে রোগী যখন সুস্থ হয়ে নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফিরবেন তার আগে একটি ভিডিও ফিডব্যাক রোগী বা তাঁর পরিবারের সদস্যকে দিতে হবে। সেটি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ পোর্টালে আপলোড করবে। এক্ষেত্রে যদি কোনও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের চাপের মুখে পড়ে রোগী বা তাঁর পরিবারকে ভিডিওবার্তায় কিছু বলতে হয় সেটিও এআই ধরে ফেলবে বলে এদিন নার্সিংহোমগুলোকে জানিয়ে দেন সচিব।

স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে নার্সিংহোমগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই। সব থেকে বেশি অভিযোগ যেটা শোনা যায়, তা হল বেড ফাঁকা নেই। প্রতিটি নার্সিংহোমে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের জন্য কিছু সংখ্যক বেড চিহ্নিত করা থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিযোগ আসে, রোগীরা নাকি ভর্তির সময় সেই বেড ফাঁকা পান না। নিয়মে রয়েছে, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের বেড কী অবস্থায় রয়েছে তা নির্দিষ্ট পোর্টালে আপডেট করতে হবে। কিন্তু অভিযোগ, নার্সিংহোমগুলোর একাংশ সেই কাজটি যথাসময়ে করছে না। এই প্রসঙ্গটি এদিনের বৈঠকে উঠে আসে। সেখানে সচিবকে তথ্যপ্রমাণ দিয়ে বলতে শোনা গিয়েছে, কোথায় খামতি রয়েছে।

শুধু তাই নয়, কিছু নার্সিংহোম ডায়ালিসিসের ক্ষেত্রে নিয়ম মানছে না। চিকিৎসার নিয়ম অনুযায়ী একজন রোগীকে অন্ততপক্ষে সাড়ে তিন ঘণ্টা ডায়ালিসিস করা বাধ্যতামূলক। কিছু নার্সিংহোম তিন ঘণ্টারও কম সময় ডায়ালিসিস করিয়ে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প থেকে বিল নিয়ে নিচ্ছে। তিন ঘণ্টার কম যদি ডায়ালিসিস দিতে হয় সেক্ষেত্রে নেফ্রোলজিস্টের অনুমতি বাধ্যতামূলক। এদিনের বৈঠকে সচিব জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট অ্যাপে ডায়ালিসিসের রিয়েল টাইম উল্লেখ করতে হবে।

একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রেও। কয়েকটি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সকালে কোনও রোগীর অস্ত্রোপচার হলে সেটি বিকেলে দেখানো হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, স্বাস্থ্যসাথীর দুটি পৃথক নার্সিংহোমে একই সময়ে হওয়া দুটি অস্ত্রোপচারের একই চিকিৎসকের নাম রয়েছে। কীভাবে এটা সম্ভব তার তদন্ত করতে গিয়ে সরকারের নজরে আসে একটি নার্সিংহোমে ওই চিকিৎসক সকালে অস্ত্রোপচার করেছিলেন। কিন্তু বিলে উল্লেখ করা হয়েছে বিকেলে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। এদিন সচিব কড়া নির্দেশ দিয়েছেন, রোগীর অস্ত্রোপচার শুরু হলেই তার রিয়েল টাইম স্বাস্থ্যসাথীর নির্দিষ্ট পোর্টালে আপডেট করতে হবে।

স্বামীর 'দখল' নিয়ে

প্রথম পাতার পর

স্বামীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগও দায়ের করেছিলেন। সেই মামলা এখনও আদালতে বিচারাধীন। তারপর থেকে স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে সেই তরুণের যোগাযোগ নেই বললেই চলে।

নানা সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার চার মাসের সন্তানকে নিয়ে আলিপুরদুয়ার শহরে স্বামীর খোঁজে আসেন প্রথম স্ত্রী। শহরের একটি কাপড়ের দোকানে কাজ করেন সেই স্বামী। দুপুরে সেই দোকানে পৌঁছে যান সেই বধূ। দ্বিতীয় স্ত্রী সহ স্বামীর ছবি দেখালে দোকানের লোকজন চিনতে পারেন। সেখান থেকেই তরুণের ভাড়া বাড়ির খোঁজ পান স্ত্রী।

তারপর অচেনা নম্বর থেকে ফোন করে যোগাযোগ করার চেষ্টাও করেন। তবে তা সফল হয়নি। শেষপর্যন্ত সটান স্বামীর নতুন সংসারে গিয়ে হাজির হন। আলিপুরদুয়ার চৌপথি সংলগ্ন একটি ভাড়াবাড়িতে প্রায় তিন মাস ধরে দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে থাকছিলেন ওই তরুণ। চৌপথি এলাকার ভাড়াবাড়িতে মা ও কোলের সন্তানকে নিয়ে হাজির হন প্রথম স্ত্রী। দুই পক্ষ বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। বিবাদ থেকে ধস্তাধস্তি। স্বামী যাতে পালাতে না পারে তার জন্য তার পোশাক ধরে রেখেছিলেন প্রথম স্ত্রী। এই দৃশ্য প্রত্যক্ষদর্শীদের হাসির খোরাক হয়ে ওঠে। স্বামী-স্ত্রীর টানাহ্যাঁচড়াতে তাদের চার মাসের সন্তান আহত হয়েছে বলে দাবি সেই বধূর। পুলিশ সোমবার রাতেই অভিযুক্ত তরুণকে আটক করে এবং প্রথম স্ত্রী ও শিশুটিকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়।

দ্বিতীয় স্ত্রী আলিপুরদুয়ার শহরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে কর্মরত। তবে মঙ্গলবার তিনি কাজে যাননি। আর গোটা ঘটনা নিয়ে অভিযুক্ত তরুণ ও দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কোনও মন্তব্য করেননি।

মুক্তাঞ্চল

প্রথম পাতার পর

এইসব জমি যাঁরা দখল করে রেখেছেন, তাঁরা সেখানে চাষাবাদ করেন। কেউ কেউ আবার বসতবাড়িও বানিয়ে ফেলেছেন। এমন দখলদারির জেরেই ফালাকাটা কলেজের উত্তর-পশ্চিম দিকে এই জমিগুলির দাম এখন ঊর্ধ্বমুখী।

কীভাবে বিক্রি হচ্ছে এই জমি? স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, যারা দখল করে চাষাবাদ করছেন, তাদের থেকে খুব কম দামে জমি কিনে নিচ্ছে মাফিয়ারা। জমি কিনে প্রথমে এক দেড় বছর ফেলে রাখা হয়। পরে সুযোগ বুঝে ওই নীচু জমিতে কংক্রিটের চাঙড় ফেলে ভরাট করা হয়। তারপরে প্লট বানিয়ে মোটা টাকায় বিক্রি করা হয়। পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডেই এভাবে ইতিমধ্যেই ২০ থেকে ২৫টি প্লট বিক্রি হয়েছে।

কলেজ এলাকার বাসিন্দা আফতাব আলমের কথায়, 'বালাতোর্ষা নদী সংলগ্ন এলাকায় একটি খাসজমিতে চাষাবাদ করার জন্য ওই জমি আমার দখলেই ছিল। কিন্তু গত বছর এলাকার কয়েকজন ভুল বুঝিয়ে আমার থেকে জমি কেড়ে নিয়ে মোটা টাকায় বিক্রি করেছে।'

এলাকার কাউন্সিলার ভগীরথ মণ্ডল অবৈধ দখল বা নির্মাণের বিষয়টি অস্বীকার করেননি। তাঁর কথায়, 'খাসজমিতে বসতবাড়ি করা এবং কিছু বেআইনি নির্মাণ নজরে এসেছে। তবে অবৈধভাবে জমি কেনাবেচার বিষয়টি আমাকে কেউ জানায়নি।'

জঙ্গলপথে মনোময়দের হাতির তাড়া

গায়ক মনোময় ভট্টাচার্য।

আলিপুরদুয়ার, ২৫ মার্চ : জঙ্গল সাফারি করতে গিয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভের জঙ্গলে 'অন্যরকম' অভিজ্ঞতা হল প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী মনোময় ভট্টাচার্যের। অনেকেই জঙ্গলে গিয়েও হাতি দেখার সুযোগ পান না। তবে মনোময় যে কেবল সেই সুযোগ পেয়েছেন, তা নয়। রীতিমতো হাতির তাড়া খেয়েছেন। তবে শেষপর্যন্ত তাঁর কোনও ক্ষতি হয়নি। হস্তীদর্শন সেরে নিরাপদেই কলকাতায় ফিরে গিয়েছেন গায়ক। সেখান থেকেই ফোনে জানিয়েছেন এই 'থ্রিলিং' অভিজ্ঞতার কথা।

সম্প্রতি একটি কলেজে অনুষ্ঠান করতে আলিপুরদুয়ারে এসেছিলেন মনোময়। তারপর সোমবার জঙ্গল সাফারি করতে গিয়েছিলেন বক্সা বাঘবনে। জঙ্গলে ঢোকার পর এক জায়গায় গোটা তিনেক হাতির একটি দলের সঙ্গে 'সাক্ষাৎ' হয় মনোময় ও তাঁর সঙ্গীদের। তখন অবশ্য বড় কোনও ঘটনা ঘটেনি। সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে আরেকটু এগোতেই আবার হাতির পালের মুখোমুখি হন তাঁরা। সেখানে ৫-৬টি হাতি ছিল। একটি বাচ্চা হাতিও ছিল। প্রথমে মনোময়রা খানিকক্ষণ গাড়ি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, হাতির পালকে ভালো করে দেখা। সঙ্গী গাইড ভেবেছিলেন, সময় দিলে হাতির পালটি সেখান থেকে চলে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। পালের একটি হাতি তাঁদের গাড়ির দিকে তেড়ে আসে। হাতিকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে সঙ্গে থাকা গাইড পটকা ফাটান। তাতেও খুব একটা কাজ হয়নি। শেষপর্যন্ত গাড়িচালক ও গাইডের তৎপরতায় দ্রুত গাড়ি পিছু হটিয়ে প্রাণে রক্ষা পান শিল্পী। মনোময় বলেন, 'সেই সময় গাড়িতে থাকা প্রত্যেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। দ্রুত বুদ্ধি খাটিয়ে চালক গাড়িটি পেছনের দিকে নিতে থাকেন। প্রায় ৪০ মিটার হাতিটি গাড়িটিকে তাড়া করে। শেষপর্যন্ত আমরা নিরাপদেই বেরিয়ে আসতে পেরেছি।'

কুমন্তব্যে শাস্তি

প্রথম পাতার পর

তবে সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের উত্তর তিনি দেননি। চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক অভিবাসন দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'পুলিশ ওই বাংলাদেশি নাগরিককে ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে নিয়ে আসার পর কলকাতা এফআরআরও'র সঙ্গে কথা বলে তাঁর ভিসা বাতিল করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।'

এদিকে, এদিনের ঘটনার বিষয়ে অনেকেই আজাদুরের নিন্দায় সরব হন। গাড়িচালক বাসুদেব সরকারের বক্তব্য, 'ওই ব্যক্তি এদিন আমাদের দেশে পা রেখে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়কেন্দ্রের কর্মীদের পাশাপাশি গাড়িচালকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে থাকেন। আজেবাজে কথা বলছিলেন। আমাদের দেশের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করায় খুবই খারাপ লাগছিল।' গাড়িচালক মাহাদুল ইসলাম বললেন, 'ওই ব্যক্তি একটি গাড়িতে উঠে ভারত সম্পর্কে অত্যন্ত কুরুচিকর মন্তব্য করেন। শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্য তিনি আমার গাড়িতে উঠেছিলেন। কিন্তু ওঁর কীর্তির জন্য আমি ওই ব্যক্তিকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিই।' স্থানীয় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্রের কর্মী মুন্না দাস বললেন, 'ওই বাংলাদেশি নাগরিক আমাদের এখানে এসে এদিন যে ঘটনা ঘটালেন তার একটি বিহিত চাই।' ভবিষ্যতে ওই ব্যক্তিকে যাতে আর কোনওদিন ভারতে ঢোকার অনুমতি না দেওয়া হয় সেই দাবিতে উত্তেজিত জনতা এদিন সরব হয়।

সংবর্ধনা

কুমারগ্রাম, ২৫ মার্চ : তৃণমূল কংগ্রেসের নিউল্যান্ডস কুমারগ্রাম সংকোশ (এনকেএস) অঞ্চল কমিটির তরফে মঙ্গলবার কুমারগ্রামে নতুন বিডিও রজতকুমার বালিদাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অফিসে উপস্থিত নেতারা বিডিও'র হাতে ফুলের তোড়া তুলে দেন। উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানান। শাসকদলের এনকেএস অঞ্চল সভাপতি কমল বিশ্বকর্মা, এনকেএস গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান করমচাঁদ লোহার সহ স্থানীয় নেতারা নতুন বিডিওকে সংবর্ধনা দেন।

মালদা মেডিকেলে

প্রথম পাতার পর

একটু ভালোভাবে থাকার সুযোগও মিলছে না। সেবিকাদের বললেই তাঁরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।'

অভিযোগ প্রসঙ্গে মালদা মেডিকেলের অধ্যক্ষ প্রসেনজিৎ বরের বক্তব্য, 'বিষয়টি মৌখিকভাবে শুনেছি। তবে কেউ কোনও লিখিত অভিযোগ করেননি। তাই কোনওকিছু বলা সম্ভব নয়।' মালদা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়ের সাফাই, 'হাসপাতালের ওয়ার্ড ও কেবিন সংক্রান্ত কিছু সমস্যা রয়েছে। তবে কমলি সোরেনের মতো একজন বিশিষ্ট মহিলার চিকিৎসায় যেন কোনওরকম গাফিলতি না হয়, তা আমরা নিশ্চিত করব। চিকিৎসা সংক্রান্ত অভিযোগ থাকলে তা খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অন্যদিকে, উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, 'তৃণমূলের চুনোপুঁটি নেতারা মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য গেলেও স্যর স্যর করা হয়। আর রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত একজন মহিলা চিকিৎসা করাতে গিয়ে কটাক্ষের মুখে পড়ছেন। আমার প্রশ্ন, মুখ্যমন্ত্রী তো রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে বড় বড় কথা বলেন। তাহলে কেন এক বেডে তিনজন রোগীকে শুয়ে থাকতে হবে?'

মুখে স্কুল পড়ুয়ারা

প্রথম পাতার পর

আলিপুরদুয়ার তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ভাস্কর মজুমদার এই ঘটনাকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন, 'অভয়ার ঘটনা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সার্বিক নয়। এই বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার। এই ধরনের ঘটনায় যদি হস্তক্ষেপ হয়ে থাকে তবে ঠিকই হয়েছে।'

এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছে বিরোধী দল বিজেপি। দলের আলিপুরদুয়ার জেলার সহ সভাপতি জয়ন্ত রায় বলেন, 'অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। এর তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।'

আসন বৃদ্ধির প্রস্তাব মেডিকেল কাউন্সিলে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৫ মার্চ : এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আরও বেশি সংখ্যক চিকিৎসক তৈরি হবে। বর্তমানে এখানকার এমবিবিএস পঠনপাঠনের জন্য ১০০টি আসন রয়েছে। সেই আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ১৫০ করার জন্য ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য ভবনের অনুমতি মিলেছে। এবার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য এমজেএন মেডিকেল কর্তৃপক্ষ ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিলের কাছে আবেদন জানাল। তাঁদের অনুমোদন মিললেই আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রতিটি ব্যাচে ১৫০ জন করে চিকিৎসক তৈরির পঠনপাঠন শুরু করা যাবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডল বলেন, 'পঠনপাঠনের জন্য কতগুলি আসন থাকবে তা ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিলই ঠিক করে। আসন সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ইতিমধ্যেই আমরা তাঁদের কাছে আবেদন করেছি। আশা করছি, সেই অনুমোদন পেয়ে যাব।'

বর্তমানে এমজেএন মেডিকেলে এমবিবিএস কোর্সে ১০০টি আসন রয়েছে। মোট ৫০০ জন পড়ুয়া রয়েছেন। এখানে মোট সাতটি হস্টেল সহ ল্যাবরেটরি, অডিটোরিয়াম, লাইব্রেরি সহ আনুষঙ্গিক পরিকাঠামো রয়েছে। সেইসঙ্গে একটি বহুতল নির্মাণের কাজও চলছে। সম্প্রতি কয়েক লক্ষ টাকার বই নিয়ে লাইব্রেরিও খোলা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী আবেদনের ভিত্তিতে ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিলের তরফে মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন করা হবে। এরপরই চূড়ান্ত ছাড়পত্র দেওয়ার পর কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত আসনে পড়ুয়া ভর্তি নিতে পারবে। কিন্তু এখানকার পরিকাঠামো ঠিক থাকলেও চিকিৎসকের অভাবই চিন্তা বাড়াচ্ছে। কর্তৃপক্ষের দাবি, বর্তমানে এমজেএন মেডিকেলে প্রায় ২৫০ জন চিকিৎসক রয়েছেন। যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেকটাই কম। পঠনপাঠন থেকে চিকিৎসা পরিষেবা, সবই তাঁদের সামলাতে হয়। আসন সংখ্যা বাড়ালে অধ্যাপক-চিকিৎসকের সংখ্যাও অনেক বাড়াতে হবে। চিকিৎসক নিয়োগের জন্য স্বাস্থ্য ভবনে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে অধ্যক্ষ জানিয়েছেন।

জুনের মধ্যে ভোট

প্রথম পাতার পর

জুলাই যোদ্ধাদের মঙ্গলবার সংবর্ধনা জানানো হয়েছে সেনার তরফে। ওই অনুষ্ঠানেই ওয়াকার জুলাই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের 'জাতির গর্ব' বলে উল্লেখ করেন। তাঁর কথায়, 'এই আন্দোলনে তরুণসমাজ শুধু অংশগ্রহণই করেনি, বরং সত্য ও সঠিক পথে দাবি আদায়ের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।' সেনাবাহিনীর ওই কর্মসূচি ছিল দিনে। আর সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণে কার্যত সেনা শাসনের জল্পনা খারিজ করে দেন প্রধান উপদেষ্টা।

ইউনূস বলেন, 'গুজব হল জুলাই অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে পরাজিত শক্তির সবথেকে বড় হাতিয়ার। গুজব দেখলেই তার সূত্রের সন্ধান করবেন। গুজবকে অবহেলা করবেন না। বহু অভিজ্ঞ সমর বিশারদ এই গুজবের নেপথ্যে দিনরাত কাজ করছেন। এর পিছনে রয়েছে সীমাহীন অর্থ। এর মূল লক্ষ্য হল, জুলাই অভ্যুত্থানকে ব্যর্থ করা। আমরা এটা কিছুতেই হতে দেব না।' ইউনূস মনে করিয়ে দিয়েছেন, জুলাই অভ্যুত্থানের প্রথম পর্ব সফল হয়েছে। তার সমাপ্তির মধ্যে দিয়ে অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে।'

অন্যদিকে, স্বাধীনতা দিবসের আগে জামায়াতে ইসলামিকে স্বাধীনতা বিরোধী বলে তকমা দিয়েছে বিএনপি। দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির মঙ্গলবার বলেন, 'একাত্তরে পাকিস্তানিদের সহযোগীরা এখন গলা ফুলিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছে। অনেকে মুক্তিযুদ্ধকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ইতিহাসকে কেউ বিকৃত করতে পারবে না।'

ফালাকাটায় শংসাপত্র প্রদান

ফালাকাটা, ২৫ মার্চ : গত ১৭ মার্চ ফালাকাটা কলেজে শুরু হয়েছিল এডুকেশন বিভাগের অ্যাড-অন কোর্সের ক্লাস। বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ নিয়ে এই ক্লাস চলতে থাকে। মঙ্গলবার সেই কোর্স সম্পন্ন হয়। এতদিন যারা ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের এদিন শংসাপত্র দেওয়া হয় বলে এডুকেশন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক কর্মা শেরপা জানিয়েছেন।

বিদ্যুৎ দপ্তরের মাইকে প্রচার

পলাশবাড়ি, ২৫ মার্চ : সাধারণ মানুষ যাতে নিয়ম না ভাঙেন, সেজন্য সচেতনতামূলক প্রচার চালাচ্ছে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা। মঙ্গলবার বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার মেজবিলে অফিসের তরফে পলাশবাড়ি, শালকুমার মোড় এলাকায় মাইকিং করা হয়। তাতে হুকিং করে কাউকে বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে বারণ করা হয়েছে। অবৈধভাবে টোটো চার্জ করা নিয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

ঘরছাড়া স্ত্রী

প্রথম পাতার পর

এদিকে, স্ত্রী তাঁর নতুন প্রেমিকের সঙ্গে ফেসবুকে রিল বানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করার পরই সবটা বুঝে যান অচিন্ত্য।

প্রতিবেশীরা অচিন্ত্যের পাশেই দাঁড়িয়েছেন। এলাকার এক গৃহবধূ লতা সিংহ বলেন, 'এর আগেও ওই মেয়েটি একাধিকবার বাড়ি থেকে পালিয়েছে। ওর স্বামী ভালো। তাই ওকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। এরপর আর সম্ভব নয়। তাই শ্রাদ্ধ করে আজকে লোক খাওয়াচ্ছেন।' তাঁর আরও দাবি, 'যেটুকু শুনলাম, ওই মহিলা এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকে ঋণ নিয়েছিলেন মোটা অঙ্কের। সেই টাকা নিয়েও চম্পট দিয়েছেন।'

স্থানীয় কংগ্রেস কর্মী বিপ্লব রায়ের বক্তব্য, 'আমরা আবার অচিন্ত্যর বিয়ে দেব। তাই আমরা আগাম ওর প্রাক্তন বৌয়ের শ্রাদ্ধ করে রাখলাম।' অচিন্ত্যর পরিবারের এক সদস্য আশালতা রায়ের কড়া বার্তা, 'আমরা অচিন্ত্যের স্ত্রীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। গ্রামে যাতে আর কেউ এমন না করে, তারই বার্তা দিয়েছি।'

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে। পুলিশ তদন্তে নেমেছে। পুরো বিষয়টিকে সামাজিক মাধ্যমের কুফল বলে মনে করছেন স্থানীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক রফিকুল আলম। তাঁর মন্তব্য, 'এই ঘটনা আমি সামাজিক মাধ্যমে মেলামেশার কুফল বলেই মনে করি।'

লীলাহাটিমেলায় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার দাবি

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ২৫ মার্চ : ফালাকাটা ব্লকের ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের খিল কদমতলার চান্দির লীলাহাটিমেলা শুরু হয়েছে। মেলা চলবে ২৬ মার্চ অবধি। ৭০তম বর্ষ উপলক্ষ্যে মেলায় হাজির হয়েছে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় পাঁচশো দোকান। মেলা চত্বর দখল করেছে ফাস্ট ফুড দোকান। সেইসঙ্গে হরেকরকম দোকান ও মেলার টানে প্রতিদিন হাজার দশেক মানুষ উপস্থিত হচ্ছেন।

বহু সংখ্যক মানুষের মেলায় আগমন একদিকে যেমন সাফল্য, তেমনি বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি নিয়ে চিন্তার ভাঁজ দেখা দিয়েছে মেলাপ্রেমী মানুষজন ও মেলার দোকানদারদের মধ্যে। তাঁদের প্রত্যেকের দাবি, মেলার আশপাশে কোনও বড় জলাশয় নেই। প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে ডুডুয়া নদী রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মেলায় আগুন লাগলে সেখান থেকে জল এনে আগুন নেভানোর আগে সব শেষ হয়ে যাবে। তাই মেলার কয়েকদিন অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা থাকা ভীষণ জরুরি।

লীলাহাটিমেলা কমিটির সভাপতি সগেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'মেলায় আগুন নেভানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা খুবই জরুরি। তবে আমরা দমকলের অনুমতি নিয়েই মেলা পরিচালনা করছি। বিষয়টি নিয়ে কমিটির সঙ্গে আলোচনা করা হবে।'

মেলা কমিটির সম্পাদক গজেন্দ্রনাথ রায়ের দাবি, মেলায় বড় বড় ফুড স্টলগুলিতে প্রাথমিক অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রয়েছে।

> মেলায় সন্ধ্যার পর মানুষের ঢল নামে। রাস্তাঘাট একেবারে বন্ধ হওয়ার জোগাড় হয়। সেসময় কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে পালানোর উপায় থাকবে না। তাই প্রশাসনের কাছে আমরা মেলায় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা মজুত রাখার দাবি করছি।
>
> **গণেশ রায়**
> মেলা ব্যবসায়ী

মেলায় ঘুরতে আসা কল্পনা রায়, ময়না রায়, আরতি দাস, নরেশ বর্মনরা জানালেন, লীলাহাটিমেলা তাঁদের গর্ব। এই যুগেও লীলা প্রদর্শনী দেখতে হাজার হাজার মানুষ আসেন। তাই মেলার ঠাসা ভিড়ে আগুন লাগার মতো ঘটনা ঘটলে মুশকিল হয়ে যাবে। তাঁরাও মেলায় আগুন নেভানোর ব্যবস্থা রাখার দাবি করেছেন।

এবিষয়ে ফালাকাটা দমকলকেন্দ্রের আধিকারিক মৃত্যুঞ্জয় রায়বীরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'লীলাহাটির অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে মেলা কমিটির সঙ্গে দ্রুত আলোচনা করা হবে।'

লীলাহাটিমেলায় প্রতিদিন সন্ধ্যা হতেই দেওমালি, দক্ষিণ ধনীরামপুর, এথেলবাড়ি, নরসিংপুর, ধূপগুড়ি ব্লক থেকে মানুষজন আসতে শুরু করেন। লীলা প্রদর্শনীর সামনে লম্বা লাইন পড়ে যায়। তাছাড়াও মহিলাদের চুড়ি-মালার গলি, কাপ-প্লেটের গলি, জিলিপি গলি ও মিলনমেলার গলিতে তিলধারণের জায়গা থাকে না। ভিড় বাড়ায় দুর্ঘটনার আতঙ্ক বাড়ছে। আগামী তিনদিন এই মেলায় ভিড় আরও বাড়তে পারে বলে আশাবাদী মেলা উদ্যোক্তারা। তাই মেলার শেষের এই কয়েকটা দিন মেলার ময়দানে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রাখার দাবি তুলেছেন মেলার উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী থেকে দর্শনার্থীরা।

মেলার এক ব্যবসায়ী গণেশ রায়ের কথায়, 'মেলায় সন্ধ্যার পর মানুষের ঢল নামে। রাস্তাঘাট একেবারে বন্ধ হওয়ার জোগাড় হয়। সেসময় কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে পালানোর উপায় থাকবে না। তাই আমরা প্রশাসনের কাছে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা মজুত রাখার দাবি করছি।'

নাইটদের আজ জয়ে ফেরার যুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মার্চ : বিশাল প্রত্যাশা। খেতাব ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ। আর প্রথম ম্যাচেই মুখ থুবড়ে পড়া!

দিন কয়েক আগে ঘরের মাঠ ইডেন গার্ডেন্সে অষ্টাদশ আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে লজ্জার হার দিয়ে অভিযান শুরু করেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে ক্রিকেটের সব বিভাগেই উড়ে গিয়েছিলেন আজিঙ্কা রাহানেরা।

বুধবার আইপিএলের দ্বিতীয় ম্যাচে নাইটদের ছন্দে ফেরার যুদ্ধ। 'আমরাও পারি' প্রমাণ করার লড়াই। এভাবেও ফিরে আসা যায়, প্রমাণের মঞ্চ। আর সেই মঞ্চে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠে নাইটদের সামনে রাজস্থান। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে রাজস্থানও হেরে গিয়েছে। কিন্তু রিয়ান পরাগ, সঞ্জু স্যামসনদের হারের মধ্যে ছিল পালটা লড়াই। জেতার মরিয়া চেষ্টা। বিপক্ষের ২৮৭ রানের চ্যালেঞ্জ পার করতে না পারলেও ধ্রুব জুরেলরা প্রমাণ করেছেন, তাঁরা ব্যাটিংটা করতে জানেন। লক্ষ্য যত বড়ই হোক না কেন।

শুরুর ম্যাচে দুই হেরো দলের যুদ্ধ নিয়ে তেতে রয়েছে গুয়াহাটি। বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠে কেকেআর বনাম রাজস্থান ম্যাচের টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে। যার মূল কারণ, রাজস্থান অধিনায়ক রিয়ান পরাগ। অসমের ছেলে পরাগ প্রথমবার আগামীকাল তাঁর ঘরের মাঠে আইপিএলে অধিনায়কত্ব করতে চলেছেন। সঙ্গে রয়েছে বড় রানের হাতছানিও। গুয়াহাটিতে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠের বাইশ গজে বড় রানের হাতছানি রয়েছে। অসম ক্রিকেট সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, অন্তত ২০০ রানের উইকেট তৈরি হয়েছে কেকেআর বনাম রাজস্থান ম্যাচের জন্য। প্রশ্ন হল, শাহরুখ খানের দলের হয়ে বড় রান করবেন কে? ইডেনে আরসিবি ম্যাচের মঞ্চে দেখা গিয়েছিল, কুইন্টন ডি কক রান না পেলেও দলকে ব্যাট হাতে ভরসা দিয়েছিলেন অধিনায়ক রাহানে ও সুনীল নারায়ণ। কিন্তু তাঁরা প্যাভিলিয়ানে ফেরার পরই কেকেআর ব্যাটিং তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। নিশ্চিত ২০০ বা তার বেশি রানের পরিস্থিতি থেমে যায় ১৭৪ রানে।

ব্যাটিংয়ের মতোই তথৈবচ অবস্থা দলের নাইট বোলিংয়েও। বরুণ চক্রবর্তী ও নারায়ণ, দলের দুই রহস্য স্পিনারের উপর বড্ড বেশি নির্ভরশীল কেকেআর। প্রথম ম্যাচে বরুণরা চেষ্টা করলেও সেরাটা দিতে পারেননি। বাকিরা হতাশ করেছিলেন। তাই নাইটদের বোলিং দৈন্যতাও সামনে এসেছিল দুনিয়ার। প্রশ্ন হল, আগামীকাল রাজস্থানের বিরুদ্ধে ম্যাচে কী হবে? আজ বিকেলে নাইটদের অনুশীলন শুরুর আগে দলের বোলিং কোচ ভরত অরুণ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে দাবি করেছেন, একটা ম্যাচ দিয়ে দলকে বিচার না করতে। শুধু তাই নয়, ইডেনে আরসিবি ম্যাচে এক ওভারও বোলিং না করা আন্দ্রে রাসেল আগামীকাল বল করতে পারেন। কিন্তু রাসেল বল করলেই কি সমস্যা মিটে যাবে? আপাতত এমন প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব নেই। তাছাড়া রাজস্থান ব্যাটিংয়ে যশস্বী জয়সওয়াল, সঞ্জু, শিমরন হেটমায়ারদের মতো বড় শট খেলতে পারা ব্যাটারের ছড়াছড়ি। উপরি হিসেবে রাজস্থানের কোচ রাহুল দ্রাবিড়ও কালকের ম্যাচের 'এক্স' ফ্যাক্টর। হুইলচেয়ারে চড়ে দলকে কোচিং করাচ্ছেন তিনি। দিয়ে চলেছেন সাফল্যের মন্ত্র। প্রাক্তন নাইট নীতীশ রানাও বুধবার রাহানের দলের 'কাঁটা' হিসেবে উদয় হতেই পারেন।

দ্রাবিড়ের সাফল্যের মন্ত্র নাইটদের এগিয়ে চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দেবে কিনা, কালই স্পষ্ট হবে। তার আগে আজ সন্ধ্যায় দীর্ঘসময় অনুশীলন করল কেকেআর। সেই অনুশীলনে মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো ও চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত যেমন দলের ব্যাটিংকে মজবুত করার জন্য বারবার অধিনায়ক রাহানে, সহ অধিনায়ক ভেঙ্কটেশ আইয়ারদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে গেলেন। তেমনই বোলিং কোচ ভরত স্পেনসার জনসন, হর্ষিত রানা, বৈভব অরোরাদের নিয়ে স্পট বোলিংয়ের ক্লাস করলেন। রাতের দিকের খবর, দলের কর্ণধার শাহরুখ খানও রাহানেদের বার্তা পাঠিয়েছেন। তিনি সাম্প্রতিক অতীতের ব্যর্থতা ভুলে রাজস্থানের বিরুদ্ধে নয়া শুরুর ডাক দিয়েছেন।

নাইটদের জয়ে ফেরার যুদ্ধে বাজিগরের বার্তা কতটা কাজে দেয়, সেটাই দেখার।

রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচের প্রস্তুতিতে রিঙ্কু সিং।

কেকেআর বনাম রাজস্থান

মোট ম্যাচ ৩০ কেকেআর জয়ী ১৪ রাজস্থান জয়ী ১৪

দুইটি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়।

গুয়াহাটিতে কেকেআর বনাম রাজস্থানের শেষ ম্যাচও বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছিল।

দিল্লি ক্যাপিটালসকে জেতানোর পর আশুতোষ শর্মা। তাঁর এই সেলিব্রেশন সামাজিক মাধ্যমে আপাতত চর্চায়।

মেন্টর শিখরকে সাফল্য উৎসর্গ আশুতোষের

ভাইজাগ, ২৫ মার্চ : ক্রিজে যখন নেমেছিলেন দিল্লি ক্যাপিটালস ৬৫/৫ স্কোরে ধুঁকছে।

২১০-এর জয়-লক্ষ্য তখন বহুদূর। জয়ের গন্ধে ঋষভ পন্থের লখনউ সুপার জায়েন্টস ফুরফুরে মেজাজে। মাঠে হাজির ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার চোখেমুখে স্বস্তির ছাপ। উলটো ছবি দিল্লি শিবিরে। যদিও অন্যরকম স্ক্রিপ্ট ভেবে রেখেছিলেন আশুতোষ শর্মা। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে খেলতে নেমে প্রায় হারা ম্যাচে দিল্লিকে জিতিয়ে ফিরলেন!

৩১ বলে অপরাজিত ৬৬-র লড়াকু ইনিংসে লখনউয়ের মুখের গ্রাস কেড়ে নিলেন। ম্যাচের শেষ ওভারের তৃতীয় বল সোজা গ্যালারিতে ফেলে জয় নিশ্চিত করে নেন আশুতোষ। ৫টি ছক্কা, সমসংখ্যক বাউন্ডারিতে সাজানো ইনিংসের সুবাদে ম্যাচের সেরা, যা নিজের মেন্টর শিখর ধাওয়ানকে উৎসর্গ করলেন। জানান, তাঁর ব্যাটিংয়ে বরাবর বিশ্বাস দেখিয়েছেন শিখরপাজি। যাঁর উৎসাহ তাঁকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে।

> আমি নিজেকে স্বাভাবিক রেখেছিলাম। শুধু মনকে বলছিলাম, মোহিত এক রান নিক। স্ট্রাইক পেলে ছক্কা মেরে ম্যাচে ইতি টেনে দেব। নিজের ওপর পূর্ণ আস্থা ছিল। ইনিংসটা উপভোগ করেছি। ভালো লাগছে পরিশ্রমের মূল্য পেয়ে। -আশুতোষ শর্মা

গতবার পাঞ্জাব কিংসের জার্সিতেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছিলেন। যার সুবাদে ৩.৮ কোটিতে দিল্লি এবার নিলামে তুলে নেয় আশুতোষকে। প্রথম ম্যাচেই যার মর্যাদা রাখলেন। সাজঘরে ফিরে প্রথম ফোনটাই করেন ধাওয়ানকে। ভিডিও কল। শিখরের চোখেমুখে ছাত্রের সাফল্যের খুশি। গুরুদক্ষিণা দিতে পেরে খুশি আশুতোষও কথা হারালেন। বার পাঁচেক শুধু 'স্যর থ্যাংক ইউ'-তেই আটকে থাকলেন। ছাত্র-মেন্টরের যে আবেগঘন ভিডিও কলের ছবি পোস্ট করে দিল্লি ক্যাপিটালস।

ভিডিওতে ম্যাচের নায়ক আরও বলেছেন, 'শিখরপাজি খুব খুশি। লাভ ইউ পাজি। ম্যাচের সেরা পুরস্কার আমার মেন্টর শিখরপাজিকে উৎসর্গ করতে চাই।' হিসেব কষা ইনিংস। ১৫ ওভারে আশুতোষের স্কোর ছিল ২০ বলে ২০। পরের ১১ বলে ৪৬ রান যোগ করে ম্যাচের রং বদলে দেন প্রবল চাপের মুখে।

ক্রিজে শেষ ব্যাটার মোহিত শর্মা। নন-স্ট্রাইকার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আশুতোষের শুধু একটাই প্রার্থনা, স্ট্রাইক যেন পান। বলেছেন, 'আমি নিজেকে স্বাভাবিক রেখেছিলাম। শুধু মনকে বলছিলাম, মোহিত এক রান নিক। স্ট্রাইক পেলে ছক্কা মেরে ম্যাচে ইতি টেনে দেব। নিজের ওপর পূর্ণ আস্থা ছিল। ইনিংসটা উপভোগ করেছি। ভালো লাগছে পরিশ্রমের মূল্য পেয়ে।'

প্রাথমিক টার্গেট ছিল দলকে ধীরে ধীরে ম্যাচে ফেরানো। ম্যাচ শেষপর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া। ম্যাচ জেতানো ইনিংসের রহস্যভেদ করে বলেছেন, 'ক্রিকেট-বেসিকে জোর দিয়েছিলাম। চাইছিলাম, শেষপর্যন্ত ম্যাচটা নিয়ে যেতে। ২০ ওভার পর্যন্ত ক্রিজে থেকে স্লগ ওভারে রানের গতি বাড়াব।'

উচ্ছ্বসিত গাভাসকার-সূর্যরাও

আশুতোষের যে হিসেব কষা ইনিংসে মজে মাইকেল ক্লার্ক বলেছেন, 'চলতি আইপিএলে অবিশ্বাস্য বেশকিছু ইনিংস দেখতে পাব আমরা। তবে এটুকু বলতে পারি, টুর্নামেন্ট শেষে সেরা পাঁচে থাকবে এই ইনিংসটা।' আম্বাতি রায়াডুর মতে, গতবার পাঞ্জাবের হয়েও ঠান্ডা মাথায় চাপ সামলেছিল। এবার প্রথম ম্যাচেই কাজ শুরু।

কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকারের কথায়, গত আইপিএলের ইনিংসগুলি ওঁর আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। এই ইনিংসের প্রথম বল থেকে যা দেখা যাচ্ছিল। একেবারে ক্লিন হিটিং। প্রবল চাপের মুখে দুরন্ত ইনিংস, যা দীর্ঘদিন ক্রিকেটপ্রেমীরা মনে রাখবেন। সূর্যকুমার যাদবও তাঁর প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, 'দৃঢ়তা, সংকল্প এবং চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাস। একেবারে সংহারক ইনিংস।'

ম্যাচের পর ঋষভ-গোয়েঙ্কা বৈঠক ঘিরে নয়া জল্পনা

পন্থের উলটো সুর লখনউ কোচ ক্লুজনারের

ভাইজাগ, ২৫ মার্চ : দিল্লি ক্যাপিটালসের গাঁটে ফের আটকে যাওয়া।

টানা তৃতীয়বার। যদিও আগের দুই ম্যাচের তুলনায় গতকালের ছবিটা একেবারে আলাদা। জেতা ম্যাচ কার্যত প্রতিপক্ষকে উপহার দেওয়া। হতাশা স্বাভাবিক। ম্যাচ শেষ হতে না হতে দলের ডাগআউটে চলে আসেন লখনউ সুপার জায়েন্টসের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। অধিনায়ক ঋষভ পন্থের সঙ্গে গুরুগম্ভীর আলোচনা করতে দেখা যায়। পাশে হেডকোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার।

> টপ অর্ডার খুব ভালো ব্যাট করেছে। ইনিংসের মাঝপথে তাল কাটে। তারপরও স্কোর ঠিকঠাক ছিল। শুরুতে ওদের কয়েকটা উইকেটও পেয়ে গিয়েছিলাম আমরা। কিন্তু সেখান থেকে রাশ আলগা হয়ে যায়।
>
> **ঋষভ পন্থ**

> যেভাবে শুরু হয়েছিল। শেষ ৫ ওভারে ঠিকঠাক ফিনিশ হলে স্কোর আরও বেশি হত। অন্তত ২০-৩০ রান কম হয়েছে। নাহলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হত।
>
> **ল্যান্স ক্লুজনার**

ক্যামেরা সেদিকে ফোকাস করতেই উসকে দেয় ২০২৪-এর বিতর্কিত ঘটনা। মাঠের মধ্যেই সেদিন প্রকাশ্যে তৎকালীন অধিনায়ক লোকেশ রাহুলের ওপর ক্ষোভ উগরে দেন লখনউ কর্ণধার। এবার কি তাহলে ঋষভ পন্থের পালা? লখনউয়ের অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক ম্যাচে সুপার ফ্লপ ঋষভ। ৬ বলে শূন্য। ম্যাচের শেষ ওভারে শাহবাজ আহমেদের বলে সহজ স্টাম্পিং মিস করেন মোহিত শর্মার। নাহলে ওখানেই ম্যাচ শেষ। হেরে নয়, জিতেই ফিরত লখনউ।

জোড়া ক্ষোভটাই কি ঋষভের ওপর ঝরে পড়ল? তবে সূত্রের খবর তেমন কিছু ঘটেনি। মূলত ম্যাচের ভুলত্রুটি নিয়েই আলোচনা হয়। পরে সাজঘরে গিয়ে হতাশ দলকে উৎসাহ দেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। বোঝান, সবে শুরু। হতাশার কিছু নেই। এখনও অনেক ম্যাচ বাকি।

ব্যর্থতার কারণ বাছতে গিয়ে অবশ্য লখনউ সাজঘরেই ভিন্ন ভিন্ন সুর। ঋষভের মতে, স্কোর ঠিকঠাকই ছিল। শেষদিকে বল ঠিক জায়গায় রাখতে না পারাটা বিপক্ষে গিয়েছে। যদিও সহকারী কোচ ল্যান্স ক্লুজনারের মতে যেভাবে শুরু হয়েছিল। শেষ ৫ ওভারে ঠিকঠাক ফিনিশ হলে স্কোর আরও বেশি হত। অন্তত ২০-৩০ রান কম হয়েছে। নাহলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হত।

ক্লুজনারের যুক্তি ফেলে দেওয়ার নয়। নিকোলাস পুরান (৭৫), মিচেল মার্শের (৭২) বিস্ফোরক ইনিংসে ২২৫-২৩০ স্কোরের ইঙ্গিত থাকলেও ঋষভ (০), আয়ুষ বাদোনি (৪), শার্দূল ঠাকুররা (০) যার ফায়দা তুলতে পারেননি। যদিও ঋষভ বলেছেন, 'টপ অর্ডার খুব ভালো ব্যাট করেছে। ইনিংসের মাঝপথে তাল কাটে। তারপরও স্কোর ঠিকঠাক ছিল। শুরুতে ওদের কয়েকটা উইকেটও পেয়ে গিয়েছিলাম আমরা। কিন্তু সেখান থেকে রাশ আলগা হয়ে যায়।'

গুরুত্বপূর্ণ স্টাম্পিং মিসকে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ। ঋষভের কথায়, হারা ম্যাচেও দলের জন্য ইতিবাচক অনেক কিছু রয়েছে। ভাগ্যও সঙ্গে ছিল না। তবে মোহিত শর্মার দেওয়া সুযোগ হাতছাড়া ক্রিকেটের অঙ্গ। নেতিবাচক বিষয় মাথায় না রেখে পরের ম্যাচগুলিতে আরও ভালো ক্রিকেট খেলাকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন।

দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে দল হারলেও অধিনায়ক ঋষভ পন্থের সঙ্গে হালকা মেজাজে কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার ও কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা।

ফিট আবেশ

লখনউ, ২৫ মার্চ : দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে হারের মাঝে সুখবর লখনউ সুপার জায়েন্টসের জন্য। মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত আবেশ খান। হাঁটুর চোটে জানুয়ারির পর মাঠের বাইরে। রিহ্যাব করছিলেন বেঙ্গালুরুস্থিত বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে। খবর, বোর্ডের মেডিকেল টিমের থেকে ইতিমধ্যেই ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছেন লখনউয়ের তারকা পেসার। শীঘ্রই লখনউ শিবিরে যোগ দেবেন। আশা করা হচ্ছে, ২৭ মার্চ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে হয়তো দেখা যাবে আবেশকে। দলের অপর দুই পেসার মায়াঙ্ক যাদব, আকাশ দীপও চোটের তালিকায়।

নির্বাচন হাতে নেই : সিরাজ

আহমেদাবাদ, ২৫ মার্চ : আইপিএল মঞ্চ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই শুরু। জাতীয় দলের নির্বাচকদের গুডবুকে ফের ঢুকে পড়ার তাগিদ। তবে দল নির্বাচন নিয়ে ভেবে মাথা খারাপে নারাজ মহম্মদ সিরাজ। গুজরাট টাইটান্সের হয়ে মঙ্গলবার মাঠে নামার প্রাক্কালে সিরাজের যুক্তি, জাতীয় দলের নির্বাচন তাঁর হাতে নেই। আর যা তাঁর হাতে নেই, তা নিয়ে ভাবতে রাজি নন।

ফোকাস আপাতত প্র্যাকটিস, পরিশ্রম আর সাফল্যে। আর তা যদি পারেন ভারতীয় দলের দরজা ঠিক খুলে যাবে। বিশ্বাস নিজের একশো শতাংশ দিতে পারলে লক্ষ্যপূরণ সম্ভব। সিরাজ আরও বলেছেন, 'ছন্দটা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ঠিকঠাক ছন্দ পেয়ে গেলে তার প্রভাব পড়বে বোলিংয়েও। মানসিক প্রস্তুতিতেও জোর দিচ্ছেন। মাঝে বেশ কিছুদিন বিশ্রাম পেয়েছেন। শারীরিক ক্লান্তি কাটিয়ে উঠতে যা সাহায্য করেছে। এই মুহূর্তে মানসিক ও শারীরিকভাবে ভালো জায়গায় আছি।'

হাঁটা শুরু করেছেন

ভালো আছি, আশ্বস্ত করলেন তামিম

ঢাকা, ২৫ মার্চ : ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য স্বস্তির খবর। অস্ত্রোপচারের পর তামিম ইকবালের অবস্থা স্থিতিশীল। স্বয়ং তামিমই এই খবর দিয়েছেন। সোমবার মহমেডানের হয়ে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ খেলার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন। হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তৎক্ষণাৎ স্থানীয় গাজিপুরের কেপিজে স্পেশালাইজড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এখন ভালো আছেন। অস্ত্রোপচারের পর চলাফেরাও শুরু করেছেন তামিম ইকবাল। তবে আরও ২-৩ দিন নজরে রাখা হবে। এই সময়টা গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়কের জন্য। তামিম নিজেও সমাজমাধ্যমে স্বস্তির খবর দিয়েছেন। কঠিন সময়ে পাশে থাকার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

> সোমবার দিন শুরুর সময় জানতাম না, আমার জন্য কী অপেক্ষা করছে। আল্লাহর কৃপায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি।
>
> **তামিম ইকবাল**

পাশাপাশি তাঁর জন্য প্রার্থনার আবেদন জানিয়েছেন তামিম।

তামিম লিখেছেন, 'সোমবার দিন শুরুর সময় জানতাম না, আমার জন্য কী অপেক্ষা করছে। আল্লাহর কৃপায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। বিপদের সময় অনেক মানুষকে পাশে পেয়েছি। যাঁদের চেষ্টায় সংকট কাটিয়ে উঠতে পারলাম। সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। মানুষের ভালোবাসা ছাড়া তামিম কিছু নয়।'

অনুশীলনে নুনো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মার্চ : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলনে যোগ দিলেন পর্তুগিজ ডিফেন্ডার নুনো রেইস। অ্যাপেনডিক্স অপারেশনের জন্য দীর্ঘদিন বিশ্রামে ছিলেন। মঙ্গলবার তিনি অনুশীলনে আসেন। তবে মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি। মনবীরের সঙ্গে সাইড লাইনে রিহ্যাব করলেন নুনো। এছাড়া জ্বর হওয়ায় এদিন অনুশীলন করেননি আলবার্তো রডরিগেজ।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের ব্যর্থতা ঝেড়ে নেটে বিধ্বংসী মেজাজে আন্দ্রে রাসেল। মঙ্গলবার।

ক্রিকেটে ওঠাপড়া থাকবেই : ভরত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মার্চ : খেলার মাঠে ওঠাপড়া থাকবেই। কোনও ক্রিকেটার বা কোনও দলের প্রতিটা দিনই ভালো যেতে পারে না। শুধু তাই নয়, একটা ম্যাচে কোনও দলের ব্যর্থতা দিয়ে কিছুই বিচার করা যায় না বাস্তবে।

> রাসেলের মতো চ্যাম্পিয়নের প্রথম ম্যাচটা একেবারেই ভালো যায়নি। কিন্তু তারপরও সবসময়ই ও নিজেকে প্রমাণের জন্য মুখিয়ে থাকে।
>
> **ভরত অরুণ**

বক্তার নাম ভরত অরুণ। পরিচয়, কলকাতা নাইট রাইডার্সের বোলিং কোচ। ঘরের মাঠে আইপিএলের প্রথম ম্যাচে বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে জঘন্য ক্রিকেট উপহার দিয়েছিল কেকেআর। আগামীকাল রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচে ছবিটা কি বদলাবে? জবাব সময় দেবে। তার আগে নাইটদের বোলিং কোচ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন, আগামীকাল রাজস্থানের বিরুদ্ধে ম্যাচে বোলার আন্দ্রে রাসেলকে দেখা যেতে পারে। ভরতের কথায়, 'খেলার মাঠে ওঠাপড়া থাকবেই। যতই আপনি ব্যর্থ হবেন, ততই সাফল্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি পাবেন।' কেকেআরের বোলিং কোচ ভরতের দার্শনিক কথার মাঝেই এসেছে দ্রে রাস প্রসঙ্গ। ইডেনে আরসিবির বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ব্যাট হাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন রাসেল। বল করেননি এক ওভারও। সেই প্রসঙ্গ টেনে ভরত বলছেন, 'রাসেলের মতো চ্যাম্পিয়নের প্রথম ম্যাচটা একেবারেই ভালো যায়নি। কিন্তু তারপরও সবসময়ই ও নিজেকে প্রমাণের জন্য মুখিয়ে থাকে। আমি নিশ্চিত, আগামীকাল রাজস্থানের বিরুদ্ধে ম্যাচেও নিজের সেরাটা দেওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকবে রাসেল।'

রাজস্থানও হার দিয়ে আইপিএল অভিযান শুরু করেছে। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে হেরেছেন রিয়ান পরাগরা। এমন দলের বিরুদ্ধে বুধবার প্রথম জয়ের লক্ষ্যে থাকা কেকেআর বোলিং কোচ সতর্ক। বলছেন, 'আইপিএল এমন একটা প্রতিযোগিতা, যেখানে দলগুলির মধ্যে বিশাল ফারাক থাকে না। সব দলেই প্রচুর ম্যাচ উইনারও রয়েছে। তাই প্রতিপক্ষ যে দলই হোক না কেন, আমাদের সতর্ক থাকতেই হবে।'

'অর্জুনকে বিশ্বসেরা ব্যাটার বানিয়ে দেব'

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : 'আমাকে মাস ছয়েক দিন। অর্জুন তেন্ডুলকারকে বিশ্বসেরা ব্যাটার বানিয়ে দেব।' এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি যুবরাজ সিংয়ের বাবা যোগরাজের। অতীতে সপ্তাহ দুয়েক মতো অর্জুনকে নিয়ে কাজ করেছেন। যোগরাজের দাবি, ওই কয়েকদিনে অনেকটাই বদলে দিয়েছিলেন। শচীন-পুত্রের মধ্যে আবিষ্কার করেন সেরা ব্যাটার হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। তার সঙ্গে কাজ করার কয়েকদিনের মধ্যেই গোয়ার হয়ে রনজি ট্রফিতে সেঞ্চুরিও করেন।

কয়েকদিনেই যদি এতটা উন্নতি হয়। মাস ছয়েক পেলে বিশ্বসেরা ব্যাটারদের স্তরে পৌঁছে দেবেন অর্জুনকে। যোগরাজ দাবি করেছেন, 'এখন যদি অর্জুন তেন্ডুলকার

অবাক দাবি যোগরাজের

আমার কাছে আসে, ৬ মাসের মধ্যে ওকে বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটার হিসেবে তৈরি করে দেব। ওর ব্যাটিং ক্ষমতা সম্পর্কে কেউ ওয়াকিবহাল নয়। আমার কাছে মাত্র ১২ দিন অনুশীলন করেছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই রনজিতে সেঞ্চুরি করে।'

> শচীন ও যুবরাজ, দুইজনে মিলে আমাকে অর্জুনকে দেখার কথা বলেছিল। ১০-১২ দিন ছিল আমার সঙ্গে। যতটুকু দেখেছি, তাতে ও দুর্দান্ত ব্যাটার। বোলিংয়ের জন্য অযথা সময় নষ্ট করছে।
>
> **যোগরাজ সিং**

এক ইউটিউব চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আরও দাবি করেন, 'শচীন ও যুবরাজ, দুইজনে মিলে আমাকে অর্জুনকে দেখার কথা বলেছিল। ১০-১২ দিন ছিল আমার সঙ্গে। যতটুকু দেখেছি, তাতে ও দুর্দান্ত ব্যাটার। বোলিংয়ের জন্য অযথা সময় নষ্ট করছে। আমার মতে বোলার অলরাউন্ডার নয়, ব্যাটিং-অলরাউন্ডার ওর জন্য ঠিকঠাক।'

সাদামাটা পারফরমেন্সে মানোলোর দল বাছাইয়ে প্রশ্ন

বাংলাদেশকে হারাতে ব্যর্থ সুনীলরা

ভারত-০ বাংলাদেশ-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ মার্চ : জঙ্গলের প্রবাদ হল, একই এলাকায় দুইটি বাঘ থাকতে পারে না।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় টানা একাধিপত্য রাখা ব্লু টাইগার্সদের মহড়া নিতে যে বেঙ্গল টাইগার্সরা তৈরি হয়ে গিয়েছে তা যেন এদিন স্পষ্ট হয়ে গেল। নিজেদের ঘরের মাঠে বাংলাদেশকে হারাতে না পারা ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান দৈন্য দশা যেমন প্রকাশ করেছে তেমনি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রেও চিন্তায় রাখল গোটা দেশকে। শুরু থেকেই এদিন নড়বড়ে লেগেছে ফুটবলারদের তেমনি কোচের দল নির্বাচন নিয়েও প্রশ্ন উঠবে।

ভারতের আক্রমণে প্রধান সমস্যা সুনীল ছেত্রীকে সাহায্য করার মতো অভিজ্ঞ ফুটবলার না থাকা। সঙ্গে ফারুখ চৌধুরীকে খেলানো হল অনভ্যস্ত নম্বর ১০ পজিশনে। তাঁর জায়গায় কেন নাওরেম মহেশ সিংকে নামাতে ৬৬ মিনিট লাগল, সেই প্রশ্ন উঠবেই। তিনি নামার পরই সুনীল সেরা সুযোগ পান গোল করার। মহেশের দুরন্ত ক্রসে নেওয়া হেড অবশ্য বাইরে যায়। আক্রমণে এদিন বাড়তি সংযোজন করছিলেন লিস্টন কোলাসো। ৩১ মিনিটে তাঁর আর শুভাশিস বসুর বোঝাপড়ায় প্রথমবার সঠিক অর্থে বাংলাদেশের গোলমুখ প্রায় খুলে গিয়েছিল। লিস্টনের ক্রস থেকে উদান্তা সিংয়ের উড়ে এসে করা হেড গোললাইন থেকে ফেরালে, ফিরতি বলে ফারুখের শটে জোর ছিল না। তবু ধরতে গিয়ে ফসকান মিতুল মার্মা। যা অনুসরণ করার জন্য ভারতের কেউ ছিলেন না। মাঝমাঠে সাহাল আবদুল সামাদ এবং লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে-মনবীর সিংদের একসঙ্গে না থাকা ভারতের আক্রমণকে দুর্বল করেছে। তেমনি মানোলো মার্কুয়েজের এফসি গোয়া ফুটবলাদের প্রতি বাড়তি ভরসা রাখার প্রবণতা ভারতীয় দলকে আরও দুর্বল করে দেয়। শুভাশিসের একটা শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ম্যাচের পর কোচ মানোলো দলের পারফরমেন্স প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমি অত্যন্ত বিরক্ত ও অখুশি দলের সবার পারফরমেন্সে। ওদের আক্রমণ থেকে যে গোল খেয়ে যাইনি, এটাই এই ম্যাচের পজেটিভ পয়েন্ট আমার কাছে।'

বিশাল কেইথের এটাই প্রথম সরকারিভাবে আন্তর্জাতিক ম্যাচ। এদিন স্নায়ুর চাপে ভুগে বারবারই ভুল করলেন। প্রথম মিনিটেই তাঁর মিস ক্লিয়ারেন্স পেয়ে যান মুজিবুর জনি। সৌভাগ্য তাঁর শট গোলে যায়নি। ১২ মিনিটে হামজা চৌধুরীর কর্নার ধরে দ্রুত আক্রমণ শানানোর জন্য শট নিতে গিয়ে বাংলাদেশ ফুটবলারের পায়ে লেগে গোলে চলে যাচ্ছিল বল। যা গোললাইন থেকে ক্লিয়ার করেন শুভাশিস। বিরতিরও পরও একই ভুল করেন তিনি। বলের দখল বেশিরভাগ সময়ে নীল জার্সিধারীদের পায়ে থাকলেও গোলরক্ষক এবং এদিন অধিনায়কের আর্মব্যান্ড হাতে থাকা সন্দেশ ঝিংগানের নেতৃত্বে ডিফেন্সে এত ফাঁকফোকর হচ্ছিল যে কাউন্টার অ্যাটাকে বাংলাদেশিরা দ্রুত গোলমুখ খুলে ফেলছিলেন। প্রথমদিকের সেইসব সুযোগ শাহরিয়ার ইমন-জনিরা কাজে লাগাতে পারেননি। হামজাও সেট পিস জায়গায় রাখতে পারছিলেন না সেই সময়। সদ্য দলে যোগ দেওয়া বাংলাদেশি তারকা বিরতির পর কিন্তু দুর্দান্ত খেললেন নিজের চেনা ডিফেন্সিভ মিডফিল্ড পজিশনে। ৮৯ মিনিটে ফাহিমের শট সম্ভবত হৃদস্পন্দন স্তব্ধ করে দেয় গোটা স্টেডিয়ামের। সৌভাগ্য শরীর জমিতে ফেলে গোল আটকান বিশাল।

এদিকে, এদিন গ্রুপ 'সি'-তে সিঙ্গাপুর ও হংকং ম্যাচ গোলশূন্য শেষ হলেও ভারতের পারফরমেন্সে স্বস্তি এল না।

ভারত ঃ বিশাল, বরিস, ভেকে, সন্দেশ, শুভাশিস (আশিক), উদান্তা (সুরেশ), আপুইয়া, ফারুখ (ব্রাইসন), লিস্টন, আয়ুষ (মহেশ) ও সুনীল (ইরফান)।

শূন্যে লাফিয়েও গোল করতে ব্যর্থ সুনীল ছেত্রী। মঙ্গলবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে।

মারমুখী অর্ধশতরানের পথে পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। মঙ্গলবার আহমেদাবাদে।

জয় দিয়ে পাঞ্জাবে শ্রেয়স জমানা শুরু

লজ্জার রেকর্ড ম্যাক্সওয়েলের

পাঞ্জাব কিংস- ২৪৩/৫ গুজরাট টাইটান্স- ২৩২/৫

আহমেদাবাদ, ২৫ মার্চ : নতুন মরশুমে নতুন রূপে পাঞ্জাব কিংস। গুজরাট টাইটান্স যদিও আটকে ব্যর্থতার চেনা গলিতে। বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে শ্রেয়স আইয়ার পাঞ্জাবের নেতৃত্বে পথ চলা শুরু করলেন ১১ রানের জয় দিয়ে। তাঁর দলের কাজ অনেকটাই সহজ করে দেয় গতবছর থেকে গুজরাট ব্যাটিংয়ের চেনা রোগ পাওয়ার প্লে-তে ওপেনারদের মন্থর ব্যাটিং। এদিন অধিনায়ক শুভমান গিলের (১৪ বলে ৩৩) আগ্রাসনে পাঞ্জাব প্রথম ৬ ওভারে ৬১ রান তুললেও উলটোদিকে অন্য ওপেনার বি সাই সুদর্শন এই সময়টায় ২১ বলে করলেন ২৫ রান। যা ২৪৪ রান তাড়া করতে নামা গুজরাটের আঙ্কিং রেট শুরুতেই অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। পরে সুদর্শন (৪১ বলে ৭৪) ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করলেও কাজে আসেনি। মিডল ওভারে জস বাটলার (৩৩ বলে ৫৪) ও শেরফানে রাদারফোর্ডের (২৮ বলে ৪৬) মধ্যে চেষ্টা জারি থাকলেও গুজরাট আটকে যায় ৫ উইকেটে ২৩২ রানে।

উলটোদিকে সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দিলেন শ্রেয়স (৪২ বলে অপরাজিত ৯৭)। শুরুর দায়িত্বে সফল পাঞ্জাবের ২৪ বছরের ওপেনার প্রিয়াংশ আর্য (২৩ বলে ৪৭)। তিনি খাতাই খুললেন মহম্মদ সিরাজের বলে ওয়ান বাউন্স বাউন্ডারিতে। দ্বিতীয় উইকেটে শ্রেয়স-প্রিয়াংশ স্কোরবোর্ডে ২১ বলে ৫১ রান জুড়েছেন। রশিদ খানের (৪৮/১) গুগলিতে সুদর্শনের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন প্রিয়াংশ। এরপর রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর (৩০/৩) পরপর দুই বলে ফেরান আজমাতুল্লাহ ওমরজাই (১৬) এবং গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে। খাতা খোলার আগেই আউট হয়ে ম্যাক্সওয়েল গড়লেন লজ্জার রেকর্ড। তাঁর দখলে এখন আইপিএলে সবাধিক ১৯টি 'ডাক'। পরে অবশ্য টিভি রিপ্লে-তে হকআই দেখায় বল উইকেটের উপর দিয়ে বেরিয়ে যেত। ছয় নম্বরে নেমে মার্কাস স্টোয়িনিস ২০ রানের ক্যামিওতে সঙ্গ দেন শ্রেয়সকে। তবে শেষদিকে শশাঙ্ক সিংয়ের (১৬ বলে অপরাজিত ৪৪) দাপটেই পাঞ্জাব ২৪৩/৫ স্কোরে পৌঁছায়। যার খেসারতে নন স্ট্রাইকারে থেকে শতরান হাতছাড়া করেন শ্রেয়স। যদিও তাঁর আক্ষেপ ঢেকে গিয়েছে দলের জয়ে।

তিন উইকেট নেওয়ার পর অধিনায়ক শুভমান গিলের সঙ্গে গুজরাট টাইটান্সের রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর।

রাজস্থান রয়্যালসের কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের ক্লাসে মনোযোগী ছাত্র কেকেআরের মণীশ পান্ডে, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, রিঙ্কু সিংরা।

কলকাতায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ২৭ মার্চ

৭ এপ্রিল মালদায় শুরু রাজ্য গেমস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মার্চ : ২৭ মার্চ কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে নবম রাজ্য গেমসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। মালদায় গেমস শুরু ৭ এপ্রিল।

এবার স্টেট গেমসের আসর বসছে মালদায়। চলবে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত। রোয়িং, রাইফেল শুটিং, ইকুয়েস্ট্রিয়ান, গলফ সহ মোট সাতটি ইভেন্টের পরিকাঠামো না থাকায় সেগুলি কলকাতা, দুর্গাপুর সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জায়গায় অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাড়ে ছয় হাজারেরও বেশি অ্যাথলিট প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন। এর আগেও কলকাতার বাইরে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, হাওড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনায় রাজ্য গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই ধারা বজায় রেখে খেলাধুলোকে রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়াই বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য। পাশাপাশি সমাজমাধ্যমে গেমসের সম্প্রচার হবে বলেও জানানো হয়েছে।

এদিকে দুই বছর আগেই শতবর্ষ পার করেছে বিওএ। ২৭ মার্চ গেমসের উদ্বোধনের সঙ্গেই ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের উপস্থিতিতে শতবর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য অলিম্পিক সংস্থা। এছাড়া জাতীয় গেমসে পদকজয়ীদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে ওই মঞ্চ থেকে। দেওয়া হবে আর্থিক পুরস্কারও।

কেরালার দায়িত্বে ডেভিড কাটালা

কলকাতা, ২৫ মার্চ : কেরালা ব্লাস্টার্সের নতুন কোচ হলেন স্পেনের ডেভিড কাটালা। এর আগে সের্জিও লোবেরা, আন্তোনিও লোপেজ হাবাস সহ একাধিক নাম শোনা গেলেও এই স্প্যানিশ কোচকে দায়িত্ব দিয়েছে দক্ষিণী দলটি। সুপার কাপ থেকেই কেরালার ডাগআউটে দেখা যাবে ডেভিডকে।

নাইটদের আজ জয়ে ফেরার যুদ্ধ

-খবর এগারোর পাতায়

বাসেল আদালতের রায়ে দুর্নীতিমুক্ত প্লাতিনি-ব্লাটার

স্বস্তি নিয়ে আদালত থেকে বের হচ্ছেন মিশেল প্লাতিনি ও শেপ ব্লাটার। বাসেলে।

বাসেল, ২৫ মার্চ : সমস্ত রকম আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ থেকে মুক্ত করা হল ফিফার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট শেপ ব্লাটার ও ফ্রান্সের প্রাক্তন তারকা ফুটবলার মিশেল প্লাতিনিকে। দীর্ঘদিনের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় মঙ্গলবার বাসেলের আদালত ব্লাটার ও প্লাতিনির পক্ষে রায় দিয়েছে। আদালত থেকে বেরিয়ে আসার পর এই প্রসঙ্গে ব্লাটার বলেছেন, 'অবশেষে আদালত ন্যায় ঘোষণা করল। যা আমার এবং আমার পরিবার, বন্ধুবান্ধবদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছি।' একই প্রতিধ্বনি প্লাতিনির গলায়ও শোনা গিয়েছে। বলেছেন, 'আজকে আমি আমার হারানো সম্মান ফিরে পেলাম। আজ আমি খুব খুশি।'

২০১১ সালে ব্লাটার ফিফার তহবিল থেকে ২ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ ঘুষ দিয়েছিলেন উয়েফার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট প্লাতিনিকে- এই অভিযোগে ২০১৫ সালে প্রথম মামলা শুরু হয়। যার জেরে ফিফা প্রেসিডেন্টের পদ থেকেও ইস্তফা দিতে হয় ব্লাটারকে। প্লাতিনির ফিফা প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্নেও ইতি পড়ে যায়। ২০২২ সালে একবার সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত করা হয়েছিল দুজনকেই। কিন্তু সেই রায়কে সুইস ফেডেরাল আদালতের তরফে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। তবে মঙ্গলবারের পর সব অভিযোগ থেকেই মুক্ত হলেন ব্লাটার ও প্লাতিনি।

ভেঙে ফেলা হবে গাব্বা স্টেডিয়াম

ব্রিসবেন, ২৫ মার্চ : ২০৩২ সালে অলিম্পিকের আসর বসবে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে। তারপরই ভেঙে ফেলা হবে ঐতিহাসিক গাব্বা স্টেডিয়াম।

অলিম্পিকের কথা মাথায় রেখে প্রথমে গাব্বা স্টেডিয়ামকেই নতুন করে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। তবে সংস্কারে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হবে তার থেকে নতুন স্টেডিয়াম তৈরি লাভজনক। পাশাপাশি ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে ভিক্টোরিয়া পার্কে ষাট হাজার দর্শকাসন বিশিষ্ট নতুন একটি স্টেডিয়াম তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার প্রশাসন। স্টেডিয়ামটির নির্মাণ কাজে ৩.৮ বিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার খরচ হবে বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে অলিম্পিকের পরই গাব্বা স্টেডিয়াম ভেঙে ফেলা হবে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'কুইন্সল্যান্ড ক্রিকেট, এএফএল, ব্রিসবেন লায়ন্সের সহযোগিতায় ও বোর্ডের উদ্যোগে ভিক্টোরিয়া পার্কে একটি নতুন স্টেডিয়াম তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া। গাব্বার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। অলিম্পিকের জন্য ব্রিসবেনের একটি নতুন স্টেডিয়াম প্রয়োজন।'

লাটভিয়ার বিরুদ্ধে জয় ইংল্যান্ডের

লন্ডন, ২৫ মার্চ : বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় পেল ইংল্যান্ড। তারা ৩-০ গোলে হারিয়েছে লাটভিয়াকে। থ্রি লায়ন্সের হয়ে গোল করেন রিসি জেমস, হ্যারি কেন ও এবেরেচি এজে। টমাস টুচেল জমানায় এই নিয়ে টানা দুই ম্যাচে জয় পেলেন কেনরা।

ধারেভারে অনেক পিছিয়ে থাকা লাটভিয়ার বিরুদ্ধে ৩৮ মিনিট পর্যন্ত কোনও গোল করতে পারেনি ইংল্যান্ড। অবশেষে ডেডলক ভাঙেন ডিফেন্ডার জেমস। দর্শনীয় ফ্রি কিক থেকে গোল করে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে দেন তিনি। ৬৮ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ইংল্যান্ড অধিনায়ক কেন। এটি আন্তর্জাতিক ফুটবলে তাঁর ৭১তম গোল। ৭৬ মিনিটে লাটভিয়ার কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন এজে।

ম্যাচের পর কোচ টমাস টুচেল বলেছেন, 'লাটভিয়া ম্যাচটা মোটেও সহজ ছিল না। তবে শেষপর্যন্ত ম্যাচটা জিতেছি। আমি ছেলেদের মানসিকতায় মুগ্ধ।' কোচ হিসেবে টুচেল ক্লাব ফুটবলে প্রায় সব ট্রফিই জিতেছেন। এবার বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করেছেন তিনি। যদিও আপাতত তাঁর লক্ষ্য আন্তর্জাতিক ফুটবল কোচিংয়ের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া। এই নিয়ে টুচেল বলেছেন, 'আমি আন্তর্জাতিক ফুটবলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চাই। ১০-১২টা ক্লাব থেকে ২০ জন খেলোয়াড়কে ডেকে মাত্র তিনদিনের মধ্যে ম্যাচের জন্য তৈরি করা বড় চ্যালেঞ্জ।'

গোলের জন্য হ্যারি কেনকে অভিনন্দন ডেকলান রাইসের।

> লাটভিয়া ম্যাচটা মোটেও সহজ ছিল না। তবে শেষপর্যন্ত ম্যাচটা জিতেছি। আমি ছেলেদের মানসিকতায় মুগ্ধ।
> -টমাস টুচেল (ইংল্যান্ডের কোচ)

জিতল বিবেক সংঘ

ম্যাচের সেরা সুরজিৎ দাস। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৫ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার বিবেক সংঘ ১ উইকেটে দিশা স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে দিশা ৩১.১ ওভারে ১২৯ রানে অল আউট হয়। নবজিৎ দত্ত করেন ২১ রান। সৌমজিৎ মুখোপাধ্যায় ২২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে বিবেক ৩৯.২ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩০ রান তুলে নেয়। ৩১ রান করেন ম্যাচের সেরা সুরজিৎ দাস। অভিষেক রায় ১০ রানে নেন ২ উইকেট। বুধবার খেলবে হাজরাপাড়া তরুণ দল ও ভারতমাতা ক্লাব।

মহিলা ভলিবল শুরু আজ

কোচবিহার, ২৫ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ৭ দলীয় মহালচাঁদ বৈদ ট্রফি মহিলাদের ভলিবল বুধবার শুরু হবে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে খেলবে পার মেখলিগঞ্জ কামাতবৃন্দ যুব সংঘ, দেওয়ানগঞ্জ মিলন সংঘ, শীতলকুচি স্পোর্টস অ্যাকাডেমি, তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা, নাট্য সংঘ, জিরানপুর ইয়ং স্টার

রাজ্য ব্যাডমিন্টনে নামবে রোশনিরা

আলিপুরদুয়ার, ২৫ মার্চ : রাজ্য সাব-জুনিয়ার (অনূর্ধ্ব-১৩ ও ১৫) র‍্যাংকিং ব্যাডমিন্টন রায়গঞ্জে শুরু হবে বৃহস্পতিবার। সেখানে আলিপুরদুয়ারের শুভমিতা কর্মকার দক্ষিণ দিনাজপুরের হয়ে অনূর্ধ্ব-১৩ সিঙ্গলসে নামবে। শুভমিতা ডাবলসে নামবে কলকাতার সারন্যা গুপ্তর সঙ্গে। পাশাপাশি অনূর্ধ্ব-১৫ সিঙ্গলসে আলিপুরদুয়ারের রোশনি দাস খেলবে পশ্চিম কলকাতার হয়ে। জলপাইগুড়ির প্রিয়াংশি বন্দ্যোপাধ্যায়-রোশনি ডাবলসে অংশ নেবে।

৩ উইকেট সৌরভের

জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সুপার সিক্সে মঙ্গলবার

উত্তরের খেলা

কে হারিয়েছে। আরএসএ প্রথমে ৩৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১৯৪ রান তোলে। রজত নাগ ৩২ রান করেন। শিবমকুমার শা ১৩ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। জবাবে আরসিসি ৩১ ওভারে ১৫০ রানে সব উইকেট হারায়। রাজিজুল ইসলাম ৫৫ রান করেন। সৌরভ রায় ৩৪ রানে নেন ৩ উইকেট।

শেষ চার আজ

আলিপুরদুয়ার, ২৫ মার্চ : এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ও আলিপুরদুয়ার জংশনের উদ্যোগে রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ডুয়ার্স কাপ ক্রিকেটে বুধবার রাতে প্রথম সেমিফাইনালে নামবে টিআরডি ও অ্যাকাউন্টস। ডিআরএসসি মাঠে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে

ফাইনালে গ্রিন ভিউ

ম্যাচের সেরা আশুতোষ আগরওয়াল। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৫ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল দ্য গ্রিন ভিউ স্কুল অফ ক্রিকেট। বৃহস্পতিবার ফাইনাল। মঙ্গলবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে গ্রিন ভিউ ৩ উইকেটে অভিযাত্রী ক্লাবকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে অভিযাত্রী টসে জিতে ৩২.৩ ওভারে ১৪৭ রানে অল আউট হয়। তোতন শীল ৫১ ও অভিশঙ্খ সেন ৪২ রান করেন। ম্যাচের সেরা আশুতোষ আগরওয়াল ১৯ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন রজত কর্মকার (১৫/৩) ও সূর্য সরকারও (২৬/৩)। জবাবে গ্রিন ভিউ ৩৮.৩ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪৮ রান তুলে নেয়। নবেন্দু দত্ত ৩৩ ও রজত ২৮ রান করেন। অমর বাসফোর ৫০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সায়ন সাহা (১৫/২) ও প্রদুন্য সরকারও (২৩/২)।

জয়ী ২০১৩

কামাখ্যাগুড়ি, ২৫ মার্চ : কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের ক্রিকেটে মঙ্গলবার ২০১৩ ব্যাচ ৮ ২০০০ ব্যাচ প্রথমে ১৪.৪ ওভারে ৬৮ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা অভিজিৎ দে ৬ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ২০১৩ ব্যাচ ৩.৩ ওভারে ২ উইকেটে ৬৯ রান তুলে

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা অমর ভট্টাচার্য - কে 23.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি এখন আমার জীবনে নিজেকে অনেক সফল মনে করছি। আমি যে পরিমাণ অর্থ ডিয়ার লটারির টিকিট কেটে জিতেছি তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার সাথে ব্যয় করব। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমার এবং আরও অনেক মানুষের জীবনকে সহজ করে তুলেছে। আমি ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।